

করিম চৌধুরী স্ট্যাটান আইল্যান্ডের প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায় পৃষ্ঠা ১৯

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

16 Nobember 2023, Thursday, 7th Year, Issue 348, 40 Pages



নিউইয়র্কে ভালোই সময় কাটাচ্ছেন ন্যান্সি পৃষ্ঠা ২৫

১৬ নভেম্বর ২০২৩, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৮, পৃষ্ঠা: ৪০

বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে?

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

অনেক দিন ধরেই রাজনীতিতে প্রকাশ্য তৎপরতা আমেরিকার। ভবিষ্যতে কার প্রভাব থাকবে বিতর্ক এখন এটা নিয়ে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

বাংলাদেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। আনুষ্ঠানিকভাবে এমন চিঠি দেয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চলমান রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে তাদের প্রকাশ্য চূড়ান্ত বার্তাই দিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৩ নভেম্বর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত চিঠিতে নতুন কিছু বলা হয়নি। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া এমন চিঠির মধ্যে নতুন বার্তা রয়েছে। বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে এটাই আমেরিকার সর্বশেষ প্রকাশ্য বার্তা মনে করছেন কেউ কেউ। নেপথ্যের অনেক কাজ শুরু হয়ে গেছে। যদিও এসব নিয়ে বিস্তারিত জানার বা জানানোর সুযোগও খুবই সীমিত বলে মনে করা হচ্ছে।

বেশকিছু সময় থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রকাশ্য সক্রিয় তৎপরতা আমেরিকার। রাখঢাক করে, কূটনৈতিক চালাচালি করে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের সময় আগেই পেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত প্রভাব বিস্তার করবে, না আমেরিকার প্রাধান্য পাবে- এসব নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

আমরা অনেকটাই এখন একমত, নিজেদের স্বার্থে হলেও নিজেরা রাজনৈতিক বিবাদ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা আমাদের নেই। বাইরের শক্তিগুলোর মধ্যস্ততায়ই নির্ধারিত হবে বাংলাদেশের জনগণের ভবিষ্যৎ! দেশকে আমরা ঠেলে দিয়েছি এমন বাস্তবতায়!

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আমেরিকার দৌড়ঝাঁপকে দেশের সরকারপক্ষ বৈরী আচরণ হিসেবেই দেখছে। নেপথ্যে আমেরিকা কী বলছে, কোন চাপ দিচ্ছে? তা এখনও প্রকাশ্য নয়। মার্কিন কূটনীতি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে, তারা মনে করেন নেপথ্যের অনেক বিষয় সহজে জানার কোনো উপায় নেই। আমেরিকা সামনে যা বলে , নেপথ্যের কর্মকৌশল দিয়ে তা বাস্তবায়িত করে থাকে।

মার্কিন কূটনীতির মৌলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, দেশের বাইরে আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নাগরিকদের রক্ষা করা। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং অন্যান্য বৈশ্বিক বিষয়ে আমেরিকার স্বার্থের অগ্রগতি সাধন করে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বিশ্ব তৈরি করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

এ লক্ষ্য অর্জন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মূল্যবোধ ধারণ করে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশকে নিয়ে আমেরিকার স্বার্থ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই এখন গুরুত্বের। একই সময়ে বাংলাদেশও তার স্বার্থের অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সর্বোচ্চ স্বার্থ আদায় করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোথাও কোনো মার্কিন নাগরিকের ওপর হামলা হলে বা জীবন বিপন্ন হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হলে আমেরিকা কখনো ছাড় দেয় না।

বাংলাদেশে কাজ করতে গিয়ে একাধিক মার্কিন দূতকে সাম্প্রতিক সময়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা থেকে শুরু করে বর্তমান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বিচরণ আমরা দেখেছি, দেখছি। এসব শুধু কোনো দেশে নিযুক্ত কূটনীতিবিদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১



তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে নরসিংদীতে ট্রেনে আগুন।

৭ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে চলতে শুরু করল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ট্রেন। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৭ জানুয়ারি হবে ভোট গ্রহণ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। এর আগে বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সভায় তফসিল চূড়ান্ত করা হয়।

তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল ও নিষ্পত্তি হবে ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। আর প্রতীক বরাদ্দ হবে ১৮ ডিসেম্বর। ৫ জানুয়ারি প্রচার শেষ করে ৭ জানুয়ারি ভোট।



- ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন
- ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ তাদের জোটভুক্ত ও সমমনা দলগুলো তফসিলকে স্বাগত জানিয়েছে। রাজধানীসহ দেশজুড়ে আনন্দ মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তবে বিএনপি এবং তাদের জোট ও আন্দোলনের শরিক দলগুলো এই তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনটি দল হরতালের ডাক দিয়েছে। আর আগে থেকে অবরোধ দিয়ে রেখেছে বিএনপি।

জাতির উদ্দেশে ভাষণে সিইসি হাবিবুল আউয়াল বলেন, সরকার সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বারবার ব্যক্ত করেছে। কমিশনও তার আয়ত্তে থাকা সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে এবং সরকার থেকে আবশ্যক সব সহায়তা গ্রহণ করে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করবে।

রাজনৈতিক দলকে সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার করে সমস্যার সমাধান খোঁজার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পারস্পরিক প্রতিহিংসা, অবিশ্বাস ও অনাস্থা পরিহার করে সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা ও সমাধান অসাধ্য নয়।

পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা টেকসই ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ামক বলে সিইসি উল্লেখ করেন।

সিইসি বলেন, বহুদলীয় রাজনীতিতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ইসরায়েলের ব্যাপারে মার্কিন সুর পাল্টাচ্ছে?

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইসরায়েলকে জোর গলায় সমর্থন দিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পক্ষে দৌড়ঝাঁপ করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। গত সপ্তাহে তাঁর কণ্ঠে ছিল ভিন্ন সুর। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি।

ইসরায়েলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকে যেভাবে কথা বলে আসছে, তাতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে ব্লিঙ্কেনের এই দুঃখ প্রকাশ। এ পরিবর্তনের কারণও আছে। অবরুদ্ধ গাজায় দিন দিন বাড়তে থাকা লাশের সারি, বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

৪২ জনের কানাডা গমন প্রতিহত কেন?

বিমানবন্দর থেকে ফেরত

সিলেট অঞ্চলের ৪২ জন ভুক্তভোগীর পক্ষে অনেকেই দাঁড়িয়েছেন। তারা ঘটনার তদন্ত দাবী করেছেন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

সম্প্রতি ৪২ জন বাংলাদেশীর কানাডা গমন ঠেকিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তাবৃন্দ। ভূয়া কাগজপত্র নিয়ে এসব লোকজন কানাডা যাচ্ছিলেন বলে তাদের ফ্লাইটের সময় যাত্রা বাতিল করে দেয়া হয়। যদিও এসব লোকজনের ভিসা সঠিক ছিল। কানাডার যথাযথ ভিসা থাকার পরও বাংলাদেশের বিমানের কিছু কর্মকর্তার দায়িত্বের বাইরে দায়িত্ব পালন নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকেই প্রশ্ন রাখছেন, আসলেই কি তাদের ভিসা ভূয়া ছিল? কানাডিয়ান হাইকমিশন ১০ বছরের জন্যে ভিসা দিয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের বিষয়টি একটি উপলক্ষ ছিল মাত্র। অন্য কোন দেশ ভ্রমন না করেও কানাডিয়ান হাইকমিশন যদি কাউকে ট্যুরিষ্ট ভিসা প্রদান করে থাকে, তার জবাবদিহিতা কি পাসপোর্টধারীকে করতে হবে কেন? বাংলাদেশ বিমানের এ ভিসার প্রদানের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে কি না , এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সিলেট অঞ্চলের ৪২ জন ভুক্তভোগীর পক্ষে অনেকেই দাঁড়িয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১



ইসরায়েলের বোমা হামলায় বিধ্বস্ত বাড়ির মধ্য দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হেঁটে যাচ্ছে এক শিশু। বুধবার রাফাহ এলাকায়।

বিয়ানীবাজারবাসীর ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে রাখার আহ্বান

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে সংগঠনের নির্বাচন কমিশন। ১৩ নভেম্বর সোমবার অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন থেকে নির্বাচন নিয়ে অপপ্রচার, অপবাদ বর্জন করে বিয়ানীবাজারবাসীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সব মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহি উদ্দিন, কমিশনার হেলাল আহমদ, ছালেহ আহমদ মনিয়া, মোহাম্মদ আব্দুন নূর এবং নূরুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে দেয়া লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, " গত ২২শে অক্টোবর ২০২৩ইং রোজ রবিবার সমিতির ২০২৪-২৫ সালের "কার্যকরী পরিষদ" নির্বাচনের জন্য একটি সুষ্ঠ ,সুন্দর ও নিরপেক্ষ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

পিটার হাসের ঢাকা ত্যাগ এখন আলোচনায়

ঢাকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তবে তিনি কোথায় গেছেন, তা প্রকাশ করেনি কোনো পক্ষই। একটি কূটনৈতিক সূত্রের মতে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পরামর্শমূলক কাজে ওয়াশিংটন গিয়ে থাকতে পারেন। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও দেশটির রাষ্ট্রদূত কয়েক মাস বেশ তৎপর থাকায় ভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিনই তাঁর ঢাকা ত্যাগ করা নিয়ে নানা মহলে কথা হচ্ছে।

সুষ্ঠু, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের তাগিদ দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এমন নির্বাচন অনুষ্ঠানে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে দেশটি।

রাষ্ট্রদূত হাসের গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ঢাকায় মার্কিন



পিটার ডি হাস

দূতাবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইবেলি জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

রাষ্ট্রদূত হাস কোথায় গেছেন, জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ও জনকূটনীতি বিভাগের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন গতকাল বলেন,

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings



Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিজিওথ্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- বাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট দ্বারা পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি





For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

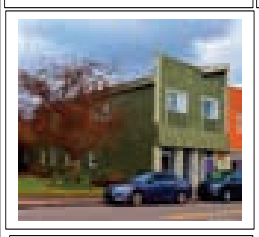
HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568



Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren



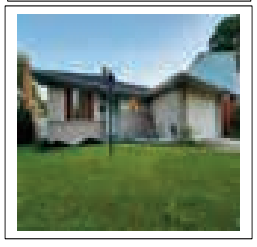
Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.



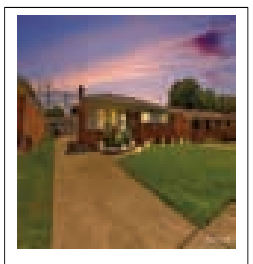
Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00



CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900



Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.



Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/ walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES



সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং: /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------রবিবার ----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------মঙ্গলবার ----------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ---------- ----------শনিবার----------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সপেন্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or Bus:Q40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকরাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টোডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব মোডিফিকেশন *সব ধরনের ক্রিমা ও ফিন্যানসি ক্রিমা প্রসেসিং



- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]



WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন



Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

লাঠিটিলায় একনেকের প্রকল্প অনুমোদনে প্রতিবাদ

সিলেট

৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, লাঠিটিলা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সাফারি পার্ক নির্মাণে একনেকের সভায় অনুমোদনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্টজনরা। একইসাথে এই প্রকল্প থেকে সরে আসতে সরকারকে আহবান জানান ১৮ জন অধিকারকর্মী ও পরিবেশ সংগঠক।

উল্লেখ্য, এর আগে দেশের পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মীরা এই বন সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়কে বারবার অবহিত করলেও সেসব উদ্বেগে কর্ণপাত না করায় একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সাফারি পার্ক নির্মাণের উদ্যোগে দেশের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় সরকারের উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯২০ সালে তৎকালীন সরকার এ বনের ৫৬৩১ একর এলাকাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। লাঠিটিলা বনে উল্লুক, মায়া হরিণ, বুনো শুকর, ক্ষুদ্র লেজযুক্ত উদবিড়াল, উল্টো লেজি বানর সহ বিপন্নপ্রায় ও বিরল ২০৯ প্রজাতির বন্য প্রাণী এবং ৬০৩ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। লাঠিটিলা বন দেশের ছয়টি আন্ত:সীমান্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম।

জনসংখ্যা আধিক্যের কারণে দেশে ভূমি সংকটের ফলে চাহিদার তুলনায় বনভূমির পরিমাণ যথেষ্ট কম। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক বনকে সুরক্ষা দেয়া ও দখল হয়ে যাওয়া বনভূমি উদ্ধার যেখানে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা, সেখানে লাঠিটিলায় দেশের ৩য় সাফারি পার্ক নির্মান প্রাকৃতিক বন রক্ষায় সরকারের চরম অবহেলার বহিঃপ্রকাশ। ইতোপূর্বে কক্সবাজারের চকরিয়ায় বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক ১ এবং গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক ২ নির্মাণ করা হয়েছে। ওই দুটি সাফারি পার্ক পরিচালনা নিয়ে বন বিভাগের বিরুদ্ধে একাধিকবার অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। দায়িত্ব অবহেলা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতায় একের পর এক বন্যপ্রাণী মৃত্যুতে নাগরিকেরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। দুইটি সাফারি পার্ক পরিচালনায় ব্যার্থতা ও পরিবেশের উপর চরম নেতিবাচক প্রভাব থাকা সত্বেও লাঠিটিলায় আরেকটি সাফারি পার্ক নির্মাণের চেষ্টা অনভিপ্রেত।

বিভিন্ন কারণে লাঠিটিলা সাফারি পার্ক নির্মাণে সরকারের সিদ্ধান্তে দেশের নাগরিকগণ উদ্বেগ জানিয়েছেন। সংরক্ষিত বনাঞ্চল হওয়া সত্বেও লাঠিটিলা এতোদিন বিভিন্নভাবে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। বনে বসবাসকারীদের জন্য নানা ধরণের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে যা বনের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে। এমতাবস্থায় বনবিভাগ থেকে এসকল মানব বসতি উচ্ছেদ করে বনের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার কথা থাকলেও তা না করে গ্রাম বহাল রেখেই সাফারি পার্ক নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ২৪৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটিতে বনটিকে একেবারে আমূলে বদলে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা বলা আছে। পুরো পরিকল্পনা এবং এর নেতিবাচক প্রভাবের কথা চিন্তা করে স্বাভাবিকভাবেই শুধু সিলেট অঞ্চলে নয় সারা বাংলাদেশে পরিবেশ সচেতন মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী লাঠিটিলায় এখনো হাতির বিচরণস্থল হিসাবে পাথারিয়া হিল রিজার্ভ ফরেস্ট (পিএইচআরএফ) পরিচিত। প্রশাসনিকভাবে পিএইচআরএফ দেশের জুড়ি ও বড়লেখা এই দুটি উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। ২০১৫ সালের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে সংরক্ষিত বনটির আয়তন ৮০ বর্গ কি.মি.; এরমধ্যে লাঠিটিলার আয়তনই ২০ বর্গ কিলোমিটার। এমতাবস্থায় এই বনাঞ্চলে এমন সাফারি পার্ক নামে বন ধ্বংসের আয়োজনের মুষ্ঠিমেয় কিছু লোকের আর্থিক লাভ ছাড়া তা দেশের জন্য কোনভাবেই মঙ্গলজনক হবে না। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘণ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্রের উপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পরবে। তাই, দেশের অন্যান্য নাগরিকদের উদ্বেগের সাথে সাথে আমরাও লাঠিটিলা সাফারিপার্ক প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করছি। সংশ্লিষ্ট মানুষের মতামত উপেক্ষা করে লাঠিটিলা ধ্বংসের এই প্রকল্প এগিয়ে নিলে তা বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিবে বলে আমরা মনে করছি।

আমরা, অবিলম্বে সরকারকে এই প্রকল্প বাতিলের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণ হলেন, সুলতানা কামাল, সভাপতি, মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন; রাশেদা কে চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী, গণস্বাক্ষরতা অভিযান; ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন; অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ, সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; শারমিন মুরশিদ, প্রধান নির্বাহী, ব্রতী; সঞ্জিব দ্রং, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; শরীফ জামিল, সমন্বয়ক, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ; ড. মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক, উপাচার্য, মেট্রপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; এম এস সিদ্দিকী, বেসরকারি উপদেষ্টা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন; রুবায়েত ফেরদৌস, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. আদিল মোহাম্মদ খান, নির্বাহী পরিচালক; ইনস্টিটিউট আব প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইপিডি); ফাদার জোসেফ গোমেজ, সমন্বয়ক, আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন, সিলেট; মীর মোহাম্মদ আলী, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; মোকারম হোসেন, সাধারন সম্পাদক, তরুপল্লব; নিখিল চন্দ্র ভদ্র, সমন্বয়ক, সুন্দরবন ও উপকুল সুরক্ষা আন্দোলন; আব্দুল করিম কিম, সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার, সিলেট; ও ফ্লোরা বাবলি তালাং, সাধারণ সম্পাদক, কুবরাজ আন্তোপুঞ্জি উন্নয়ন সংগঠন।





ইলিশ মৎস ব্যবসায়ী কামাল এক ইলিশের দাম চেয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা। বড় আকারের মাছটি দেখতে ক্রেতাদের ভীড় দেখা যায়। ১৩ নভেম্বর পটুয়াখালীর দুমকির রাজাখালী বাজারে

'এটা ভারত নয়' ঋষি সুনাককে পুলিশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলী আগ্রাসনের ধাক্কা যেন লেগেছে ব্রিটিশ সরকারেও। ফিলিস্তিনের পক্ষে এক বিক্ষোভের সূত্র ধরে সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্র্যাভারমানকে বরখাস্ত করেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। কিন্তু এই বিশাল ঢেউয়ের সূচনাটা হয়েছিল ৮ নভেম্বর বুধবার। সেদিন ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে মিছিলে কেঁপে উঠেছিল লন্ডন।

এই বিক্ষোভ ছিল ইসরায়েলের আগ্রাসনের ঘোর সমর্থক সুনাক সরকারের বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলার জন্য বেশ বিব্রতকর। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ধারণা করা হচ্ছে, উগ্র ডানপন্থীদের পক্ষ নিয়ে সেদিনের ফিলিস্তিনিদের পক্ষে হওয়া বিক্ষোভ মিছিলকে ঠেকাতে চেয়েছিল সুনাক সরকার। এমনকি পুলিশ সেদিন ওই বিক্ষোভ ঠেকাতে মাঠে নামা উগ্র ডানদের বাধা দেওয়ায় সুয়েলা মোটেও খুশি হননি। বরং পুলিশের সমালোচনা করে বলেছিলেন তারা পক্ষপাত দেখাচ্ছে। এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও সেদিন ফিলিস্তিনিদের পক্ষের বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশকে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার মার্ক রাওলি সুনাককে জবাবে বলেন, 'আপনি এটা করতে পারেন না, এটা ভারত নয়।'

লন্ডন পুলিশ সেদিন এই বিক্ষোভে বাধা দেয়নি বরং উগ্র ডানদের পাল্টা বিক্ষোভ-সহিংসতা ঠেকিয়ে দেয়। সেদিনের নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য পুলিশের প্রশংসা করছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। সাধারণত পুলিশকে সরকারের সব নির্দেশ পালন করতেই দেখা যায়। ভারতে সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনো বড় সমাবেশ পণ্ড করে দেওয়ার দায়িত্বটা পালন করে পুলিশই।

লাগামছাড়া ডলারের খোলা বাজার: ঘোষিত দামে মিলছে না

ঢাকা ডেস্ক



নগদ ডলারের তীব্র সংকটে ডলারের বাজার অস্থির হয়ে উঠেছে। ডলার সংকট কাটাতে যেসব উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তা কোনটাই কাজে লাগছে না। খোলা বাজারে ডলারের দাম লাগামছাড়া, দাম নিয়ে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। প্রতিনিয়ত বাড়ছে মুদ্রাটির দাম। ডলারের দামের ওপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাফেদা ও এবিবি'র ওপর ছেড়ে দেয়ার পর মুদ্রাটির দর নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। ফলে খোলা বাজারে ডলারের দাম রেকর্ড সর্বোচ্চ ১২৮ টাকায় পৌঁছেছে। অনেক ব্যাংক ডলার পাচ্ছে না। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শিথিলতার সুযোগে প্রতিযোগিতা করে ১২৪ টাকা দরেও ডলার কিনেছে অনেক ব্যাংক। ডলার বাজারের এমন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এবং নির্ধারিত দামে ডলার বিক্রিসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) এবং বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার এসোসিয়েশন (বাফেদা)। বৈঠকে জরুরি ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা চেয়েছেন বিভিন্ন ব্যাংকের এমডি ও প্রধান নির্বাহীরা। দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে ডলারের দাম নির্ধারণ করছে বাফেদা এবং এবিবি। তবে অনেক ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজ নির্ধারিত দাম ডলার কেনা-বেচা করছে না। এ পরিস্থিতিতে ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা চেয়েছে এবিবি ও বাফেদা।

২১ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহীরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে এবিবি'র চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, এবিবি ও বাফেদার সমন্বয়ে ৮ নভেম্বর ডলার কেনাবেচার একটা রেট বেঁধে দেয়া হয়েছিল, সেই রেট অনুযায়ী প্রবাসী আয়ের ডলারে ১১৬ টাকার বেশি দিতে পারবে না। তবে আমদানিকারকদের কাছে ব্যাংকগুলোকে ১১১ টাকায় বিক্রি করতে হবে। এর বেশি নেয়া যাবে না। কেউ যদি এটা অমান্য করে তাহলে নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, ডলারের বাজার খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। স্থিতিশীল করার জন্য আমরা সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করছি।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রেমিট্যান্সের ডলার কেনার ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হওয়ার পর বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। রেমিট্যান্সের ডলার কেনার ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। প্রণোদনার নামে রেমিট্যান্সের ডলার ১২১ থেকে ১২৩ টাকা দরেও কিনছে কোনো কোনো ব্যাংক। বেশির ভাগই কিনছে ১১৪ থেকে ১১৬ টাকা করে। এতে ডলারে কেনার খরচ বেড়ে যাওয়ায় আমদানিতেও প্রিমিয়াম এবং নানা ফির নামে বেশি দামে ডলার বিক্রি হচ্ছে।

নির্বাচন হবে শেখ হাসিনার অধীনেই

বললেন সালমান রহমান

ঢাকা ডেস্ক

নির্বাচনের জন্য দ্রুতই তপশিল ঘোষণা করা হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ আসনের সংসদ সদস্য সালমান এফ রহমান বলেন, এরপর সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১০ নভেম্বর শুক্রবার ঢাকার নবাবগঞ্জে সরকারি পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক সমাবেশে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধ নিয়ে সালমান এফ রহমান বলেন, বিএনপি নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে অবৈধ হরতাল ও অবরোধ দিচ্ছে। তাদের এ হরতাল ও অবরোধ জনগণ মানছে না। এখন বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে সমর্থন করছে না।

সভায় শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে সালমান এফ রহমান বলেন, আপনাদের পেশা হচ্ছে একটি মহান পেশা। জাতিকে মানুষ করার জন্য শিক্ষকরা পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আপনারা যদি ভালো শিক্ষা দান করেন তা হলে ভবিষ্যতে ওরা ভালো মানুষ হবে। আপনারাই হচ্ছেন ভালো নাগরিক গড়ার কারিগর।

তিনি আরও বলেন, ২০৪১ সালে হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রথমে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। পৃথিবীতে যেভাবে প্রযুক্তির মান বাড়ছে, কাজেই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে সেভাবে আমাদের তৈরি করতে হবে।

এর আগে ১০ নভেম্বর সকালে সালমান এফ রহমান নবাবগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন উদ্বোধন করেন। পরে হাসপাতালে অনুষ্ঠিতব্য সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তিনি।

পরে বিকেলে এমপি দোহার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সময় দোহারের রায়পাড়া ইউনিয়নের স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন। পরে জয়পাড়া পাইলট স্কুল প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা সিভিল সার্জন ডা. আবুল ফজল মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণ, নবাবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন আহম্মেদ ঝিলু, দোহার উপজেলা চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মতিউর রহমান, দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবাশ্বের আলম প্রমুখ

বিএনপি–জামায়াতের কাছে প্রশ্ন সাধারণ জনগণ কি দোষ করেছে: তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

চলমান অবরোধে যানবাহনে দেওয়া আগুনে দগ্ধদের দেখতে গিয়ে বিএনপি–জামায়াতের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

তিনি বলেন, 'বিএনপি–জামায়াতের কাছে প্রশ্ন সাধারণ জনগণ কি দোষ করেছে? তাদের কেন পেট্রোল মেরে দগ্ধ করা হচ্ছে। এই অপরাধের কোনো উত্তর বিএনপি–জামায়াতের কাছে নেই।'

মঙ্গলবার দুপুরে অবরোধে দগ্ধদের দেখতে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে যান তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

ক্ষমতাসীন দলের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বিএনপি–জামায়াত দেশে যে অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করেছে সেটা ১৯৭১ সালের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। কেন তারা সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করবে?'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা দেখেছেন বিএনপি–জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাসের কারণে কীভাবে অসহায় খেটে খাওয়া মানুষগুলো দগ্ধ অবস্থায় বার্ন ইউনিটে কাতরাচ্ছে। ঠিক একই কায়দায় তারা ২০১৩-১৪-১৫ সালে যেভাবে মানুষের উপর আক্রমণ করেছিল, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছিল ঠিক একই কায়দায় তারা মানুষ ও যানবাহনের উপরে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে।

'কারার ঐ লৌহকপাট'... এ যেন সুরের লোপাট!

আনোয়ারুল হক লাভলু





জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম জনপ্রিয় জাগরণের গান 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট' এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে শৈশব থেকেই। আমার নিজের ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালীন, কুলাউড়া লালসূর্য খেলাঘর আসরে কোরাসে প্রথম গেয়েছিলাম তারপর কত শতবার যে গেয়েছি জীবনের নানা বাঁকে। শুধু আমি নই লক্ষ লক্ষ বাঙালির প্রাণে শৈশব থেকেই এই গানটি চির জাগরুক হয়ে আছে । আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচারিত হতো এই গান। মুক্তিযুদ্ধকালীন শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে এই গান গেয়ে উদ্দীপনা যুগিয়েছেন । স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের গনতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, অমর একুশের উদযাপনসহ নানা জাতীয় এবং সচরাচর অনুস্ঠানে এইগানটি বিপ্লবের গান, দ্রোহের গান, উজ্জীবনের গান এমনকি অনুপ্রেরণার গান হিসেবে আমরা পরিবেশন করে থাকি। মূল সুরটিকে সঠিক রেখে ক্ষেত্রবিশেষে গায়কি বা মিউজিকে ভিন্নতা এনে এটি পরিবেশন হয়ে আসছে প্রায় শত বছরেরও অধিক সময়ধরে । বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সঞ্জিবনী শক্তি যোগানোর মাধ্যমে যে সুরে, যে গানের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই গান শতবর্ষে কালজয়ীগান হিসেবে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত।

সাম্প্রতিক সময়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত মিউজিশিয়ান এ আর রহমান ভারতীয় একটি ছবিতে পরিবেশনার জন্য গানটি ভিন্নসুরে নির্মান করেছেন। হতে পারে এটি তাঁর অজ্ঞতা থেকে, হতে পারে জেনেশুনেই তিনি তা করেছেন। নিঃসন্দেহে বিকৃতসুরে এমন একটি জনপ্রিয় কালজয়ী নজরুল সঙ্গীতকে উপস্থাপন করা অত্যন্ত নিন্দনীয়, অপরাধমূলক এবং গর্হিত কাজ। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ, ভারতসহ পৃথিবীর নানাদেশে বসবাসকারী সংস্কৃতি সচেতন বাঙালিদের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ফেইসবুকসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে গানটির বিকৃতি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের বাঙালি সংগঠনসহ বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান অনতিবিলম্বে কথিত সিনেমাসহ, ফেইসবুক, ইউটিউব এবং অন্যান্য সকল প্রচার মাধ্যম থেকে গানটি সরিয়ে ফেলা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণকরা হোক। বাংলাদেশ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবিষয়ে সরকারী ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা নৈতিক দায়িত্ব।

সম্পাদকীয়

আমেরিকার নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিতদের অভিনন্দন

যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাড়ছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের অংশগ্রহণ। নিউইয়র্ক থেকে নিউজার্সি, মিশিগান থেকে জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া থেকে থেকে ক্যালিফোর্নিয়া সর্বত্র বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা উঠে আসছেন মূলধারার রাজনীতিতে জায়গা করে নিতে। সেই তালিকার পরিসর বাড়ছে। ছোট ছোট নগরের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য বা সিটি কাউন্সিল মেম্বার থেকে এবার কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করেছেন ড. নীনা আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্রে গত ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে মূলধারা এবং স্থানীয় নির্বাচন, এতে বাংলাদেশিরা আমেরিকানরা বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া স্টেট পার্লামেন্টের সিনেটর হিসেবে বাংলাদেশি-আমেরিকান সাদ্দাম সেলিম বিজয়ী হয়েছেন, ফিলাডেলফিয়া সিটির কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে বিজয়ী হয়েছেন আরেক বাংলাদেশি-আমেরিকান ড. নীনা আহমেদ। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে পুনরায় জয়ী হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শাহানা হানিফ। মেলবোর্ন সিটির নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে পুনরায় জয়ী হয়েছেন নুরুল হাসান এবং সালাহউদ্দিন মিয়া।

এ ছাড়া হাডসন সিটি কাউন্সিলেও ৪ বাংলাদেশি-আমেরিকান পুনরায় জয় পেয়েছেন। তারা হলেন কাউন্সিলম্যান শেরশাহ মিজান, দেওয়ান সারওয়ার এবং রনি ইসলাম ও ওয়ার্ড সুপারভাইজার আবদুস মিয়া। একই সঙ্গে মিশিগান স্টেটের হ্যামট্রামিক সিটিতে মোহাম্মদ কামরুল হাসান টানা চতুর্থবারের মতো কাউন্সিলর পদে বিজয়ী হয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে সিটি কাউন্সিলর পদে এই প্রথম বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন মুহতাসিন রহমান সাদমান। বর্তমানে হ্যামট্রামিক সিটিতে নির্বাচিত আরো ২ জন বাংলাদেশি কাউন্সিলর রয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মিশিগানের হ্যামট্রামিক সিটিতে মেয়র সহ সকল কাউন্সিলর মুসলিম যেটি বিরল ঘটনা।

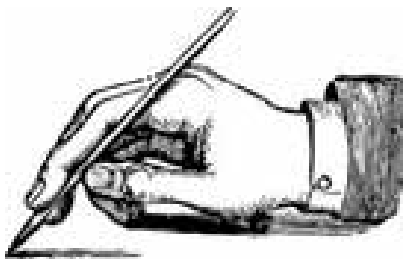
বিজয়ীরা সবাই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন। নোয়াখালী জেলা সদরের সন্তান সাদ্দাম সেলিম ৭০% ভোট পেয়ে স্টেট সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি-আমেরিকান সিনেটরের সংখ্যা হলো ৪ জন।একই মর্যাদায় স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে চার দফায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন নিউ হ্যামশায়ার স্টেটের আবুল খান। নির্বাচিত প্রবাসীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র রিপাবলিকান। অপর সিনেটররা হলেন- শেখ রহমান, মাসুদুর রহমান এবং নাবিলা ইসলাম।

এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নারী এবং প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিলওম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শাহানা হানিফ। তিনি ৭৫% ভোট পেয়েছেন। এছাড়া ও প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টা এবং ফিলাডেলফিয়া সিটির ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ড. নীনা আহমেদ এবার তৃণমূলের ভোটে ফিলাডেলফিয়া সিটির কাউন্সিলওম্যান অ্যাট লার্জ হিসেবে জয়ী হয়েছেন।উল্লেখ্য, ড. নীনা আহমেদ এর আগে পেনসিলভেনিয়া স্টেট অডিটর জেনারেল এবং লেফট্যানেন্ট গভর্নর পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকিটে লড়েছিলেন কিন্তু পরাজিত হন তবে এবার তিনি সিটি মেয়রের সমমর্যাদার একটি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। ড. নীনা এই সিটির প্রথম দক্ষিণ এশিয়ান কাউন্সিলওম্যান ও প্রথম মুসলিম নারী। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বাংলাদেশিদের এই বিজয়ের জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আনন্দ বিরাজ করছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশি আমেরিকানের বিজয়ে উল্লসিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বিজয়ীদেরকে বিবৃতি দিয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে মূলধারার রাজনীতিবিদ, রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কমিউনিটি সংগঠনগুলো। মার্কিন রাজনীতির সর্বপর্যায়ে বাংলাদেশিদের আরও অংশগ্রহণ জরুরী। মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ প্রবাসীদের অধিকার আরোও সমুন্নত করতে সহায়তা করবে।

কূটনৈতিক আলাপ ও আমাদের সাংবাদিকতা

কাকন রেজা



ভারতের চোখ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ শুধু নয়, দক্ষিন এশিয়ার কোনো দেশকেই দেখছে না। ভূ-রাজনীতির সামান্যতম জ্ঞানও যাদের আছে তাদের বোঝা উচিত, কেন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখতে চাইছে না।

বাংলাদশের সাংবাদিকতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা বুঝতে এখন আর খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। এই যে, পিটার ডি. হাসের কথাই ধরে নেয়া যাক। তিনি দিল্লি না ঢাকায় তা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেললো বাংলাদেশের কোনো কোনো গণমাধ্যম। দিল্লিতে 'টু প্লাস টু' বৈঠকে নাকি পিটার ডি. হাসকে ডেকে নিয়ে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সেক্রেটারি অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন। ভারতীয় দু'একটা মাধ্যম এ বিষয়ে খবর করে। আর যায় কোথা আমাদের নকল-নবিশরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই খবরের উপর। ঢাকায় থাকলেও উড়ো খবরের উড়ানিতে পিটার ডি. হাসকে দিল্লিতে চালান করে দিলেন তারা। বাধ্য হয়েই মানবজমিনকে খবর করতে হলো, 'দিল্লিতে নয়, পিটার হাস ঢাকায়'। আজব অবস্থা!

এখন শুরু হয়েছে এবং আরো হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে কী কথা হলো, সে বিষয়ে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর কী আলাপ করেছেন তা মোটামুটি পরিষ্কার ভাবে গণমাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কাত্রা। ভারতের মোদ্দা কথা হলো, বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের বিষয়, তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকার পক্ষে ভারত। এর বাইরে আর কথা নেই। কিন্তু কোনো কোনো মাধ্যম ইতোমধ্যেই এই কথাটুকুকেই পাঁচের সাথে সাত মিলিয়ে চৌদ্দ বানানোর কাজ শুরু করেছে। তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে ভারতের বার্তাকে সাজাতে চাইছে নিজস্ব রাজনৈতিক পছন্দের আলোকে এবং তা মনের মাধুরি মিশিয়ে।

এসব গণমাধ্যমের কাণ্ডজ্ঞান বহুপূর্বেই লোপ পেয়েছে। এরা ইরানের হিজাব বিরোধী আন্দোলনে গাড়ি ভাংচুর থেকে পোড়ানো কে আন্দোলন ভাবে। ফ্রান্সের আন্দোলনে এসব কর্মকাণ্ডকে আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। শ্রীলঙ্কার এমপিদের ন্যাংটা করানোকে আন্দোলনের অংশ মনে করে। কিন্তু উল্টো ঘটে নিজের পছন্দের বাইরে গেলেই। একসময় জ্বালাও পোড়াওয়েরশিরোনাম হয়েছে, 'ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে', আর এখন কী হয় তা সবাই জানেন এবং কেন হয় তাও সবাই বোঝেন। গণমাধ্যম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কিছু কিছু খবরের কমেন্টস সেকশনে গেলেই পাওয়া যায়। একখানে দেখলাম রিয়েকশন পড়েছে ৯৪ হাজারের মতন তারমধ্যে ৭০ হাজারের মতন 'হা হা' রিয়েক্ট। এমনকি পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলনেও ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে কোনো গণমাধ্যমকে। পোশাক শ্রমিকরাও অভিযোগ করেছে তাদের আন্দোলনের খবর ঠিকভাবে প্রচার করেনি কোনো কোনো মাধ্যম, উল্টো তাকে সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছে। কথাটা খুব মিথ্যা নয়। কোনো কোনো মাধ্যমের পোশাক শ্রমিকদের মজুরির বাড়ানোর আন্দোলনকে বিএনপি ও সমমনাদলগুলোর আন্দোলনের সাথে ব্লেন্ড করে দিতে চেয়েছে, চাইছে। অর্থাৎ এসব মাধ্যম সব আন্দোলনকেই নেতিবাচক ভাবেপ্রচারের চেষ্টা করেছে বা করছে, সে হোক ভাত বা ভোটের আন্দোলন কিংবা জান ও জবানের আন্দোলন।

যাকগে, গণমাধ্যম থেকে ফিরে আসি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনায়। আসি দু'দেশের যৌথ ঘোষণার বিষয়ে। সাধারণত যেসব বিষয়ে একমত হয় সেসব বিষয় যৌথ ঘোষণায় ঠাঁই পায়। এটাই কূটনৈতিক রীতি। কিন্তু তাদের যৌথ ঘোষণায় বাংলাদেশের বিষয় ঠাঁই পায়নি। সোজা ভাষায় বলা যায়, এখানে মত এক নেই। ভারত বলেছে, এটা বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয়, তারা মাথা ঘামাবে না। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের সাত মাস আগে থেকেই মাথা ঘামিয়ে আসছে। কদিন আগেও তারা বলেছে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনই তাদের লক্ষ্য। ভারত সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সুরে কথা বলবে না অন্তত বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে। কেন বলবে না, তা ব্যাখ্যা করে বলার কিছু নেই, এ কথা বাচ্চা-বাচ্চারা জানে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, এটুকুই যথেষ্ট এবং এটুকুই সম্ভবত জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ আমাদের দেশের বাচ্চা-বাচ্চাদের মতন যুক্তরাষ্ট্রও জানে ভারত কেন তাদের সুরে কথা বলবে না। সুতরাং আবারও বলছি যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত চেয়েছে ভারত যেন মাথা না ঘামায়, শুধু এটুকুই।

কথা পরিষ্কার এবার ভারতের চোখ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ শুধু নয়, দক্ষিন এশিয়ার কোনো দেশকেই দেখছে না। ভূ-রাজনীতির সামান্যতম জ্ঞানও যাদের আছে তাদের বোঝা উচিত, কেন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখতে চাইছে না। মিয়ানমারের বিষয়টাই বলি, খোদ মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, মিয়ানমারের দ্বিখণ্ডিত হবার সম্ভাবনার কথা। ইতোমধ্যেই মিয়ানমারের অর্ধেকের বেশি অংশ বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। চীনপন্থী মিয়ানমারের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনা জিইয়ে রেখে চীনকে দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরম চাওয়া এবং প্রাপ্তি। এই নিয়ন্ত্রণের প্রভাব শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, পড়বে অনেক জায়গাতেই। ভারতও মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়, সেক্ষেত্রেও এই নিয়ন্ত্রণ কাজে দেবে এবং সেই কাজের জন্য বাংলাদেশকে সাথে পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য জরুরি। আপাতত এটুকুই শুধু বলে রাখলাম। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সময় পেলে করা যাবে।

বলেছিলাম, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আলাপের বিষয়ে। বলেছিলাম, কোনো কোনো গণমাধ্যম এ নিয়ে সাত-পাঁচ মিলে চৌদ্দ বানাবে। আমার ধারণা ভুল হয়নি। লেখাটা প্রকাশের জন্য দেবার আগে একটু চেক করে দেখতে গিয়েছিলামআমার ধারণার ফল ফললো কিনা সে ব্যাপারে। গিয়েই পেলাম, একটি পুরানো দৈনিক সেই কথাই বলেছে, আমি যা বলেছি এবং বলতে চেয়েছি। ফলে লেখা পাঠানোর আগে এ অংশটুকু বাধ্য হয়েই যোগ করতে হলো যে, আমার চিন্তা ভুল ছিলো না, অন্তত সাংবাদিকতার বিষয়ে। জয়তু বাংলাদেশের সাংবাদিকতা।

রুটিরুজির আন্দোলন ও রাজনীতির লেবাস

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব.
এ কে এম শামসুদ্দিন

৭ নভেম্বর শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান এক সংবাদ সম্মেলনে পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম ১২ হাজার ৫০০ টাকা মজুরির ঘোষণা দেন। ১ ডিসেম্বর থেকে নতুন এই মজুরিকাঠামো কার্যকর হবে এবং জানুয়ারির শুরুতেই শ্রমিকেরা মজুরি পেতে শুরু করবেন।

নতুন মজুরিকাঠামো ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার অনুরোধ করেন। নতুন মজুরিকাঠামো ঘোষণার পরদিনই গাজীপুরে শ্রমিকেরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। এতে পুলিশের গুলিতে নতুন করে আরও একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

কয়েক সপ্তাহ ধরে পোশাকশিল্পের শ্রমিকেরা তাঁদের মজুরি বাড়ানোর দাবিতে ঢাকার মিরপুর, খিলগাঁও, আশুলিয়া, সাভার ও গাজীপুর এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন। তাঁদের এই আন্দোলনে কারখানা ভাঙচুর থেকে শুরু করে জ্বালাও-পোড়াও, অবরোধের মতো ঘটনাও ঘটেছে। আন্দোলন দমনে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের অস্ত্রধারীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় এযাবৎ তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। যদিও শ্রমিকনেতারা কারখানা ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে কোনো শ্রমিক জড়িত নন বলে দাবি করেছেন।

শ্রমিকদের দাবি, ২০১৮ সালে যখন ৮ হাজার টাকা মজুরি দেওয়া হয়, তখন ডলারের দাম ছিল ৮৩ টাকা ৮৭ পয়সা। ডলারের হিসাবে সে সময় ন্যূনতম মজুরি ছিল ৯৫ দশমিক ৩৮ ডলার। বর্তমানে সরকারি ডলার রেট যদি ১১০ দশমিক ৫০ টাকা হয়, তাহলে ৯৫ দশমিক ৩৮ ডলারের বিনিময়ে এখন একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার ৫৩৯ টাকা হওয়ার কথা।

অথচ তাঁরা এখনো ৮ হাজার টাকাই পাচ্ছেন। অপরদিকে গত পাঁচ বছরে দেশে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিলের সঙ্গে দ্রব্যমূল্য দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে। এ জন্য তাঁদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সমন্বয় করলে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা হওয়া উচিত।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি মূল্যস্ফীতি, দ্রব্যের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধির কথা বিবেচনায় রেখে একটি জরিপ চালায়। তারা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের ৭৬টি পোশাক কারখানার ওপর জরিপ করে ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা করার প্রস্তাব দেয়। সংস্থাটি আরও জানায়, ২৭ শতাংশ কারখানার মালিক মনে করেন তাঁরা শ্রমিকদের ১২ হাজার থেকে ২১ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দিতে পারবেন।

মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় এলেই মালিকেরা বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। বলা হয়, মজুরি বৃদ্ধি করলে তাঁদের অনেকের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হবে। ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের চাকরি চলে যাবে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনেও ধস নামবে। আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশ তাদের শ্রমিকদের বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মজুরি দিয়ে ভালো ব্যবসা করতে পারলে, আমাদের দেশের মালিকেরা কেন পারবেন না? যেখানে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও ভিয়েতনামের শ্রমিকেরা মজুরি পান যথাক্রমে ৩০৩ ও ১৭০ ডলার। তা ছাড়া ভারত ১৭১, কম্বোডিয়া ২০০, ইন্দোনেশিয়া ২৪২ ডলার দেয়।



সেখানে বাংলাদেশের শ্রমিকেরা পান মাত্র ৯৫ দশমিক ৩৮ ডলার। বাইরের শ্রমিকের তুলনায় যে এখানকার শ্রমিকেরা শুধু কম মজুরি পান তা নয়, দেশের অভ্যন্তরের অন্যান্য শিল্প খাতের শ্রমিকদের তুলনায়ও কম পান। পোশাকশিল্প শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি যেখানে ৮ হাজার টাকা, সেখানে জাহাজভাঙা শিল্প, রি-রোলিং শিল্প, নির্মাণ ও কাঠশিল্পের শ্রমিকেরা গড়ে ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকা মজুরি পান। অথচ পোশাকশিল্প মালিকেরা অন্যান্য শিল্পকারখানার তুলনায় সরকারের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন।

অন্য শিল্প খাতকে যেখানে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত করপোরেট কর দিতে হয়, সেখানে পোশাক খাতের জন্য করের হার রাখা হয়েছে ১০ থেকে ১২ শতাংশ। এ ছাড়া বিভিন্ন বাজারে এই খাতে ১৫ শতাংশ নগদ সহায়তা দেয়, মূসক অব্যাহতি, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়া ইত্যাদি তো রয়েছেই। বন্ড-সুবিধাও পান এই খাতের মালিকেরা। এই সুবিধার আওতায় পোশাক খাতের কাঁচামাল, যেমন সুতা, কাপড়সহ বিভিন্ন পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে শুল্ক-কর দিতে হয় না।

শ্রমিকদের মজুরি বাড়ালে পোশাকশিল্পে ধস নামবে বলে মালিকেরা যত কথাই বলুক না কেন, বাস্তবতা কিন্তু তা বলে না; বরং এক দশকে পোশাকশিল্প ব্যবসারও প্রসার ঘটেছে। ২০১৩-২২ সাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৩০ শতাংশ। গত কয়েক বছরে ছোট, মাঝারি ও বড় সব ধরনের কারখানারই রপ্তানি বেড়েছে। একই সঙ্গে কারখানার আকারও বেড়েছে। তাতে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। একজন শ্রমিক প্রতি মাসে গড়ে ২ হাজার ৩০ ডলার, অর্থাৎ টাকার মূল্যে ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা মূল্যের রপ্তানিযোগ্য পোশাক তৈরি করেন; ২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। পরের বছরগুলোতে একই হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৮ সালে সর্বশেষ মজুরি ঘোষণার পাঁচ বছর পার হয়ে যাওয়ায় এই নভেম্বরের মধ্যেই মজুরি পুনর্নির্ধারণের ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল। সেই মোতাবেক মজুরি বোর্ড, সরকার ও কারখানার মালিকদের মধ্যে সমঝোতার আলোচনাও চলছিল। মজুরি বোর্ডে প্রস্তাব দেওয়ার আগে বিজিএমইএর নেতারা বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কারখানার মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মালিকদের কেউ কেউ ১২ হাজার টাকা মজুরি দেওয়ার সক্ষমতার কথা জানান। কেউ কেউ আবার সাড়ে ১২ হাজার টাকা বলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে ১১ হাজার ২০০ টাকা মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী একটি মহল। তারা ১০ হাজার ৪০০ টাকা দেওয়ার পক্ষে মত দেন; অর্থাৎ শ্রমিকদের দাবি করা ন্যূনতম মজুরির প্রায় অর্ধেক। এই প্রস্তাবের কথা জানার পর, ২৩ অক্টোবর থেকে শ্রমিকদের ভেতর ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রমিক আন্দোলন মোকাবিলায় সরকার এবং মালিকপক্ষ প্রথম থেকেই হার্ডলাইনে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শ্রমিকদের এই ন্যায্য আন্দোলনের ভেতর তারা রাজনীতি খোঁজার চেষ্টা করছে। বিজিএমইএর নেতা ও কারখানার একাধিক মালিক ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতাদের মতোই মনে করেন, নির্বাচনের আগে দেশি-বিদেশি একটি চক্র সুযোগ নিতে চাইছে।

তাঁদের ভাষায়, এই আন্দোলনে অনেক ষড়যন্ত্র ভর করেছে। যাঁরা মারামারি করছেন, কারখানা জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা সবাই বহিরাগত। যাঁরা দেশের অগ্রগতি চান না, তাঁরাই এসব কাজ করছেন। তাঁরা বলেছেন, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকটে শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু শ্রমিক নেতারা অন্য কথা বলছেন। তাঁদের বক্তব্য, মজুরি বাড়ানোর জন্য এক বছর আগে থেকেই দাবি করে আসছেন তাঁরা। তাঁদের ভাষায়, সবকিছুর পরিবর্তন হলেও শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ওদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকেরা বিএনপিসহ বিরোধী দলের আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁরা মনে করেন, বিএনপি-জামায়াত শ্রমিকদের আন্দোলনকে কাজে লাগাতে সুযোগ নিচ্ছে। বিরোধীরা যাতে সেই সুযোগ না নিতে পারে এ জন্য দলের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের এলাকায় গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে শান্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সতর্ক করা হয়। পোশাক খাত ও এর শ্রমিকেরা বেশ স্পর্শকাতর। কাজেই বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁরা যে আচরণ করেন, একই আচরণ যেন শ্রমিকদের সঙ্গে করা না হয়, তাতে হিতে বিপরীত হবে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ চাপে সরকার ও দল যে পরিস্থিতির মধ্যে আছে তাতে এই মুহূর্তে শ্রমিকদের খেপানো যাবে না।

ফলে তাঁদের সঙ্গে নমনীয় থেকে, বুঝিয়ে শান্ত করতে হবে। কিন্তু এ কথা বললে কী হবে, ঢাকার পল্লবী এলাকায় ৩১ অক্টোবর শ্রমিকেরা বিক্ষোভে নামলে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে মাঠে নামেন স্থানীয় ক্ষমতাসীন দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এর মধ্যে যুবলীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আওলাদ হোসেন লাক্কুকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেখা যায়। তিনি এতই বেপরোয়া ছিলেন যে নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য কোনো মাস্ক বা হেলমেটও পরেননি। সচরাচর অন্যান্য ঘটনায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা হাতে যেভাবে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। লাক্কুকে ওই অস্ত্র দিয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তেও দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন।

সম্প্রতি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে বিদেশে এমনিতেই বাংলাদেশের ভাবমূর্তির সংকট চলছে। তারপরও শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের নিপীড়নের ঘটনা যে আরও ক্ষতি করবে—সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ শ্রমিক ইউনিয়ন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোট 'ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন' বা সিসিসি আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের আন্দোলনের এই সময়ে দেশের শ্রম খাতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ১২ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবে।

বর্তমানে পোশাকশিল্পে যে অস্থিরতা চলছে, এর উন্নতি না হলে বিদেশে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শ্রমিকদের ওপর চলমান সহিংসতার জের ধরে, ভবিষ্যতে পোশাক রপ্তানির ওপর যদি কোনো কোটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, আশ্চর্য হব না। শ্রমিকদের এই রুটিরুজির আন্দোলনকে অনর্থক রাজনীতির লেবাস পরিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোলা করা উচিত হবে না; বরং পোশাকশিল্প খাতের এই অস্থির পরিস্থিতি পরিবর্তনে, শ্রমিকদের দাবির কথা পুনর্বিবেচনা করে, একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান সরকারকেই বের করতে হবে।

বিশ্ব ব্যবস্থায় উদীয়মান শক্তি ভারত! যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে নিয়ে ভাবছে

এমরান হোসাইন

ভারত বিশ্বব্যস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান শক্তি । বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা এবং মহান শক্তির মর্যদা পাওয়ার আকাঙখার সাথে- উদীয়মান বিশ্বব্যবস্থায় ভারত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে- বলে ওয়াশিংটনস্থ একটি নির্দলীয় আন্তজাতিক বিষয়ক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'কার্নেগী এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস' তাদের ওয়েব সাইটে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়েছে – ভারত চীনের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্রুত অগ্রসর হতে চাইলেও ওয়াশিংটন শিবিরে পুরোপুরি নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পেরেছে- চীনের কারণে ভারত নিজেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও একধাপ সংযুক্ত করেছে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে ভারত নিজস্ব উপায়ে চলে। চীন তার স্বার্থের জন্য সম্ভাব্য হুমকি নিয়ে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত কারণে উদ্বেগ রয়েছে। আইএমএফ-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক'২৩ এর উদ্বৃতি দিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে- ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, তুরুস্ক, সৌদি আরব, আর্জন্টিনা, থাইলেন্ড, নাইজেরিয়া, সাউথ আফ্রিকা কে ছাড়িয়ে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে- ৩.৭৩ট্রিলয়ন।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় ভারত ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিগত নেতা। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন- মহান শক্তিগুলি কখনই ভারতের স্বার্থ বা নীতিকে সংজ্ঞায়িত করবে না। ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার সাথে তার সম্পর্ক বিসর্জন দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে ভারত এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রেখেছে। এতে ভারত রাশিয়ার উপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সুযোগ নিয়ে বাল্কে সস্তা তেল কিনেছে। ২০২২সালে ভারত প্রায় কোনও রাশিয়ান তেল আমদানি না করে প্রতিদিন ১ মিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি আমদানি করতে গিয়েছিল। যার দাম নিষেধাজ্ঞার শাসনের দ্বারা নিম্নমুখী হয়েছিল। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ- ভারত এক বছরের আগের তুলনায় রাশিয়ান অশোধিত পরিমাণের ৩৩ গুণ আমদানি করছিল। এভাবে ভারত পরোক্ষভাবে রাশিয়ার যুদ্ধে অর্থায়ন করছে ভেবে অনেক পশ্চিমা নেতা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সেসময় বলেছিলেন- পশ্চিমের শক্তির জন্য উচ্চ মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা ছিল একটি বিলাসিতা যা ভারতের নেই। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি গ্রাহক। এই শক্তির বেশিরভাগই আমদানি করা হয়, আমার একটি দেশ আছে যার মাথাপিছু আয় দুই হাজার ডলার । জয়শঙ্কর বলেছিলেন- এরা এমন লোক নয় যারা উচ্চ শক্তির দাম বহন করতে পারে। এই স্বার্থের সাধনাই নয়াদিল্লির বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য। এজন্য ইউক্রেনের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকেছে, রাশিয়ার নিন্দা বা যুদ্ধের জন্য তাকে দোষারোপ করা নয়।

ভারত ২০২২ সালের মার্চ থেকে ইউক্রেন সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্রতিটি প্রস্তাবে বিরত রয়েছে, রাশিয়ার প্রত্যাহার বা যুদ্ধের নিন্দা এবং ইউক্রেনের ভূখণ্ডের অধিভুক্তির দাবি করা সহ- রাশিয়ার অস্ত্রের উপর ভারতের নির্ভরতা ভারতের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের জন্য নস্টালজিয়া এবং একটি মহান শক্তি হিসেবে রাশিয়ার পতন না দেখার আকাঙ্ক্ষাও নয়াদিল্লিকে মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিরুৎসাহিত করেছিল। মস্কো ভারতের বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী হিসাবে যুক্ত রয়েছে, এমনকি ভারত ধীরে ধীরে তার অস্ত্রের উৎসে বৈচিত্র্য আনছে, ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ভারত অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি রাশিয়ান অস্ত্র কিনেছে। ভারত তার যুদ্ধবিমান, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন এবং স্থল যুদ্ধের প্ল্যাটফর্মসহ বেশ কয়েকটি উন্নত-অস্ত্র ব্যবহার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির জন্য রাশিয়ার উপর নির্ভর করে। যা এখন রাশিয়ান এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, স্টিলথ ফ্রিগেট এবং পারমাণবিক সাবমেরিন সংগ্রহ করেছে, যা আগামী বছরগুলিতে রাশিয়ান প্রযুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভরতা নিশ্চিত করেছে।

যদিও ইতোমধ্যে ভারতের অস্ত্রাগারে রাশিয়ার অংশ হ্রাস পেয়েছে, ভারত ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অস্ত্র ব্যবসা বাড়িয়েছে এবং দেশীয় অস্ত্র উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের যুদ্ধ ভারতকে তার অস্ত্রের উৎসগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে প্ররোচিত করেছে কারণ রাশিয়া তার যুদ্ধ প্রচেষ্টা এবং তার সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে তার সরবরাহ মেটাতে লড়াই করছে। রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক রক্ষায় ভারতের আগ্রহের অর্থ এই নয় যে তারা ইউক্রেনের সহিংসতার ব্যাপারে উদাসীন। ২০২৩ সালের মে মাসে জি-৭শীর্ষ



ভূ-রাজনৈতিকভাবে চীন এবং ভারত শুধুমাত্র এশিয়ার নয়; বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশ এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে- প্রতিযোগিতামূলক চীন এবং ভারতীয় টহল তাদের সীমান্ত বরাবর বিতর্কিত অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াইয়ের সূত্রপাত করে।

সম্মেলনে- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেনের প্রসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে আশ্বস্ত করেছিলেন- ভারত ইউক্রেনে শান্তি আনতে সাহায্য করার জন্য যা করতে পারে তার সবকিছুই করবে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃদুভাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে তিরস্কার করেছিলেন এ বলে-আমি জানি যে আজকের যুগ যুদ্ধের যুগ নয়। এতে নয়াদিল্লির নিরপেক্ষতা রাশিয়া- ইউক্রেন এবং পশ্চিমের মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য একটি কার্যকর বিকল্প করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ- ব্রাজিল এবং মেক্সিকোর নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাদের শান্তি পরিকল্পনায় একজন সম্ভাব্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নাম দিয়েছেন। সম্প্রতি জয়শঙ্কর নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছিলেন- আমি এখনও আরও নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্ব দেখতে চাই, তিনি বলেন- কিন্তু যখন লোকেরা আপনাকে নিয়ম-ভিত্তিক আদেশের নামে চাপ দিতে শুরু করে, যা খুব গভীর স্বার্থের সাথে আপস করার জন্য, সেই পর্যায়ে আমি ভয় পাই-কারণ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ভারতের গভীর আগ্রহ রাশিয়ার পশ্চিমের বিচ্ছিন্নতা প্রত্যাখান করা, যা নয়াদিল্লি আশঙ্কা করছে-মস্কোকে চীনের আরও কাছাকাছি ঠেলে দেবে।

রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল উদীয়মান শক্তিগুলোর মধ্যে ভারত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, যদি শুধুমাত্র তার আকার এবং অর্থনৈতিক উচ্চতার কারণে। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রচেষ্টায় ভারত যে ভূমিকাই পালন করুক না কেন, এটি প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দীর্ঘ মেয়াদে পশ্চিমারা রাশিয়া বিরোধী জোটে যোগ দিতে যাচ্ছে। অপরদিকে ভারত একটি মহান শক্তি হিসাবে রাশিয়ার অবস্থান রক্ষা করতে চায়। কারণ এটি একটি বিশ্বব্যাপী বহুমুখী শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে; যা ভারত তার নিজস্ব প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে।

চীনের প্রতি ভারতের যোগাযোগ তার অস্বস্তি সত্ত্বেও- ওয়াশিংটন রাশিয়ার প্রতি ভারতের অবস্থানের সাথে চুক্তিতে এসেছে। যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে আলোচনা করা হয়েছিল। ভারত প্রতিরক্ষা বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা করছে এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে চতুর্মুখী নিরাপত্তা সংলাপে (কোয়াড) তার সদস্যপদ বিবেচনা করেছে। চীনের ভারসাম্য রক্ষার আঞ্চলিক কৌশলে জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২০২৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন একটি রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য ভারতের প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্র মোদীকে হোয়াট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে দুই নেতা ঘোষণা করেছিলেন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত যুদ্ধবিমানগুলির জন্য জেট ইঞ্জিন সহ-উৎপাদন করবে, প্রযুক্তি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক উন্নয়ন চিহ্নিত করবে। দুই দেশ কৌশলগত প্রযুক্তি, মহাকাশ সহযোগিতা এবং খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল কভার করে বেশ কয়েকটি নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

ভূ-রাজনৈতিকভাবে চীন এবং ভারত শুধুমাত্র এশিয়ার নয়; বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশ এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০সালে- প্রতিযোগিতামূলক চীন এবং ভারতীয় টহল তাদের সীমান্ত বরাবর বিতর্কিত অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াইয়ের সূত্রপাত করে। বিডেন প্রশাসন ইতিমধ্যে নয়াদিল্লির সাথে অংশীদারিত্বে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। সামরিকভাবে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকেছে এবং ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় নিযুক্ত রয়েছে। তারা গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানসহ ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারত কোয়াডকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি গুরুত্বপূণ প্ল্যাটফরম হিসেবে দেখছে। চীনের সাপ্লাই চেইন থেকে "ঝুঁকিমুক্ত" করার পরিকল্পনায় বাইডেন প্রশাসন ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক (আইপিইএফ) এর আওতায় এগিয়ে যাচ্ছে। যা এ অঞ্চলের ব্যাপক অর্থনৈতিক উৎপাদন শক্তির সম্ভাবনা তৈরী করতে পারে।

Dhaka University Alumni Association of USA, INC

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ, ইনক

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ২০২৩

নির্বাচনী কার্যালয়ঃ ১৪৮-৪৫ হিলসাইড এভিনিউ, সুইট #২০৩ ২য় তলা, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের জ্ঞাতার্থে কার্যকরী পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে নিম্নে সময়সূচী ঘোষণা করা হলোঃ

মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ ঃ ২৬ নভেম্বর,রবিবার ২০২৩ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা
মনোনয়ন পত্র দাখিল ঃ ০২ ডিসেম্বর, শনিবার ২০২৩ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার ঃ ০৩ ডিসেম্বর, রবিবার ২০২৩ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা

নির্বাচন ঃ ১৭ই ডিসেম্বর, রবিবার ২০২৩
মেয়াদঃ ২০২৪-২০২৫
বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা
স্থানঃ ১৪৮-৪৫ হিলসাইড এভিনিউ, সুইট #২০৩ ২য় তলা, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

খোরশেদ চৌধুরী
ডেপুটি চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
৭১৮-৯০৯-২৪৮৫

আব্দুল আউয়াল সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
৫১৬-২২৫-১২৫২

ড. মো: আরিফ
ডেপুটি চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
৩৪৭-৬৩৬-০৩১৫

সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নের জন্য আহ্বান

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদ' আগামী ১৯শে নভেম্বর, রবিবার ২০২৩ রাত ৮টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠনের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সদস্যপদ গ্রহণ/নবায়ন করে ভোটার হবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে।

সাইদা আকতার লিলি
সভাপতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
৩৪৭-৭২৭-৮৪৪২

নিবেদক
PLEASE VISIT:
WWW.DUAAUSA.COM

গাজী সামসউদ্দীন
সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
৩৪৭-৭৭৬-০৯১৭

মোদি-ম্যাজিক কি টিকে আছে

সেলিম খান



হেমন্তের প্রথম মাস চলছে। ধান কাটার সময় প্রায় সমাগত। পৌষের পার্বণ আসতে এখনো বাকি। সারা দেশে একটা শীত শীত ভাব। শীত বাড়লে গ্রামের মানুষ একটু ওম পেতে জড়ো হয় আগুনের কাছে। আর এই শহরে আমরা রাজনীতির উত্তাপ পোহাচ্ছি গাড়ি পুড়িয়ে। গাড়ির সাথে অঙ্গার হচ্ছে অতিসাধারণ কিছু মানুষ, যারা আমাদের শহুরে আলাপের রসদ হলেও গোনার হিসেবে অচ্ছুত। তাই আমাদের কোনো হেলদোল নেই। ফলে এ নিয়ে কথা বললে কারও কানে পৌঁছাবে, এতটা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

থাক এসব। চলুন যাই আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে আমরা রাজনীতির বিষয়টি দেখি। এই উপমহাদেশে আমরা যারা ব্রিটিশের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি, তাদের রাজনৈতিক চলার পথটা যেন একই সূতোয় বাঁধা। ১৯৪৭-এর পরে ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর ঘটনায় এই উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েছিল। কম-বেশি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার চড়া দাম এখনো দিয়ে চলেছে এখানকার মানুষ। ১৯৭৫ সাল; বিপথগামী সেনাসদস্যদের নৃশংস হামলায় সপরিবারে নিহত হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই বছর সব গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে সরানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেন জেনারেল জিয়া–উল হক প্রায় একই সময়ে। দেখুন একই বছর কাছাকাছি সময়ের ঘটনায় চড়া মূল্য দিতে হলো বাংলাদেশ–ভারত–পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে।

অন্যান্য সময়ের ব্যাখ্যায় আর না যাই। শুধু ২০২৩-এর শেষ থেকে ২০২৪-এর প্রথম কয়েক মাসের দিকে লক্ষ্য করুন। জানুয়ারির শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন; ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে এবং মে মাসে ভারতের লোকসভা নির্বাচন। ফলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এই উপমহাদেশের ১৮০ কোটি মানুষ তাদের আগামী ৫ বছরের শাসক নির্বাচিত করতে চলেছে। এই সময়টাতে উপমহাদেশের সর্বত্র কৃষকের শূন্য গোলায় ফসলের বান ডাকে। ফলে গ্রামের নীরব শ্মশানও কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতার রাজনীতি ও এর প্রধান অনুষঙ্গ ভোট-ব্যবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে উৎসবমুখর, প্রাণচঞ্চল গ্রামীণ জীবনে নবান্নের দিনগুলো বোধহয় এবার হারিয়েই যাবে। কারণ ভোট-উৎসবটাকে ঠেলতে ঠেলতে আমরা ভোট-যুদ্ধে পরিণত করেছি।

এই যুদ্ধের প্রথম রাউন্ড শুরু গেছে। বিশেষ করে ভারতে। সেখানে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে ৭ নভেম্বর থেকে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। এই পাঁচ রাজ্য হলো রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও মিজোরাম। এর মধ্যে মিজোরাম আমাদের প্রতিবেশী। ছোট রাজ্য। গুরুত্বের তালিকায়ও বেশ পেছনে। ৪০ সদস্যের মিজোরাম বিধানসভায় জোরামথাঙ্গার মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এবারও সরকার গঠন করবে এমনই আভাস মিলছে। তবে কংগ্রেসের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। তারচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে নতুন আঞ্চলিক দল জোরাম পিপলস পার্টি (জেডপিপি)। লালডুহোমার এই দল এবার ১০-১৪টা আসন পেতে পারে। এবং তেমনটা হলে কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধে বিজেপির বন্ধু জোরামথাঙ্গার সরকার উল্টিয়ে দিতে পারেন তিনি।

তেলেঙ্গানায় ক্ষমতাসীন ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (বিআরএস) সাথে কংগ্রেসের হাড্ডাহাড্ডি লাড়াইয়ের ইঙ্গিত মিলছে সর্বশেষ জনমত জরিপে। সরকার-বিরোধী মনোভাবকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে এই দুই রাজ্যে ভারতের শাসক দল হিসেবে বিজেপি তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

বিজেপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিন্দিবলয় বলে পরিচিত বাকি তিন রাজ্য—রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। এই তিন রাজ্যের মধ্যে দুটিতে (রাজস্থান ও ছত্তিশগড়) কংগ্রেস এবং একটিতে (মধ্যপ্রদেশ) বিজেপি ক্ষমতায়। এই তিন রাজ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা ৬৫। ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এর মধ্যে ৬১টি আসন পেয়েছিল। যার জোরে ২০১৯-এ একই সরকার গড়ে বিজেপি। সেজন্য ২০২৪-এর মে মাসে অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে এটাকে অনেকেই সেমিফাইনাল হিসেবে গণ্য করছেন।

এই তিন রাজ্যে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি ও কংগ্রেস। কিছুদিন আগে কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রায় দুই ডজন দল নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছে। জোট গঠনের পর এই প্রথম ভোট-সমরে কংগ্রেস শামিল হলো। তা-ও প্রতিপক্ষ বিজেপি। ফলে এবার যদি এই তিন রাজ্য কংগ্রেস নিজের দখলে নিতে পারে, তাহলে ইন্ডিয়া জোটে তার প্রভাব অনেকটাই নিরঙ্কুশ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গতবারও তিন রাজ্যে কংগ্রেস জিতেছিল। কিন্তু দল ভাঙানোর খেলায় কংগ্রেসকে হারিয়ে মধ্যপ্রদেশের দখল নেয় বিজেপি। কিন্তু বিভিন্ন জনমত জরিপের যে পূর্বাভাস, তাতে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে বলেই জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে। একমাত্র রাজস্থানে তারা বিজেপির চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে। তবে লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হবে বলে রাহুল গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাস। কিন্তু ১৯৯০–পরবর্তী ভোটের ইতিহাস বলে রাজস্থানে ক্ষমতাসীন দল কখনো পরেরবার ফিরে আসতে পারেনি। সাথে জুটেছে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও তরুণ নেতা শচীন পাইলটের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। ফলে দলটির আশাবাদী হওয়ার সুযোগ কম। যদিও রাজস্থানের একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষজ্ঞ নারায়ণ বারেথ বলেছেন, এবার ক্ষমতাসীনদের ফিরে আসার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। লড়াইটা যে এবার জোরদার হবে, তা নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য বড় পরীক্ষা। বিশেষ করে হিন্দিভাষী তিন রাজ্যে। দলকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দেওয়ার একক দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। কর্ণাটকে মোদি-ম্যাজিক কাজ না করায় এবারের চ্যালেঞ্জটা তাঁর কাছে অনেক বড়। কর্ণাটকে বিজেপির পরাজয়ের পর দক্ষিণ ভারতে কোনো রাজ্যেই তাঁর দল ক্ষমতায় নেই। বরং কর্ণাটক বাদে অন্য রাজ্যে গোনার মধ্যেও আসে না। সেদিক দিয়ে বিজেপির মতো একটি সর্বভারতীয় দল ১০ বছর টানা ভারতের ক্ষমতায় থাকার পরও শেষমেষ উত্তর ভারতের একটি হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছে। এখন সেখানেও ধাক্কা লাগলে কী করবেন তিনি?

নরেন্দ্র মোদির ক্যারিশমা ধরে রাখতেই কোনো রাজ্যে বিজেপি দ্বিতীয় কোনো নেতাকে প্রচারে তুলে ধরেনি। রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে, মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান, ছত্তিশগড়ে রমণ সিং–এর মতো ডাকসাইটে নেতারা মোদির নির্বাচনী পোস্টারে ঠাঁই পাননি। তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও তুলে ধরা হয়নি। বলা যায়, তিন রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার পুরোটাই মোদিময়। উল্টোদিকে কংগ্রেস অশোক গেহলট, কমলনাথ, ভূপেশ বাঘেলের মতো দলের স্থানীয় নেতাদের তুলে ধরেছে।

তিন রাজ্যের নির্বাচনী পোস্টারে নরেন্দ্র মোদি ছাড়া স্থানীয় নেতারা স্থান পাননি। ছবি: রয়টার্স

তিন রাজ্যের নির্বাচনী পোস্টারে নরেন্দ্র মোদি ছাড়া স্থানীয় নেতারা স্থান পাননি। ছবি: রয়টার্স

ঠিক এই কাজটাই কর্ণাটকে করেছিল বিজেপি। পাল্টা একই কৌশল নেয় কংগ্রেস। এবার কার কৌশল খাটে দেখা যাক। কর্ণাটকে বিজেপির স্লোগানই ছিল—রাজ্যের ২২৪ আসনে দলের প্রার্থীর নাম নরেন্দ্র মোদি। ক্ষমতাসীন দলের হয়ে মোদি সেখানে ৪৬টি জনসভা করেন। তারপরও বড় ব্যবধানে ফল গেছে কংগ্রেসের ঝুলিতে। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে—মোদি-ম্যাজিক কি ফিকে হয়ে গেছে?

অবশ্য মোদির সমর্থকদের ঝুলিতে থাকা যুক্তি একেবারে ফেলনা নয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও কর্ণাটক কংগ্রেসের হাতে থাকলেও পরের বছর লোকসভা নির্বাচনে দলটি ধুয়েমুছে যায়। এই চার রাজ্যের ৯৩টি আসনের মধ্যে ৮৬টি পায় বিজেপি। এটাই ছিল মোদি-ম্যাজিক। তখনো ফিকে হতে থাকা মোদি-ম্যাজিক কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়ে জঙ্গি হামলার পর জাতীয়তাবাদের জারক রসে জারিত হয়ে আবার আপন রূপে ফিরে আসে। পাকিস্তানের বালাকোটে 'ঘুসকে মারেঙ্গে' (ঢুকে মারব)–মোদির এই সেনা–বীরত্বের কথকতা ভালোই খেয়েছিল তখন ভারতীয় ভোটাররা।

এবারও যদি হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যসহ পাঁচটিতে বিজেপি হারে তবুও নরেন্দ্র মোদি হাল ছাড়বেন না। সে পাত্র তিনি নন। আর রাজস্থান পেয়ে গেলে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে। সাথে থাকছে, আগামী জানুয়ারিতে অযোধ্যার 'বিতর্কিত বাবরি মসজিদের' জমিতে নবনির্মিত রামমন্দিরের উদ্বোধন। এই আবেগ কিছুটা হলেও হিন্দি বলয়কে প্রভাবিত করবে। এর বাইরে জুটেছে বন্ধু ইসরায়েলের আক্রান্ত হওয়ার খবর। যে খবরে সহমর্মী ভারত কোথাও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে প্রতিবাদ–বিক্ষোভ করতে দিচ্ছে না। কেরালার মতো কিছু রাজ্য অবশ্য ব্যতিক্রম। হাতে এখনো মাস ছয়েক আছে। এর মধ্যে আর কোনো পুলওয়ামা এসে ধরা দেবে না, তা তো কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না!

আরেকটি উত্তরহীন প্রশ্ন হলো, ৭৩ বছর বয়েসী নরেন্দ্র মোদির এটাই কি শেষ নির্বাচন? কারণ, তিনি নিজেই ৭৫-এর সীমারেখা আগেই টেনে রেখেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে শেষ ভালো কী হবে? গত ১০ বছরে নরেন্দ্র মোদি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন—এবারও মোদি-ভক্তদের ভরসার জায়গা সেটাই।

ইউক্রেনে কি শেষ খেলা শুরু হয়েছে

সের্গেই স্ট্রোকান



রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ৬৩০ দিন পেরিয়ে গেল। এই সামরিক সংঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গভীরতম আন্তর্জাতিক সংকটের সূত্রপাত করেছিল। সেই সংঘাতই অবশেষে একটি কৌশলগত চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

যুদ্ধের সর্বশেষ খবরাখবর বলছে, পশ্চিমাদের সক্রিয় সমর্থনে চলতি বছরের জুনের প্রথম দিকে শুরু হওয়া ইউক্রেনের বহু-বিজ্ঞাপিত পাল্টা আক্রমণ হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। নভেম্বরের শুরুতে লড়াই যেন কয়েক মিটারের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের ঝড় যেন তার সব শক্তি হারিয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। ক্রেমলিনের ইউক্রেন কৌশল নিয়ে মস্কোর কেউ প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু কিয়েভে তা আমূল বদলে গেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগামী মার্চে হবে বলে নির্ধারিত। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির খুব কাছের বেশ কয়েকজন সদস্য গত বছরের ফেব্রুয়ারির পর থেকে কিয়েভে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞার বেড়া ভেঙে ফেলছিলেন। ফেব্রুয়ারিতেই মস্কো ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে।

রাজনৈতিক, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সামরিক কর্তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, ইউক্রেন তার হারানো অঞ্চলগুলো পুরোপুরি ফিরে পাবে। শুধু ফিরেই পাবে না, ১৯৯১ সালের সীমানায় পৌঁছে যাবে, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় ছিল। রাশিয়ার মস্কোতে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করবে। তাঁদের সুর এখন বদলে গেছে।

এখন ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। তাঁরা কেবল রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় অর্জনের সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন না; বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে মনে করেন। অনিচ্ছায় তাঁরা স্বীকার করেন, কিয়েভকে তার হারানো ভূখণ্ডের বিষয়টি মেনে নিতে হবে। এটা মেনে নিয়ে রাশিয়ার কাছে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মস্কোর সঙ্গে শান্তি চুক্তি করা।

কিয়েভের যাঁরা খবরের জন্ম দেন, তাঁদের অন্যতম ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ ভ্যালেরি জালুঝনি, যিনি ইউক্রেনের ক্ষমতার অনুক্রমে দুই নম্বর ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত, একই সঙ্গে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদের প্রত্যাশী। আপাতদৃষ্টিতে তিনি জেলেনস্কিকে চ্যালেঞ্জ করেই ফেলেছেন; বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ-কৌশলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। দ্য ইকোনমিস্টে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জেনারেল জালুঝনি স্বীকার করেছেন, ইউক্রেনীয় সৈন্যদের দ্বারা সম্ভবত যুদ্ধের ফ্রন্টের 'ভালো ও গভীরতর কোনো অগ্রগতি' হবে না। রাশিয়ার সঙ্গে ২১ মাসের সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলাফলের সংক্ষিপ্তসারে, তিনি নতুন পর্যায়ে প্রবেশের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন, এই ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধ রাশিয়ার জন্য উপকারী, ইউক্রেনের জন্য নয়।

দ্য ইকোনমিস্টের নিবন্ধে ইউক্রেনীয় জেনারেল স্বীকার করেছেন, রাশিয়া বিমান হামলায় একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। এদিকে পাল্টা আক্রমণসহ যেকোনো বড় স্থল অভিযানের জন্য ইউক্রেনকে আকাশে আধিপত্য অর্জন করতে হবে।

ইউক্রেনের এই জেনারেল আরও স্মরণ করেন, রাশিয়া তার ইলেকট্রনিক যুদ্ধ-কৌশল আধুনিকীকরণ করেছে এবং তা ইউক্রেন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। যখন পশ্চিমারা ইউক্রেনকে আধুনিক আর্টিলারি দিয়েছিল, তখন কিয়েভ কিছুটা সুবিধা অর্জন করেছিল। কিন্তু এরপর রাশিয়ান ইলেকট্রিক যুদ্ধ-কৌশলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সুবিধা তলিয়ে যায়। এর সঙ্গে আবার ইউক্রেন যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে মাইন সরানোর ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। দেড় বছর আগে, ইউক্রেনে মাইন অপসারণের জন্য অল্প কিছু পুরোনো সরঞ্জাম ছিল। এ কাজে ব্যবহৃত পশ্চিমা সরঞ্জামগুলো আরও ভালোভাবে কাজ করে, তবে এর সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এর বাইরে ইউক্রেন সেনাবাহিনীতে নতুন সদস্য সংগ্রহে সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। নাগরিকেরা যাতে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ এড়াতে না পারে, সে জন্য শুধু আইন পরিবর্তন করাটাই যথেষ্ট নয়।

জালুঝনির যুক্তি, যুদ্ধ একটি অচলাবস্থায় পৌঁছেছে, যা ইউক্রেনকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। তিনি এ জন্য ন্যাটোর সামরিক কর্তাব্যক্তিদের সমালোচনা করেছেন। ন্যাটোর পাঠ্য অনুসারে, ইউক্রেনীয় সৈন্যদের চার মাসের মধ্যে ক্রিমিয়ায় পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গভীর মাইনফিল্ডে আটকে গেছে। জালুঝনির মতে, 'অচলাবস্থা কাটাতে আমাদের নতুন কিছু দরকার, যেমন চীনাদের আবিষ্কৃত গানপাউডার, যা আমরা এখনো একে অপরকে হত্যা করার জন্য ব্যবহার করি।' তাঁর মতে, অদূর ভবিষ্যতেও কোনো প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের বিষয়টি তিনি দেখছেন না। তারপরও ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কারণ পশ্চিমারা এর ওপর সর্বোচ্চ চাপ দিচ্ছে।

এদিকে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত জেনারেল জালুঝনির স্বীকারোক্তির প্রতিধ্বনি করে, ইউক্রেনের বিখ্যাত সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক সাইমন শুস্টার প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির দলের সদস্যদের নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, ওই দলে ভিন্নমত শোনা যাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। শুস্টার মনে করেন, শুধু ইউক্রেনীয় নেতা (জেলেনস্কি) নিজেই এবং তাঁর দলের কিছু লোক এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে কিয়েভের সামরিক বিজয় হবেই এবং তা ১৯৯১-এর সীমানায় পৌঁছাবে।

টাইমের নিবন্ধটি ইউক্রেনের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্যেরই উদাহরণ তুলে ধরে; বিশেষ করে সেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাফল্য চায় এবং সেই কাজ করার জন্য সামরিক নেতৃত্বের হাতে কোনো রসদ নেই।

কিয়েভে দেওয়া বিবৃতির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট পুতিনের প্রেস সেক্রেটারি দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, 'রাশিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশেষ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।' তিনি মনে করেন, 'যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এমনকি যুদ্ধে কিয়েভের জয়ের কোনো সম্ভাবনার কথা বলাও অযৌক্তিক।' তাঁর মতে, ইউক্রেন যত তাড়াতাড়ি এটি বুঝতে পারে, তত তাড়াতাড়ি তার জন্য কিছু সম্ভাবনা উন্মুক্ত হবে।

এদিকে, কিয়েভে আরেকটি বোমা ফাটিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সাবেক উপদেষ্টা আলেক্সি আরেস্তোভিচ, যাঁকে আগামী মার্চে প্রেসিডেন্ট পদের অন্য সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে দেখা হচ্ছে। নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলে, আলেক্সি আরেস্তোভিচ তাঁর ১৪-দফা রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন; বিশেষ করে পাল্টা আক্রমণ পরিত্যাগ করার এবং 'কৌশলগত প্রতিরক্ষায়' পরিবর্তনের। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য নীতিমালাকে 'মানবিক' করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আলেক্সি আরেস্তোভিচ বলেছেন, 'সম্মিলিত পশ্চিমাদের কাছে আমার প্রস্তাব হলো, আমরা কিসিঞ্জারের প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত। আমরা ন্যাটোতে প্রবেশের দাবি জানাচ্ছি একটি বাধ্যবাধকতাসহ যে প্রবেশের সময় দখল হয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হবে না। তবে শুধু রাজনৈতিক উপায়ে তাদের ফিরে পেতে চাই।'

সর্বোপরি, ইউক্রেনের সংঘাতে একটি নতুন নাটকীয় মোড় নিচ্ছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে; যা আমরা সম্ভবত আগামী বছরের শুরুতে দেখতে পাব ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আর এই নির্বাচন হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে।

সের্গেই স্ট্রোকান, রুশ লেখক ও মস্কোভিত্তিক ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক

রহস্য উন্মোচন: বাংলাদেশের দিকে মার্কিন সহসা পলিসি পরিবর্তন

ইমরান চৌধুরী বি ই এম

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, হটাত করে বৈদেশিক নীতির আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে শকওয়েভ পাঠাতে পারে। এরকম একটি সাম্প্রতিক উন্নয়ন যা উল্লেখযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হল বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপাত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর ঘটনাটি । এই কৌশলগত পুনর্বিন্যাস বিশ্লেষক এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে যা যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কিত অতীতের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থাপনাগুলির সাথে যুক্ত হওয়ার প্রভাবগুলি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরা পর্যালোচনা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ঐতিহাসিকভাবে সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত, এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সত্তার সাথে তার নতুন সম্পর্ক নিয়ে ভ্রু তুলেছে যাদের ট্র্যাক রেকর্ড অতীতে মার্কিন-বিরোধী দ্বারা দাগযুক্ত। অনুভূতি বৈদেশিক নীতির এই পরিবর্তন প্রশ্ন জাগিয়েছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি কৌশলগত স্বার্থের জন্য তার মূল্যবোধ ও নীতির সাথে আপস করছে?

এই পুনর্গঠনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকগুলির মধ্যে একটি হল এই অঞ্চলের স্বৈরশাসকদের ভূতের কথিত পৃষ্ঠপোষকতা। বাংলাদেশের একটি জটিল রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে যা সামরিক শাসন এবং কর্তৃত্ববাদের সময়কাল দ্বারা চিহ্নিত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শিকড় রয়েছে এমন শাসনব্যবস্থায় যারা তাদের জনগণকে নিপীড়িত করেছিল এবং আমেরিকান স্বার্থের প্রতি বিরূপ ছিল। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে ঐতিহ্যগতভাবে দাবি করে এমন নৈতিক উচ্চতার বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ায়। আমেরিকার এই নব্য পলিসি পরিবর্তন অনেকেই মনে করছে যে, মধ্যপ্রাচে যেখানে তারা এই ক্যাটাগরির কারো সাথেই সখত্যা গড়ে তুলতে আগ্রহী নয় পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ব্যাপারে অনেকটা জেঁচে পরেই এগিয়ে আসছে বলে আপাতভাবে মনে হচ্ছে । কিন্তু কেন?

মার্কিন বিরোধীদের সাথে সখত্যা

এই কূটনৈতিক পরিবর্তনের ভিত্তি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে জোটের উপর নির্ভর করে যারা ঐতিহাসিকভাবে অতীতে মার্কিন বিরোধী অবস্থান নিয়েছেল। এটা একটা প্যারাডক্স যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা, হওয়া সত্তেও এখন এমন নেতাদের কাছে জন্য তদ্বির করছে যারা অতীতে প্রকাশ্যে আমেরিকান নীতি ও মতাদর্শের সমালোচনা করেছে আজীবনঃ অনেকে মৌলবাদীদের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ইউ এস বিরুদ্ধে মিছিল – মিটিং স্লোগান দিয়েছে । এই নব্য পরিসংখ্যানগুলির আকস্মিক আলিঙ্গন বিশ্ব মঞ্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের ইস্যুতে জর্জরিত হয়েছেল , তখন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বিভ্রান্ত করে তুলেছিল একদা । এই সমস্যাগুলির সাথে যুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে নিজেকে সারিবদ্ধ করার মাধ্যমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের প্রচেষ্টার জন্য বিশ্বব্যাপী উকিল হিসাবে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ঝুঁকি নেয়। সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে এই পদক্ষেপ অসাবধানতাবশতঃ চরমপন্থী মতাদর্শের গোষ্ঠীগুলিকে ক্ষমতায়িত করতে পারে, যা শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্য নয়, বৃহত্তর অঞ্চলের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা এখন মার্কিন সমর্থন উপভোগ করছেন তারা অতীতে দুর্নীতির অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, যা প্রায়শই স্বচ্ছতা এবং সুশাসনের চ্যাম্পিয়ন বলে দাবী কর, অথচ দুর্নীতি কেলেঙ্কারির কারণে কলঙ্কিত নেতাদের সাথে সারিবদ্ধ হওয়া তার পররাষ্ট্র নীতির সিদ্ধান্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়। এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে বলে অনেকে বিশেষজ্ঞরাই বলছেন ।

ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট: কৌশলগত স্বার্থ বনাম মূল্যবোধ

বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্যমূলক আচরণের মুখোমুখি বলে মনে হচ্ছে । যদিও কৌশলগত স্বার্থ এবং ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মূল মূল্যবোধ এবং নীতিগুলির সাথে আপস করা দীর্ঘস্থায়ী হুমকিতেও পরিণতি হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই জটিল ভূখণ্ডে নেভিগেট করার সময়, কৌশলগত লক্ষ্যগুলির অনুসরণ যাতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তার খ্যাতির মূল্যে না আসে তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে অবশ্যই সাবধানে চলতে হবে। এবং অত্র অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক নতুন ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ঐ সব অপরিপক্ক এবং ডুপলিসিয়াস মহলের সাথে বন্ধুত্ব কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকতে পারে। ভূ রাজনিতিতে যে দেশ হুমকি হিসাবে প্রতীয়মান তাকে রুখতে হলে আমেরিকার দরকার সমমনা এবং বাংলাদেশের ও প্রতিবেশী দেশ সমূহের সম্মলিত ঐক্য।

উপসংহার

হঠাৎ করেই বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির স্থানান্তর তীব্র পর্যালোচনা ও বিতর্কের বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জোট গঠন করে যার অতীত ট্র্যাক রেকর্ড মার্কিন-বিরোধীদের দ্বারা বিকৃত। সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি এবং মৌলবাদের কারণে এটি কৌশলগত স্বার্থ এবং মৌলিক মূল্যবোধের আনুগত্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই জটিল কূটনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করার সময় বিশ্ব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, এই অপ্রত্যাশিত পিভটের পেছনের প্রেরণা এবং বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতার জন্য এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হারালেন সুয়েলা ব্রেভারম্যান

আজিজুল আম্বিয়া,
যুক্তরাজ্য



সুয়েলা ব্রেভারম্যান

অবশেষে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যানকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে সুয়েলা ফিলিস্তিনিপন্থি বিক্ষোভকারীদের প্রতি পুলিশ খুব নমনীয় আচরণ করছে- এমন অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি উগ্রডানপন্থীদের উস্কে দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৩ নভেম্বর সোমবার ব্রিটিশ সরকার বলেছে, মন্ত্রিসভা পরিবর্তনের অংশ হিসেবে ব্রেভারম্যান তার চাকরি ছেড়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুরু থেকেই ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনকারীদের সমালোচনা করে আসছিলেন সুয়েলা ব্রেভারম্যান। সম্প্রতি তিনি একটি নিবন্ধে অভিযোগ করেছেন, ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনকারীদের প্রতি মেট্রোপলিটন পুলিশ পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। এ নিয়ে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। অবশেষে সুনাক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ হারাতে হলো তাকে।

এর আগেও মুসলিম ও অভিবাসীদের নিয়ে একাধিক সময় বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমালোচিত হয়েছিলেন ব্রেভারম্যান। একজন কট্টর অভিবাসীবিরোধী হিসেবে তিনি পরিচিতি।

এদিকে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ব্রেভারম্যানকে বরখাস্ত করলেও তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় জেমস ক্লেভারলিকে, যিনি এতদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামলানোর দায়িত্বে ছিলেন।

উল্লেখ্য ব্রাভারম্যানের যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছাড়ার ঘটনা অবশ্য এবারই প্রথম নয়। এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেছিলেন। কিন্তু সেবার ব্যক্তিগত ইমেইল থেকে 'অফিসিয়াল ডকুমেন্ট' পাঠানো কাণ্ডের জেরে হইচই শুরু হলে দায় স্বীকার করে নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন ব্রাভারম্যান। সেবার তিনি



জ্যাকসন হাইটসে বিএনপির প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ

নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ)

উত্তর আমেরিকা অফিস

৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল সহ বিএনপির গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি ও একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবীতে

প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মোহাম্মদ অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) এর সদস্য সচিব মোহাম্মদ বদিউল আলম ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাকসুদুল হক চোধুরী।

সভায় বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে 'ভোটারবিহীন নির্বাচনের সরকার ও জালিম সরকার' আখ্যায়িত করে দলের গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর মুক্তি দাবী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বিশ্বাসী সকল প্রবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোদার করার আহবান জানান।

গিয়াস আহমেদ বলেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি নেতা-কর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন ও গ্রেফতার প্রমাণ করে শেখ হাসিনা সরকারের পায়ের নীচে মাটি নেই। আওয়ামী লীগ সরকার স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হয়েছে। তাই এই সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিকল্প নেই।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সভা পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ। সভায় নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ)-এর যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে রুহুল আমিন নাসির, জিয়াউল হক মিশন, জোহরা বেগম ও শেখ জহির, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে নাসিম আহমেদ, নীরা রাব্বানী, দেওয়ান কাওছার ও আরিফুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি নেতা আজিজুল বারী তিতাস, মোঃ কামাল হাওলাদার, সুলতান আহমেদ ভূইয়া, আব্দুল মান্নান হোসাইন, মোহাম্মদ জামাল হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি নেতা মোঃ মোতাহার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মসিউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা অহেদ আলী

নিউইয়র্কে বাড়ী ভাড়া না দেওয়ায় তিন ভাড়াটিয়া খুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাড়ী ভাড়া না দেওয়ায় বাড়ীর মালিকের ছুরিকাঘাতে তিন ভাড়াটিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। সিটির কুইন্স বরোর সেন্ট অ্যালাবানসের মিলবার্ন এলাকায় ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, চলমান ভাড়া বিবাদের জের ধরে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে ৩ জন ভাড়াটিয়াকে ছুরিকাঘাতে হত্যার সন্দেহে ৫৪ বছর বয়সী বাড়িওয়ালাকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বাড়ির ভিতরে ভাড়াটেদের হত্যা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিহতদের মধ্যে দুজন মহিলা ও একজন পুরুষ রয়েছে। ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ আরো জানায়, নিহতদের মধ্যে একজন মহিলাকে বাড়ীর দ্বিতীয় তলায় এবং অন্য দুই জনকে বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুমে পাওয়া গেছে। ৫৪ বছর বয়সী এক নারীকে তার বিছানায় মুখ থুবড়ে অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্ল্যাটফর্মে নির্বাচনী ট্রেন

ঢাকা ডেস্ক

সরকার পতনের একদফা দাবিতে এখনো রাজপথে চলছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর আন্দোলন। এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে পুরোদমে চলছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, গঠন করা হয়ে গেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটিও। দুই প্রতিপক্ষের পরস্পরবিরোধী এমন অবস্থানের মধ্যেই ভোটগ্রহণের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে ইসির নির্বাচনী ট্রেন। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচনের পূর্ণ প্রস্তুতির বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে ইসির পক্ষ থেকে।

আগামী সপ্তাহে ঘোষণা হবে তফসিল। নির্বাচনী প্রস্তুতির ধারাবাহিকতায় ১০ নভেম্বর শুক্রবার ছুটির দিনেও চলেছে ইসির কর্মশালা; ৩২ জেলার প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারদের (এসপি) দেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ নির্দেশনা। এখন হুইসেল বাজলেই অর্থাৎ তফসিল ঘোষণা হলেই যাত্রা শুরু হবে ইসির সেই ট্রেনের।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে পুরো দেশ মাতোয়ারা হয়ে আছে। পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিদিন বক্তব্য হচ্ছে। একটা ডাইমেনশনও পেয়ে গেছে। নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের একটা কাজ হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব দৃশ্যমান করে তোলা, স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা। স্বচ্ছতা সৃষ্টি করলে সম্ভাব্য অপপ্রচার ঢাকা পড়ে যাবে। স্বচ্ছতা মানে সত্যের স্বচ্ছতা, মিথ্যার স্বচ্ছতা। যদি অনাচার হয়, তাও তুলে ধরতে হবে।

আগামী সপ্তাহেই তফসিল ঘোষণা হবে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, এখনও কমিশন সভা ডাকা হয়নি। যেদিন কমিশন সভা হবে সেদিনই তফসিল ঘোষণা হবে। টেলিভিশন ও রেডিওতে ভাষণের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তফসিল ঘোষণা করবেন।

ডিসি-এসপিদের উদ্দেশে কর্মশালায় সিইসি বলেন, 'সমন্বয় করে সুন্দরভাবে নির্বাচন তুলে আনার চেষ্টা করবেন। ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা যেন ব্যাহত না হয়। ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন। ভেতরে যদি সিল মারা হতে থাকে, কেউ না কেউ হয়তো তুলে (ছবি-ভিডিও) ফেলবে। সেটা যখন প্রচারিত হবে, তখন আমাদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। কেন এটা হলো? আমাদের ব্যর্থতা অথবা অদক্ষতার বিষয়টি আসতে পারে।'

১০ নভেম্বর শুক্রবার সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় দফা প্রশিক্ষণে বিভাগীয় কমিশনার ও পুলিশ কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও জ্যেষ্ঠ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে সিইসি বলেন, আপনারা এমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, যাতে নির্বাচন সত্যিকার অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হয়। এ চেষ্টা কীভাবে করবেন, সেটা জানি না। কারণ, ওই জ্ঞান আমার নেই, আপনাদের আছে। আমাদের বার্তা হচ্ছে, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ আর সুশৃঙ্খল করবেন।

ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম বলেন, নির্বাচনে কর্মকর্তাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। যাতে ভোটাররা নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন, যাকে খুশি তাকে দিতে পারেন, এটা নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন ইটিআইয়ের মহাপরিচালক এসএম আসাদুজ্জামান। ৩২ জেলার ডিসি, এসপি, পুলিশ কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারসহ মাঠ প্রশাসনের ১১৪ জন কর্মকর্তা দুদিনের এ আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। এর আগে প্রথম ধাপের কর্মসূচিতে গত ১৪ ও ১৫ অক্টোবর অন্যান্য জেলার ডিসি, এসপি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে পুলিশ কমিশনার ও বিভাগীয় কমিশনারদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

নিউ ইয়র্কবাসীদের আয়ুস্কাল বৃদ্ধিতে আমরা চেষ্টা করছি

কমিউনিটি অপ-এড

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস

"মহামারী থেকে বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও, এই শহরের ভবিষ্যত পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। ২০১৯ এবং ২০২০ এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল ৭৮ বছরে গড়িয়েছে। এখন সময় এসেছে নিউ ইয়র্কবাসীকে কিছু অতিরিক্ত জীবন দেবার"- বলেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

১৩ নভেম্বর সোমবার কমিউনিটি অপ-এড এ তিনি বলেন, "আমরা যখন অফিসে আসি, তখন আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে পাঁচটি বরো জুড়ে আমাদের উন্নতি অনুভূত হবে। আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য সেই সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর আয়ু ৮৩ বছরে প্রসারিত করার জন্য আমরা সম্প্রতি HealthyNYC চালু করেছি যা ক্রোনিক এবং খাদ্য-সম্পর্কিত রোগ, ওভারডোজ, আত্মহত্যা, সহিংসতা, কোভিড-১৯ এবং মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে HealthyNYC-এর স্পষ্ট লক্ষ্যকে নির্ধারণ করে।"

মেয়র অ্যাডামস্ তাঁর মা'কে স্মরণ করে বলেন, "ক্রোনিক রোগ কীভাবে আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে তা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। অনেক নিউইয়র্কবাসী আমার ব্যক্তিগত গল্প জানলেও তারা আমার মায়ের গল্প জানেন না। আমার মা ডরোথি অ্যাডামস পনেরো বছর ডায়াবেটিক ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সাত বছর ইনসুলিন নিয়েছেন। সেইসাথে তিনি নিজের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা পরিবর্তন করেছিলেন এবং তিনি ৮৩ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আমরা যদি শুরুতেই তাঁর এই ক্রোনিক রোগ সম্পর্কে জানতাম, তবে হয়তো তিনি আরও বেশিদিন আমাদের সাথে থাকতেন। মূলত, পিল বক্স, ইনজেকশন এবং ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি দ্বারা নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনকে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। নিউ ইয়র্কবাসীদের স্বাস্থ্যকর, মানসম্পন্ন জীবন উপভোগ করাতে আমাদের আরো বিনিয়োগ করতে হবে।"

ক্রোনিক রোগ, আসক্তি, ক্যান্সার দ্বারা আক্রান্ত নিউ ইয়র্কবাসীরা পরবর্তী পরীক্ষা বা ইনজেকশন নিয়ে উদ্বিগ্ন হোন। কাউকেই নিজ স্বাস্থ্য এবং পরিবারের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, বলে মনে করেন অ্যাডামস্। HealthyNYC-জনস্বাস্থ্যকে পুনরায় ফোকাস করতে যাচ্ছে যাতে লোকেদের দীর্ঘ জীবন বাঁচাতে সাহায্য করা যায়। সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য বৈষম্য মোকাবেলা করেই এটি করা হবে বলে জানান অ্যাডামস্। তিনি বলেন, "আমাদের শহরব্যাপী দৌলা উদ্যোগের মতো প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের মধ্যে গর্ভাবস্থা-সম্পর্কিত মৃত্যুহার কমাতে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এতে।"

সাধারণত অস্বাস্থ্যকর খাবার, যেমন-ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং চিনিযুক্ত জুস ক্রোনিক রোগে অবদান রাখে। উচ্চ-আয়ের এলাকায় স্বাস্থ্যকর খাবারের অ্যাক্সেস থাকে, তবে নিম্ন-আয়ের এলাকাগুলোতে বিকল্প হিসাবে জাঙ্ক ফুড বেশি থাকে। আমেরিকায় স্বাস্থ্যসেবা অর্থের আশি শতাংশ খাদ্য-সম্পর্কিত ক্রোনিক রোগের চিকিৎসার দিকে যায়। এ নিয়ে অ্যাডামস্ বলেন, "আমরা এই ধরনের খাবারের অ্যাক্সেস চালিয়ে যেতে চাই না। আমরা ক্রোনিক এবং খাদ্য-সম্পর্কিত রোগের মৃত্যু কমাতে স্বাস্থ্যকর খাবারের অ্যাক্সেস বাড়াবো এবং প্ল্যান্ট-ফরোয়ার্ড ডায়েটকে প্রচার করবো।"

HealthyNYC-এর মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সহায়তা পরিষেবাগুলির অ্যাক্সেস প্রসারিত করতে যাচ্ছেন বলে জানান অ্যাডামস্, যার মধ্যে রয়েছে বর্ণ সম্প্রদায় এবং LGBTQIA+ যুবকদের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ। সেইসাথে যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সামাজিক মিডিয়ার প্রভাব এবং আত্মহত্যার হার কমাতে আত্মঘাতী ধারণাকে মোকাবেলা করতে সাহায্য করা হবে। শহর জুড়ে ড্রাগ ওভারডোজ সংকট বাড়ছে। নিউইয়র্ক সিটির অনেক পরিবার এবং সম্প্রদায় ওভারডোজের আসক্তিতে অনেক প্রিয় মুখ হারিয়েছে যা বেদনাদায়ক। ওভারডোজের মৃত্যু কমাতে প্রমাণিত ক্ষতি-হ্রাস, চিকিৎসা এবং পুনরুদ্ধার কেন্দ্রগুলিতে অ্যাক্সেস বাড়াতে যাচ্ছেন বলে জানান মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

জালিয়াতির অভিযোগ

বাংলাদেশি পাঁচ অধ্যাপকের গবেষণা প্রত্যাহার

সিলেট ডেস্ক

জালিয়াতির অভিযোগে প্রত্যাহার করেছে কোরিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক জার্নাল বায়োলজিক্যাল মেডিকেল সেন্টার (বিএমসি) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) তিন অধ্যাপকের গবেষণাপত্র জালিয়াতির অভিযোগে প্রত্যাহার করেছে। এই গবেষণাপত্রের সহ–লেখক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দুজন অধ্যাপক।

৬ বছর আগে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্র সম্পর্কে বিএমসির প্রত্যাহারপত্রে বলা হয়েছে, গবেষকেরা নিজেদের ২০১৫ সালের একটি প্রকাশনার তথ্য ব্যবহার ও পরীক্ষা–নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসহ অন্যান্য গবেষণার উপাদান কমিয়ে–বাড়িয়ে ফলাফল তৈরি করেছেন। এ ছাড়া পশু গবেষণার জন্য নৈতিক অনুমোদন নেয়ার তথ্যও মিথ্যা ছিল।

ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৫ নভেম্বর রোববার নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রঙ্কসের ২৫৩১ ডেভিডসন এভিনিউর মসজিদে।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুসলিম সেন্টারের সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান খান এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: সোলায়মান আলী।

সাধারণ সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টারের ছয় তলা নতুন ভবন নির্মাণ, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য বাড়ানো, ইয়ুথ কার্যক্রম বৃদ্ধি, যুব মহিলা ও মহিলা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ওয়েব সাইট তৈরি, যুব মহিলা ও মহিলা ফান্ড সংগ্রহ কমিটি গঠন, অনলাইন কার্যক্রম সম্প্রসারণে যুবকদের নিয়ে পৃথক কমিটি ও ফান্ড সংগ্রহ কমিটি গঠন, প্রতিষ্ঠানের নামে কবর স্থান রেজিঃ এবং সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য বৃদ্ধি করা। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপ কমিটি গঠন করার জন্য কার্যকরী কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব হাফেজ রুহুল



সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপ কমিটি গঠন করার জন্য কার্যকরী কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

আমিন, বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য প্রফেসর আফাজ উদ্দিন আহমেদ, মাস্টার আব্দুল খালেক, ফোর্ডহাম ইউনিভার্সির প্রফেসর ড. জাকিরুল আলম ভূইয়া, মুসলিম সেন্টারের সহ সভাপতি আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো: হাসান করিম, সহ কোষাধ্যক্ষ তাহাজুল ইসলাম, আজীবন সদস্য শাহাদাত হোসেন, সদস্য মো: আলমগীর হোসেন, আব্দুর রব, আবুল বারাকাত, আলতাফ হোসেন, শুকুর আলী, মুরসালিন বিন হাফিজ, বজলুর রহমান আকন্দ প্রমুখ।



কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাধারণ সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট পার্টি হলে ১২ নভেম্বর রোববার কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সালাউদ্দিন চৌধুরীকে সভাপতি ও তাছলিমা পাটোয়ারীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ নভেম্বর সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়।সংগঠনের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান সবুজের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন হাজী খবির উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মনিরুল আলম দিপু, কামরুমজ্জামান শামীম, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। সভায় বক্তারা কুমিল্লা সোসাইটিকে গতিশীল করতে শক্তিশালী কমিটি গঠন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সভার শেষ পর্যায়ে কার্যকরী কমিটির সভায় সর্বাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাজী খবিরউদ্দিন আহমেদ ভুইয়া, নির্বাচন কমিশনার কামরুজ্জামান শামীম ও মোফাজ্জল হোসেন বিভিন্ন পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব আহ্বান করেন। কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যের সুপারিশে সভাপতি পদে সালাউদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক পদে তাছলিমা পাটোয়ারী বিনা প্রতিদন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন।

সভায় জানানো হয়, পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপস্থিত সদস্যরা অভিনন্দন জানান। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁদের নির্বাচিত করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠন পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

আটলান্টিক সিটিতে শ্যামা পূজা ও দীপাবলি

সুব্রত চৌধুরী



"ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো/ জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলো ধরিত্রীরে" – সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব 'শ্যামা পূজা ও দীপাবলি' উৎসব। শাস্ত্রমতে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে দীপান্বিতা পার্বণ শ্রাদ্ধ ও শ্যামা পূজা করা হয়।

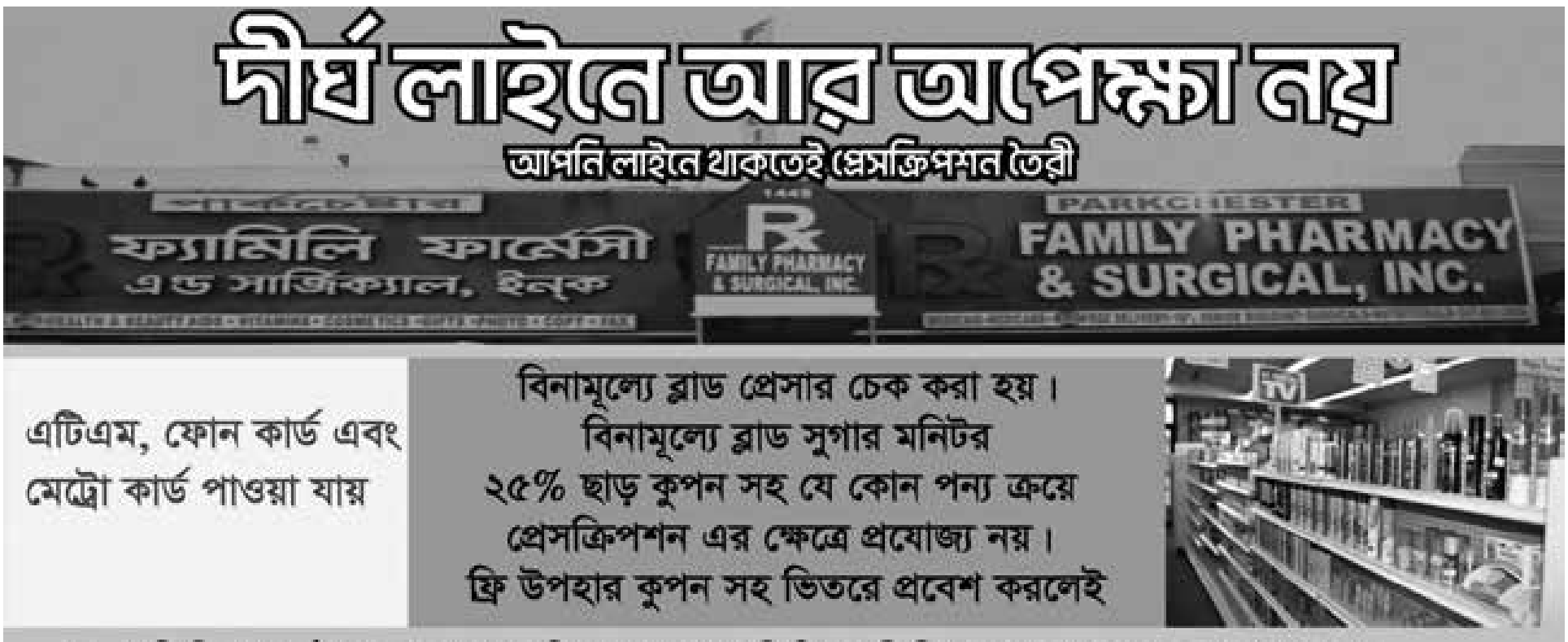
প্রতি বছরই দুর্গাপূজার আনন্দ-উচ্ছ্বাস মিইয়ে যাবার আগেই দীপাবলি আসে। বিজয়ার ভাসানে পাঁচদিনের আনন্দ বিদায়ে অবচেতনে হলেও যে বিয়োগবিধুর চেতনায় আবিষ্ট হয় মন, সেই মন দীপাবলিকে সামনে রেখেই আবার আনন্দের স্বপ্ন দেখে।শ্যামা দেবী হলো শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভক্তের জীবনে অবারিত কল্যাণের অঙ্গীকার নিয়ে ধরনীতে আগমন ঘটে দেবী শ্যামার।

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে প্রবাসী সনাতনী হিন্দু মন্দিরে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় মতে গত বারো নভেম্বর, রবিবার রাতে শ্যামা পূজা ও দীপাবলি উদযাপিত হয়। অধিবাসের মাধ্যমে শ্যামাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।পুস্পাঞ্জলি এবং ষোড়শ উপচারে দেবী কালির পূজার মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে কল্যাণের শক্তি লাভ করার লক্ষ্যে সন্ধ্যার পর পর সনাতনী হিন্দুরা শ্যামা পূজা উদযাপনের জন্য মন্দিরে সমবেত হয়।

শক্তি ও শান্তির দেবী শ্যামা দেবীর আগমন উপলক্ষে আটলান্টিক সিটির সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে- প্রাণে ও ঘরে ঘরে উৎসাহ- উদ্দীপনা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ।ঐদিন ঢাক-ঢোল, কাঁসর আর উলুধ্বনিতে মুখরিত ছিল মন্দির প্রাঙ্গণ। শ্যামা পূজা পরিচালনা করেন সুভাষ চক্রবর্তী ও দেবস্বরূপ চক্রবর্তী।

শ্যামা পূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে প্রবাসী সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের বাড়িতে বাড়িতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করে।





Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান



আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com


আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776


KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন


Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com


Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেজন্যেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টিপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচটি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড কারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস কারিয়ার কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সার্ভিসটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.


RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন


JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা স্পেকোন ধরণের ব্যাথা / অপ্রোপ স্পেইসের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। যাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, পোড়ালীর ব্যাথা, সাড়ার ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

শারীরিক ভাবে অক্ষম আমেরিকান সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER
MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আমরা সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার যেকোন সেবা আমরা সম্পূর্ণ ঘরে বসে করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মিশিগানে একটি ড্রাইভিং স্কুলের কার্যক্রম স্থগিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডিয়ারবর্ণ সিটির একটি ড্রাইভিং স্কুলের কার্যক্রম স্থগিত করেছে দি মিশিগান ডিপার্টম্যান্ট অব স্টেট। জানা গেছে, দি মিশিগান ডিপার্টম্যান্ট অব স্টেট তদন্ত করে 'এপিক ড্রাইভিং এডুকেশান এলএলসি'র বিরুদ্ধে ৬ হাজার ৬৪৩টি অনিয়ম ও ভায়লেশান পেয়েছে। ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এ অনিয়মগুলো হয়েছে বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। যে বিষয়গুলি তদন্তে বেরিয়ে এসেছে সেগুলো হচ্ছে, প্রশিক্ষণের রেকর্ড, চুক্তি, জ্ঞান পরিক্ষা প্রদানে ব্যর্থতা, কোর্সে নথিভুক্ত শিক্ষার্থীদের লাইসেন্সের জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তা যাচাই করতে ব্যর্থ হওয়া, সমাপ্তির প্রশংশাপত্র ইস্যু করার আগে শিক্ষার্থীরা সফলভাবে একটি জ্ঞান পরিক্ষা পাস করেছে তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়া, ড্রাইভিং শিক্ষার প্রশংশাপত্র অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য প্রদত্ত নির্দেশের পরিমাণ ও গুণমানকে ভূলভাবে উপস্থাপন করা। চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ড্রাইভিং শিখানোর অনুমোদন স্থগিত করা হয়েছে এবং স্টেট এই অনুমোদন প্রত্যাহারের জন্য কাজ করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে শত শত শিক্ষার্থী ড্রাইভিং শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখন স্টেট উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার কাজে যোগদানকারী লোকদেরে তাদের প্রশংশাপত্র বা ড্রাইভিং লাইসেন্সগুলি এখনো বৈধ কি না তা নির্ধারণের জন্য দি মিশিগান ডিপার্টম্যান্ট অব স্টেট (এমডিওএস) এর সাথে যোগাযোগ করতে বলেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে যারা ড্রাইভিং শিক্ষা গ্রহণ করে ক্রেডিট কার্ড বা আর্থিক লেনদেন করেছেন তারা অর্থ ফেরত পাবেন বলে স্টেট জানিয়েছে। ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীর কাছ থেকে অর্থ ফেরত পেতে অক্ষম হলে ভোক্তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ফৌজদারী অভিযোগ দায়ের করতে পারেন বা দেওয়ানী মামলা করতে পারেন।

আটলান্টিক সিটিতে অন্নকূট উৎসব

সুব্রত চৌধুরী



নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে অন্নকূট উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৩ নভেম্বর সোমবার আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে অন্নকূট উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব গোবর্ধন পূজা হিসেবেও পরিচিত।

শ্রীমদ্ভগবত গীতার গোপন শ্রেষ্ঠ বাণী 'সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ মা মে কং স্মরণং ভজ।' এ কথার আলোকে কার্তিক মাসের এসময় ব্রজবাসীরা এক বিশেষ অনুষ্ঠানের অয়োজন করে, যা গোবর্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব নামে খ্যাত।

শাস্ত্র মতে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট মহাপ্লাবন থেকে বৃন্দাবনবাসী ও গোধন রক্ষাকল্পে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে গোবর্ধন গিরি উত্তোলন করে তাতে বৃন্দাবনবাসী ও গোধনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এই দিনটিকে স্মরণ করে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গোবর্ধন পূজা ও দেবতার উদ্দেশ্যে শতাধিক পদের উপাচার নিবেদন করে থাকে, যা অন্নকূট উৎসব হিসেবে পরিচিত।

অন্নকূট মানে খাবারের পাহাড়, যেখানে ছাপান্ন রকমের নিরামিষ খাবার প্রস্তুত করা হয় এবং নিয়ম মেনে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতাদের স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিবেদন করা হয়। সেই সব নৈবেদ্যতে থাকে হরেক রকমের সুস্বাদু মিষ্টি, শাক-সবজি, ডাল, ভাজা সুস্বাদু খাবার ইত্যাদি।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই শুভ দিনটিতে তাঁদের বাড়ির প্রবেশদ্বারে প্রদীপ ও রঙ্গোলি দিয়ে সাজিয়ে উৎসব পালন করেন।

অন্নকূট উৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারি শুভানন্দ দাস উপস্থিত থেকে কৃষ্ণভক্তদের কৃতার্থ করেন এবং অন্নকূট উৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

অন্নকূট উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বিভিন্ন পর্যায়ে সুমন মজুমদার, প্রভিন ভিগ, বিপ্লব দে, আন্না মিত্র,গংগা সাহা, দীপংকর মিত্র, ইন্দিরা চৌধুরী,উওম দাশ, সজল চক্রবর্তী, চ্যবন দাশ, রানা দাশ, সুমি মজুমদার, সুপ্রীতি দে,বিউটি দাশ, সজল দাশ, মেরি দে, সোমা দেব প্রমুখ অংশগ্রহন করেন।

আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অন্নকূট উৎসব উপলক্ষে ওইদিন প্রার্থনা হলে বিভিন্ন পদের উপাচার নিয়ে সমবেত হন।

পুরোহিতের পূজার্চনা শেষে ভক্তকূলের অন্নকূট উৎসবের মহাপ্রসাদ আস্বাদন করার মধ্য দিয়ে অন্নকূট উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

মেয়রের আইফোন ও আইপ্যাড জব্দ করেছে এফবিআই

উত্তর আমেরিকা অফিস

নির্বাচনী প্রচারণায় অনিয়মের অভিযোগে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে যুক্ত সূত্র থেকে আর্থিক সহায়তা নেওয়ার অভিযোগ তদন্তে মেয়র এরিক অ্যাডামসের কয়েকটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করেছে এফবিআই।

৬ নভেম্বর সোমবার রাতে মেয়রের দুটি আইফোন ও একটি আইপ্যাড জব্দ করেছে পুলিশ। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদনে বলা হয়, তুরস্ক সরকারের দেওয়া অবৈধ বিদেশি অনুদান এরিক অ্যাডামসের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েই তদন্ত করছে এফবিআই।

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এরিক অ্যাডামস। তাঁর নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের আইনজীবী বয়েড জনসন জানান, এফবিআই অভিযোগটির ব্যাপারে মেয়রকে জানিয়েছে। তিনি বলেন, 'এফবিআইয়ের অনুরোধে তিনি (এরিক) তার ইলেকট্রনিকস ডিভাইসগুলো জমা দিয়েছেন। এরিকের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি এবং তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন।'

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এবং সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা এরিক অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেন, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন প্রাক্তন সদস্য হিসেবে আমি আশা করি, আমার সব স্টাফ আইন মেনে চলবেন এবং যেকোনো ধরনের তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। আমিও ঠিক সেটাই করব। আমার লুকানোর কিছু নেই।'

গত সপ্তাহে এরিক অ্যাডামসের নির্বাচনী প্রচারণায় শীর্ষ তহবিল সংগ্রহকারী ব্রায়ানা সাগসের ব্রুকলিনের বাড়িতে অভিযান চালানো হলে তদন্তটির ব্যাপারে প্রথম জানা যায়। ২৫ বছর বয়সী সাগস একজন লবিস্ট এবং অ্যাডামসের প্রাক্তন সহযোগী। এফবিআই তখন দুটি ল্যাপটপ, তিনটি আইফোন এবং 'এরিক অ্যাডামস' নামের একটি ফোল্ডার জব্দ করেছে বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কের আরও কয়েকটি বাড়ি এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও এফবিআই তল্লাশি করেছে। তবে এরিক অ্যাডামসের ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করার মাধ্যমে তাঁকে সরাসরি তদন্তে যুক্ত করা হলো। সার্চ ওয়ারেন্ট পর্যালোচনা করে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, নির্বাচনী প্রচারণায় তুরস্ক সরকারের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন কি না এরিক অ্যাডামস—সেই ইঙ্গিত ছিল। সেই সঙ্গে অন্য কোনো দেশের অনুদানের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে এফবিআই।

বিশিষ্ট লেখক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কিশোরী পদ দেব শ্যামলের দেহাবসান

মিশিগান প্রতিনিধি



কিশোরী পদ দেব

১২ নভেম্বর রোববার রাতে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সিনিয়র সদস্য, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি, মাসিক 'গৌরবানী পত্রিকা'র সম্পাদক ও প্রকাশক, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, কবি, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, এড. কিশোরী পদ দেব শ্যামল (৬৮) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। বিগত কিছুদিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মিশিগান প্রতিনিধি পার্থ সারথী দেব এর ভগ্নিপতি ছিলেন।

পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন গণতন্ত্রের রূপকার

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা

উত্তর আমেরিকা অফিস



বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ১১ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় এ্যাস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টে। আলোচনা সভায় জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরীর পরিচালনায়, আরো বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, কোষাধক্ষ্য জি এম ইলিয়াস, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফিউল আলম, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী প্রমুখ।বক্তব্যে তারা বলেন, পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন গণতন্ত্রের রূপকার, তার নয় বছরের শাসনামলে তিনি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে নতুন নতুন জেলা, থানাকে উপজেলা, প্রত্যেক উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিচার বিভাগ, বিকেন্দ্রীকরণ করে চার ডিভিশন এ চারটি হাইকোর্ট ডিভিশন ব্রাঞ্চ স্থাপন করা হয়। প্রতি উপজেলায় মানুষের দুয়ারে বিচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপজেলা গঠন করেছিলেন তিনি। বাংলার কৃষক মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কাজ করেছিলেন।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সত্যকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯০ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং আজ সেই গণতন্ত্রকে আওয়ামী লীগ-বিএনপি ধ্বংস করে নিজ দলের গণতন্ত্র তৈরি করেন। পরিশেষে নেতা এরশাদের আত্মার মাগফরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

সাষ্ট অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস



যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন সাষ্ট অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ। সাষ্ট অ্যালামনাই একটি স্বতন্ত্র , অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন। সংগঠনটির অন্যতম বড় লক্ষ্য হচ্ছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন , তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও পরস্পরের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং তৈরি করা।

৫ নভেম্বর রোববার দুপুর ৩ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সাষ্ট অ্যালামনাইয়ের আয়োজনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউইর্য়কের এস্টোরিয়ায় জালালাবাদ ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নিউইর্য়ক ও নিউজার্সি স্টেটের বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রায় অর্ধশতাধিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী বেলায়েত চৌধুরীকে সভাপতি ও সায়েদ জাবেদুল মুনিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

পুরো অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সাবেক আহবায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মোঃ ফরিদ আলম এবং সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আহমেদ মাসুম ।

নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্য সদসদ্যরা হলেন সহ-সভাপতি হিসেবে আহমেদুর রহমান রণি, হুমাইরা সুলতানা, আলমগীর হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আহমেদ মাসুম, অর্থ সম্পাদক আজহার আহমেদ, সহ-অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মঈনুল হোসেন বাবু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাদিকুর রহমান সুফিয়ান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এহেছানুল হক টিপু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাকির হোসেন, মহিলা সম্পাদক ফারহানা ইসলাম, অফিস সম্পাদক তাসফিক রহমান এবং কার্যকরী সদস্য হিসেবে ড.আলাউদ্দিন ভূইয়াঁ, অসীম কুমার সরকার, মিসকাত জাহান নিশু, নাজনীন আক্তার মৌসুমী, আ.ক.ম ইলিয়াছ, ওমর শোয়েব ও আহমেদ ফাহাদ কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে মোঃ ফরিদ আলম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সাষ্টিয়ানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সাষ্টিয়ানদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন সাষ্ট অ্যালামনাই অব ইউ.এস.এর একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন কমিটি আত্মপ্রকাশের দিনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাসুদুর রহমান ও মোঃ কামাল হোসেন ।

এদিকে নবগঠিত কমিটির সভাপতি বেলায়েত চৌধুরী জানান, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি আগামী ৪ মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র তৈরি করার পাশাপশি শীতকালীন পুর্ণমিলনী ও অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজনে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নৈশ ভোজনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বেলায়েত , জাবেদ , রণি, আলমগীর , মাসুম, আজহার , বাবু, মিসকাত , ফারহানা, হুমাইয়রা, শাকির, মাসুক আহমেদ, তাসফীক, মৌসুমী, ফাহাদ প্রমুখ।





স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশনের ৭ম বার্ষিকী উদযাপন

কানাডা প্রতিনিধি

১২ নভেম্বর রোববার স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন, কানাডায় নিবন্ধিত একটি স্বনামধন্য দাতব্য সংস্থা, তার ৭ তম বার্ষিকী অত্যন্ত উত্সাহের সাথে উদযাপন করেছে, যার সমাপ্তি হল "মানবতার জন্য পদক্ষেপ" শিরোনামের উদ্বোধনী ম্যাগাজিন উন্মোচন। মাইলস্টোন ইভেন্টটি ডক্টর ইব্রাহিম ডোডোর উপস্থিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তিনি কার্যধারার সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন দেলোয়ার জাহিদ, প্রধান সম্পাদক এবং সম্মানিত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ। গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি ড. মুজাহিদ সাঈদ এবং বোর্ডের পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. একরাম উল আজিম, মাসুদ রানা সরকার, এবং মাহফুজ এনাম।

ডঃ ইব্রাহিম ডোডো কম ভাগ্যবানদের জন্য আশার আলোকবর্তিকা হিসাবে সংগঠনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব তুলে ধরেন, বিশেষ করে যা এশিয়ান এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে দারিদ্র্যের সমস্যাগুলো অক্লান্তভাবে মোকাবেলা করে ম্যাগাজিনের উদ্বোধনের সময়, তিনি এটিকে অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি যুগান্তকারী কৃতিত্ব হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং কৌশলগত পরিকল্পনার উপর জোর দিয়েছেন, যা নমনীয়তা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ক্রমাগত উন্নতির মতো নীতিগুলি উপর জোর দেয়, যা সংস্থার মিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মোয়াজ্জেম হোসেন কানাডা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক এ দাতব্য সংস্থা হিসাবে সংগঠনের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন। বিভিন্ন কর্মসূচিতে মনোনিবেশ করে, যা সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কাজ করেছে, নাইজেরিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মতো অঞ্চলগুলিতে একটি নির্দিষ্ট ফোকাস করে। বার্ষিক সাধারণ সভার সময় হুসেইন প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী দেলোয়ার জাহিদকে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করেন ও তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব জন্য জোর দেন।

ডক্টর একরাম উল আজিম দারিদ্র্য মোকাবেলা, জীবিকা বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যে সম্প্রদায়গুলিকে সেবা পরিবেশন করে সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে উন্নীত করার আহ্বান জানান।

মিশিগানের বাঙালিদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে টার্কিস এয়ার লাইনস

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মিশিগানে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে টার্কিস এয়ার লাইনস। এখন থেকে আর ঘন্টার পর ঘন্টা অন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতে হবে না পরবর্তী ফ্লাইট ধরার জন্য। এখন ডেট্রয়েট থেকে সরাসরি ইস্তাম্বুল এবং ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকা। গতকাল বুধবার ১৫ নভেম্বর থেকে টার্কিস এয়ার লাইনসের একটি বিমান মিশিগানের ডেট্রয়েট থেকে ইস্তাম্বুল যাত্রা শুরু করেছে। টার্কিস এয়ার লাইনসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, টার্কিস এয়ার লাইনস ডেট্রয়েট থেকে ইস্তাম্বুল ফ্লাইট শুরুর মাধ্যমে আমেরিকায় তাদের ১৩তম গেটওয়ে চালু করেছে। বিশ্বব্যাপী ৩৪০টিরও বেশী গন্তব্যের সাথে তাদের সংযোগ রয়েছে। এয়ার লাইনসের বোর্ড চেয়ারম্যান আহমেত বোলাত জানান, মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে আরেকটি গেটওয়ে চালু করায় ডেট্রয়েটসহ বিভিন্ন এলাকার ভ্রমণকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টার্কিস এয়ার লাইনস ডালাস, সিয়াটল, ডেট্রয়েটে রুট খোলার মাধ্যমে আমেরিকায় তাদের উপস্থিতি প্রসার করেছে। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার ডেট্রয়েট থেকে ইস্তাম্বুল ও ইস্তাম্বুল থেকে ডেট্রয়েট তিনটি ফ্লাইট যাওয়া আসা করবে বলে প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে। ডেট্রয়েট থেকে ফ্লাইটগুলো ছেড়ে যাবে রাত ৯টা ৩৫মিনিটে এবং ইস্তাম্বুল পৌঁছাবে বেলা ৩টা ৩৫মিনিটে। অন্যদিকে ইস্তাম্বুল থেকে ফ্লাইট ছাড়বে বিকেল ৩টা ৪৫মিনিটে এবং ডেট্রয়েট পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬টা ৫০মিনিটে। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ থেকে শনিবারেও আরেকটি ফ্লাইট যুক্ত হবে বলে জানা গেছে।

প্রয়াণবার্ষিকীতে বাংলাদেশের বই-জাদুকর আলী ইমাম

সালেম সুলেরী

৬৫০ বই-এর গর্বিত লেখক আলী ইমাম-- ২০২২-এ পরপারে। দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত, অনুরক্ত শোকসাগরে নিমজ্জিত। জীবদ্দশায় 'বই-জাদুকর' আখ্যা পান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। নিজস্ব ভাষা প্রতিষ্ঠার কারণে লেখনশিল্পে ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। বিশেষ করে সংখ্যাধিক্যে গিনেসবুক ছুঁই ছুঁই অবস্থা ছিলো।

টিভি মিডিয়ার আধুনিকায়নে তিনি এক জীবমত ইতিহাস। তবে ঝরঝরে গদ্য, কিশোর কবিতার জাদুকরী লেখক। সায়েন্স ফিকসনে যোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা। নেশায় লেখক হলেও পেশায় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। 'বিটিভি' থেকে বেসরকারি টিভি'র বিবর্তনে ভূমিকা পালনকারী। আধুনিক বিশ্বের শিশুসাহিত্যের সাথে গড়েছেন বাংলাদেশের সেতুবন্ধ। 'চাঁদেরহাট', 'বাংলাদেশ স্কাউটস' করতেন দক্ষ সংগঠকরূপে।

জন্ম ১৯৫০-এর ৩১ ডিসেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। প্রয়াত হলেন ২০২২-এর ২১ নভেম্বর। আমার সাথে সম্পর্ক ১৯৭৮/৭৯ থেকে। কিশোরবাংলা'য়



আলী ইমাম

লিখতেন, সাহিত্যপাতাও দেখতেন। প্রথম জীবনে নামের শেষে সাধারণত ডাকনামও জুড়ানো থাকে। আলী ইমাম ভাই আমাকে ডাকতেন সেই পারিবারিক নামটি ধরে।

সাহিত্য-সতীর্থদের প্রতি বরাবরই ছিলেন সহমর্মী।

আশির দশকে একবার কারাগারেও গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান না করলেও একজনকে 'বিটিভি'র চেক দেওয়ায়। সেই কারা-নাটকের অপরপ্রান্তে এক প্রখ্যাত ছড়ালেখক। বন্ধু-পদ্যকার লুৎফর রহমান রিটন।



ফিলিস্তিনে নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ১১৫০০

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১১ হাজার ৫০০। নিহতদের মধ্যে কেবল গাজা উপত্যকায় ১১ হাজার ৩০০ জনের বেশি। বাকিরা নিহত হয়েছে পশ্চিম তীরে। এদিকে, জাতিসংঘ প্রস্তাবিত গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন বলে আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বর্বর ইসরায়েলি হামলায় গাজা ও পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৫১৭। আহত হয়েছে আরও অন্তত ৩২ হাজার। নিহতদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে কেবল গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছে ১১ হাজার ৩২০ জন। এর মধ্যে আবার শিশুর সংখ্যাই ৪ হাজার ৬৫০। নিহতদের তালিকায় নারী ৩ হাজার ১৪৫ জন এবং বয়স্ক নাগরিক ৬৮৫ জন। এ ছাড়া এই অঞ্চলে আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২৯ হাজার। হতাহতদের মধ্যে বাকিরা পশ্চিম তীরের।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিহতদের বাইরেও এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৬০০ ফিলিস্তিনি নিখোঁজ কিংবা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সম্মেলন

ওয়াশিংটন

শুক্লা গাঙ্গুলি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতি (Calcutta University Alumni Association or CUAA-DC) একটি স্বেচ্ছাসেবী স্বনির্ভর সংস্থা। সংগঠনটি প্রায় ২৫ বছর ধরে তাদের সার্ধশতবর্ষ প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে উত্তর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া এবং ম্যারিল্যান্ড এলাকায়। CUAA-DC-র এই যাত্রাপথের লক্ষ্য স্থির করা আছে বাংলার কৃষ্টির সম্প্রসারণে এবং তার ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দৃঢ় করার অঙ্গীকারে। এই সংকল্প নিয়ে প্রতিবছর অন্তত একবার সংগঠনের সদস্যরা মিলিত হন পুজোর পরে। গানে, গল্পে, আড্ডাতে তারা ফিরে যান শিকড়ের টানে।

চলতিবছরেও এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে পটোম্যাক শহরে গত ৪ নভেম্বর এ সম্মিলনী হয়ে গেলো। উদ্দীপনাময় ও মননঋদ্ধ পুনর্মিলন উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রাক্তনীরা নিয়েছিলেন কিছু অন্যরকম প্রচেষ্টা। সেই সন্ধ্যায়, স্থানীয় শিক্ষাদপ্তর, মন্টোগোমেরি কাউন্টি পাবলিক স্কুলের দু'টি প্রয়াসকে CUAA-DC এককালীন আর্থিক সাহায্য এবং নৈতিক স্বীকৃতি জানিয়েছে। MCPS-র প্রথম প্রয়াসটির লক্ষ্য সামগ্রিক ভাবে প্রবাসী পিতা-মাতারা, যারা এক সল্পপরিচিত ও ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রতিপালন করেন তাদের সন্তানদের লক্ষ্য করে। মানসিক সংকটের প্রতিবন্ধকতাকে লঘু করার এক সদর্থক প্রচেষ্টা নিয়েছে MCPS. । CUAA-DC তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছে। এছাড়াও স্বীকৃতি জানানো হয়েছে স্থানীয় MCPC পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয়কে, যারা সম্পূর্ণ নিজস্ব চেষ্টাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-র ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রমে। উত্তর আমেরিকাতে এ এক ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত, যা প্রশংসার যোগ্য।

একই সন্ধ্যায় আমাদেরই এক প্রাক্তনী, এই সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং Greater Washington কালি মন্দিরের কর্ণধার শ্রীপ্রদীপ ঘোষ দিলেন তার আন্তর্জাতিক বহুমুখী কর্মযজ্ঞর এক রূপরেখা। CUAA-DC তার সীমিত প্রচেষ্টা নিয়ে সবসময় পৌঁছতে চায় প্রান্তিক মানুষজনের কাছে। সেই অনুসারে গ্রহণ করা হ'লো কিছু প্রস্তাবনা। তারা জানিয়েছেন, আর্থিক সাহায্য করা হবে একটি ভারতবর্ষ-কেন্দ্রিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে, যারা দরিদ্র শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রচারে নিয়োজিত। তারই সাথে, আগত Christmass-র মৌসুমে পৌঁছে দেয়া হবে কিছু বইপত্র ওয়াশিংটন ডিসি এবং তৎসংলগ্ন এলাকার দুঃস্থ শিক্ষার্থিদের কাছে। প্রকাশিত হয়েছে সংগঠনের বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা, "প্রাক্তনী"। স্থানীয় এবং কলকাতাবাসি প্রাক্তনীরা লিখেছেন নিবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং স্মৃতিচারণা।

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
ঘাটির ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : **718-297-3500**

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

*(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)*

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.



গাজায় ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্রের কোন না কোন শহরে বিক্ষোভ ও মিছিল হচ্ছে। ১২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাসের উচিটায় বিক্ষোভ সমাবেশ।

ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে ক্যানসাসের উচিটা শহরে বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের অব্যাহত হামলার প্রতিবাদে প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্রের কোন না কোন শহরে বিক্ষোভ ও মিছিল হচ্ছে। ১২ নভেম্বর রোববার স্থানীয় সময় বেলা দুটায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস রাজ্যের উচিটা শহরের রককোডে শুরু হওয়া বিক্ষোভ সমাবেশে শতশত মানুষ অংশ নেন। বিক্ষোভ মিছিল থেকে গাজায় অবিলম্বে ইসরায়েলী হামলা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল নানা শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। এতে লেখা ছিল-আমাদের বিশ্বাস তোমাদের বোম থেকেও শক্ত, ইসরায়েল তুমি চলে যাও, নদী থেকে সমুদ্র, ফিলিস্তিন হবে স্বাধীন, গাজা তুমি কেঁদো না, ফিলিস্তিন কখনো হেরে যাবেনা, ইসরায়েল এবার তুমি থামো। অনেকে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে সংহতি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

ডেনমার্ক আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ সভা

বকুল খান

বিএনপি-জামাতের অবরোধের নামে আগুন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে |পাপাস রেষ্টোরেন্ট, নরোব্রারো কোপেনহেগেন এ এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় |

ডেনমার্ক আওয়ামীলীগের সভাপতি খোকন মজুমদার সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মাহবুবুর রহমান এবং যুগ্মসাধারন সম্পাদক মোছাদেক্কুর রহমান রাসেলের যৌথ পরিচালনায়

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য করেন, উপদেষ্টা রাফায়েতুল হক মিঠু, সহসভাপতি ইউসুব চপল, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম খালাশী, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমেল সোহাগ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, আইন বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম ও আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, অবরোধের নামে বিএনপি-জামায়াত জঙ্গি কায়দায় ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মত আগুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

১৯৭১ ও '৭৫-এর শত্রুরা নির্বাচন এলে সক্রিয় হয়ে পড়ে। হরতাল-অবরোধের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। হরতাল-অবরোধ যারা করে তাদের রুখে দিতে হবে।দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন আওয়ামী লীগকে আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে প্রবাসে ও দেশে বিত্রনপি জামাতের সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়াতে হবে।

পিকাসোর চিত্রকর্ম দেড়হাজার কোটি টাকায় বিক্রি

নিউজ ডেস্ক



পাবলো পিকাসোর আঁকা ১৯৩২ সালের একটি চিত্রকর্ম বিক্রি হয়েছে ১৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারে (১ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকার বেশি)। এটি শিল্পীর বিক্রি হওয়া চিত্রকর্মগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামের। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সথবিসের সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ফাম আ লা মোন্ত্রে (ওম্যান উইথ এ ওয়াচ) নামের এ চিত্রকর্মটি এ বছর নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি চিত্রকর্ম।

ফরাসি মডেল ও পিকাসোর প্রেমিকা মারি তেরাইস ওয়ালতারকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চিত্রকর্মটিতে। এই স্প্যানিশ চিত্রশিল্পীর আরও অনেক চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুও এই নারী।

নিলামে তোলার আগে চিত্রকর্মটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২ কোটি ডলার। বিখ্যাত চিত্রকর্মটির আগের মালিক ছিলেন প্রয়াত শিল্প সংগ্রাহক এমিলি ফিশার লদ্যু। ১৯৬৮ সালে একজন বেনামি ক্রেতা থেকে এটি কিনেছিলেন তিনি।

ফাম আ লা মোন্ত্রে চিত্রকর্মটিতে নীল পটভূমিতে সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে থাকা ওয়ালতারের প্রতিকৃতি।

যখন প্যারিসে ৪৫ বছর বয়স্ক পিকাসোর সঙ্গে দেখা হয় তখন ওয়ালতারের বয়স ছিল ১৭। ইউক্রেনীয় ব্যালে নৃত্যশিল্পী ওলগা খোখলোভার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় ওয়ালতারের সঙ্গে গোপন সম্পর্কে জড়ান পিকাসো।

নিলামে বিক্রি হওয়া পিকাসোর সবচেয়ে দামি চিত্রকর্ম লে ফামস দ' অ্যালজের (ওম্যান অব অ্যালজিয়ারস)। ক্রিস্টিসের নিলামে ২০১৫ সালে ১৭ কোটি ৯৩ লাখ ডলারে বিক্রি হয় এটি।

১৮৮১ সালে স্পেনের মালাগায় জন্ম নেওয়া পিকাসোর বেড়ে ওঠা বার্সেলোনায়। ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে চলে আসেন পিকাসো আর পরিণত হোন বিশ শতকের সবচেয়ে নামী শিল্পীদের একজনে।

প্রায় আট দশকের শিল্পী জীবনে দেড় লাখের মতো চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলোর মধ্যে আছে গোয়ের্নিকা, দ্য ওল্ড গিটারিস্ট, গার্ল বিফোর আ মিরর, দ্য উইপিং ওমেন, থ্রি মিউজিশিয়ানস প্রভৃতি।

চাঁদপুর জেলা এসোসিয়েশন ইন স্পেনের অভিষেক

জিয়াউল হক জুমন, স্পেন



চাঁদপুর জেলা এসোসিয়েশন ইন স্পেনের অভিষেক ও পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১১ নভেম্বর শনিবার রাতে রাজধানী মাদ্রিদের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ফখরুদ্দীন রাজীর সঞ্চালনায়, শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদের খতিব হাসান বিন মুহাম্মদ উল্লাহ।

অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর জেলা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা খোরশেদ আলম মজুমদার, প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা জামাল উদ্দিন মনির।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ দূতাবাসের রাজনৈতিক সচিব দীনমোহাম্মদ এমদাদুল হক এবং শ্রম সচিব মোঃমোতাসিমুল ইসলাম।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক এইচ এম হারুন আর রশীদ, এতে আরো বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি: ফিরোজ আহমেদ, সহ-সভাপতি কাজি জসীম উদ্দিন, সহ -সভাপতিঃ মোহেব্বুল্লাহ, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, সহ-সাধারন সম্পাদক সুমন হাওলাদার সহ সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

কমিউনিটির নেতৃবৃন্দদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সভাপতি আল মামুন এবং সাধারণ সম্পাদক মুরাদ মজুমদার, সাবেক সভাপতি এনায়েতুল করিম তারেক , সিনিয়র সহ-সভাপতি আল আমিন মিয়া, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সুন্দর, সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো: দুলাল সাফা, গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের সভাপতি আব্দুল মোজাক্কির , একরামুজ জামান কিরন, মিলটন ভুইয়া কচী, রাসেল দেওয়ান, , ফজলে এলাহী, রমিজ উদ্দিন , মিলটন ভুইয়া কচী, মাসুদুর রহমান মাসুদ, ইসলাম উদ্দিন পঞ্জী , আবু জাফর রাসেল , পিয়ার হোসেন সৌরব, রুবেল সামাদ, ইকবাল হোসেন, আবুল কাশেম মুকুল, এস এম মনির, আবুল হোসেন, আব্দুল আউয়াল সহ মাদ্রিদ কমিউনিটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।



রোমে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির অভিষেক ও পরিচিতি সভা

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ইতালিতে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির অভিষেক ও পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানী রোমের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি রায়হান কামাল এবং পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ নাঈম। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম।

দীর্ঘ ১৫ বছর পর গঠিত এই সমিতি যেন তাদের পূর্বের ঐতিহ্য ও উন্নয়ন ধরে রাখে এবং মানবিক কাজের অংশীদার হয়ে কমিউনিটির সেবায় ভূমিকা রাখতে পারে এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংগঠনের নব নির্বাচিত উপদেষ্টা হাজী আব্দুল ওসব, সিনিয়র সহ সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম, সহ সভাপতি নজরুল ইসলাম, মাওলানা মাসুদ, আযাদ দেওয়ান, নুরুল আমিন, প্রথম সদস্য শিমুল চৌধুরী, সাখাওয়াত হোসেন সাকন।

ইতালিস্থ নোয়াখালী জেলা সমিতি, ফেনী সমিতি, লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি, বৃহত্তর নোয়াখালী বাংকার সমিতি এবং নোয়াখালী যুব সংঘের নেতৃবৃন্দদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি।

এই সময় আরো বক্তব্য রাখেন নব গঠিত কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত রনি, প্রচার সম্পাদক মাহবুবুল হক টিপু।

শুরুতে ই কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ জসিম উদ্দিন। শেষে বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দরা নব নির্বাচিত পরিষদের সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।







PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020.(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.


SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• স্লেইপ ইনজুরি
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট
• স্লুপ লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162



'১৯৭১ সেই সব দিন' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী: সম্মাননা নগর কর্তৃপক্ষের

নিউইয়র্ক

আবু সাঈদ

নিউজার্সির নর্থ প্লেনফিল্ড শহরের মেয়রসহ নির্বাচিত কাউন্সিলের উপস্থিতিতে এডিসন শহরের বিগ সিনেমা মুভি সিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো '১৯৭১ সেই সব দিন' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী। বায়স্কোপ ফিল্মের পরিবেশনায় মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নির্ভর আলোচিত সিনেমাটি উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হচ্ছে। ১০ নভেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশের খ্যাতিমান প্রযোজক জান্নাতুল টুম্পা বিশেষ এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

পরিচালক হৃদি হক, অভিনেতা লিটু আনাম, সাজু খাদেম সহ সহকারী পরিচালক কামরুজ্জামান রনি সিনেমার এ বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। নর্থ প্লেনফিল্ড শহরের মেয়র তাঁর কাউন্সিল প্রতিনিধিদের নিয়ে সিনেমা দেখেন এবং পরিচালক ও শিল্পীদের সম্মাননা সনদ প্রদান করেন। পরিবেশক বায়স্কোপ ফিল্মসকে আমেরিকায় বাংলা সিনেমার প্রসারে কাজ করার জন্য বিশেষ সম্মাননা পত্র প্রদান করা হয়।

মেয়র ল্যাওরেন্স ল্যা-রন্ড, কাউন্সিল মেম্বার উইন্ডি সেফার, ইস্টিভ ম্যাক ইন-টায়ার,সুজ্যাট গিভেন, এভারএ্যাট ম্যারো, এভারএ্যাট ম্যারিল, প্লেন্সবরো টাউনশীপের কাউন্সিলর এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ নুরুন্নবী, প্যাটার্সন নগরের নব নির্বাচিত এডুকেশন কমিশনার মোহাম্মদ রাশিদ, ডঃ জিনাত নবী, ডাঃ ফারুক আজম, শিল্পী তমালিকা কর্মকারসহ বিশিষ্টজন সিনেমাটি দেখে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রদর্শনী শেষে সংলগ্ন এক রেস্তরায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র ল্যাওরেন্স ল্যা-রন্ড বলেন, একটি দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের উপর নির্মিত সিনেমা দেখে তারা অভিভূত। তাঁর শহরের কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এমন সিনেমা নিয়ে নিউজার্সিতে প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য তিনি জান্নাতুল টুম্পাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান।

সিনেমার পরিচালক হৃদি হক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, এ সিনেমা শুধু আমাদের গল্প নয়। এ গল্প সকলের বলে তিনি উল্লেখ করেন। অভিনেতা লিটু আনাম এবং সাজু খন্দকার তাদের বক্তব্যে এমন সম্মাননা দেয়ার জন্য এবং সিনেমাটি সাদরে গ্রহণ করার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ নুরুন্নবী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সিনেমা দেখার সময় তাঁর আবেগাপ্লুত হয়ে উঠার কথা বলেন। নিজের সময়ের কথা, নিজের লড়াইয়ের কথা একটি সিনেমায় দেখতে পেয়ে উদ্দীপ্ত এ মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরের চেতনা নিয়ে ' জয় বাংলা ' স্লোগান দিতে থাকেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী আমেরিকায় বাংলাদেশি জনসমাজের পক্ষ থেকে মেয়র ও তাঁর কাউন্সিলকে এমন সম্মাননা জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, আমেরিকার মানুষ ১৯৭১ সালে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে কনসার্ট করেছে এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাশে দাঁড়িয়েছে। মুক্তি যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়িয়ে আমেরিকার জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের প্রতি তাদের ভালোবাসাই তুলে ধরেছেন।

কমিশনার মোহাম্মদ রাশিদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, নিউজার্সিতে বাংলাদেশি জনসমাজ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছেন। এমন সমাবেশে একটি সিটির মেয়রের উপস্থিতি জনসমাজের জন্য গর্বের বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিগ সিনেমা সিটির কর্ণধার রিপেনদের নায়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সংহতি জানান। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর চাচা অংশ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশিরা আমেরিকায় গুরুত্বের কাজ করছেন বলেই একটি শহরের মেয়র ও কাউন্সিল সিনেমা হলে উপস্থিত হয়ে এমন সম্মান জানাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আয়োজক জান্নাতুল টুম্পা তাঁর আয়োজনকে সফল করার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন। আয়োজকের পক্ষ থেকে কিছু স্যুভেনির তুলে দেয়া হয় মেয়র ও কাউন্সিল মেম্বারদের।

কবিতার এক অপরিমেয় শক্তির নাম রেজাউদ্দিন স্টালিন

আবদুল্লাহ জাহিদ



রেজাউদ্দিন স্টালিন এই সময়ের একজন ব্যতিক্রমী ধারার কবি।প্রচলিত বিষয় ও আঙ্গিকের বাইরে প্রথাবিরোধী চিন্তার অনন্য সমীকরণ তাঁর কবিতা। ভাষা ভিন্ন,চিত্রকল্প আর বাকপ্রতিমার আশ্চর্য প্রকৌশল রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে। প্রথাবিরোধী এই পথে প্রাতিষ্ঠানিক প্রণামী কম,কিন্তু সাহিত্যের শক্তিশালী ও সংযমী ধারা এটি। তাঁর কবিতায় আছে পুরাণের প্রাচুর্য, দার্শনিক সত্য,অসম্ভব বাস্তবতা এবং সম্প্রসারিত বাস্তবতা। জাদুবাদের জগতে তিনি প্রবেশ করেন বাঙালির ঐতিহ্য ভাবনা নিয়ে।প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্য বিশ্বস্ত যোগাযোগ, একই সাথে তাঁর কবিতায় আছে প্রেম, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক বোধ। তার কবিতা দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার যুদ্ধবিরোধী শান্তিমগ্ন উচ্চারণের জন্য। আন্তর্জাতিক পাঠকরা অনুবাদের মাধ্যমে তার কবিতা এবং বাংলা কবিতা চেনার সুযোগ লাভ করছে। এটি সত্যিই আনন্দের। আমরা আমাদের ভাষা নিয়ে গর্বিত কিন্তু আমরা আমাদের কবিতা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আজো সেভাবে নিতে পারি নি। রেজাউদ্দিন স্টালিন সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করতে চেষ্টা করছেন এবং অনেকাংশে সার্থকতা অর্জন করেছেন।

এই বিশেষ দিনে, আমরা কেবল কবি'র জন্মই উদযাপন করছি না, সেই সাথে অনেকের হৃদয় স্পর্শ করেছে এমন শব্দ এবং পংক্তিমালা গুলো উদযাপন করছি।

তিনি কবিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৌন্দর্যকে আলোকিত করেছেন। স্টিভেনসন বলেছিলেন একজন লেখকের মোহিত করার ক্ষমতা ছাড়া বাকি সবই নিরর্থক।

স্টালিনের কবিতার পংক্তি পাঠকদের মোহিত করে, ভাবায়,নতুন চিন্তার জন্য প্রস্তুত করেও অনুপ্রেরণা জোগায়। সান্ত্বনা এবং আনন্দের উৎস যদি কবিতা,বিরহ ও প্রেমের সারাৎসার যদি কবিতা, প্রতিবাদ ও প্রশ্নের প্রতিপাদ্য যদি কবিতা তবে আমাদের শরণ নিতে হবে

রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতার এই অনিবার্য হয়ে ওঠার অপরিমেয় শক্তির নাম রেজাউদ্দিন স্টালিন। আমি বহু কবিতার আসরে যাই,দেশে বিদেশে। প্রকৃত কবিদের তালিকা প্রস্তুত হলে রেজাউদ্দিন স্টালিনের নাম থাকে সর্বাগ্রে।

ভাবতে ভালো লাগছে কেকের মোমবাতি প্রজ্বলনের সাথে সাথে সৃজনশীলতা এবং অনুপ্রেরণার শিখা কবির আত্মায় উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকবে। আমরা আরও অনেক সুন্দর কবিতার জন্য অপেক্ষা করছি যা কবি বিশ্বের সাথে ভাগ করবেন। কবির দুটি অমর চরণ এখানে উদ্ধৃত করি:

'কেউ যদি দেয় বিশ্বজোড়া বাড়ি

আমিতো দেবো মাত্র দশহাত লজ্জা ঢাকা শাড়ি।'(অভয়)

কবিতাটির দায়বোধ আমাকে প্রাণিত করে। ২০২৩ সালের এই জন্মদিনটি কবির জন্য নতুন স্বপ্নের, প্রত্যয়ের প্রতিফলন হোক।এবং নতুন বছর শুরুর মুহূর্ত হোক কবির অনন্য কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে জগতকে ও জীবনকে দেখার প্রখরতা বাড়ুক এবং তিনি সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করতে থাকুন। এবং সীমাহীন সৃজনশীলতায় ভরে উঠুক কবিডার খাতা। কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন আপনাকে বিশ্বসাহিত্যের পীঠস্থান আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে অভিবাদন। দুর্দান্ত জন্মদিন এবং আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানাই!

স্টালিনের কয়েক টি কবিতা:

এটা হেমন্ত

গভীর নিস্তব্ধতা খেয়ে ফেলছে কোলাহল
শিশিরের উত্তেজনা নিয়ে কথা বলছে গণমাধ্যম
লক্ষ্মীপেঁচার সাক্ষাৎকার ভাইরাল
তাঁর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে ভূমিদস্যুরা
ভয়ে নিরব হয়ে আছে কাঠবেড়ালি
অবসরে যাচ্ছে মেঘকর্তা
নড়ছে না পাতার নথিপত্র
পিঁপড়েরা দলবেঁধে মিছিলে যাচ্ছে
শীতের আগে খাদ্য চায় তারা
চক্কর দিচ্ছে বাদুড়
খেজুর রসের ইজারা নিয়ে টেন্ডার ফেলবে একা
বুলডোজারের ভয়ে
ঘাসফড়িং মাথায় একটা সবুজ রঙধনু নিয়ে পালাচ্ছে
হাঁটতে হাঁটতে শালিকের স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেছে
শীতের আগে ধুলোবাজার থেকে কিনতে হবে জুতোমোজা
এটা হেমন্ত
নদীর মেয়ে স্রোত বাতাসের সাথে ঘর ছেড়েছে
মাছের অভিমান ভাঙাতে জেলেবক পেতেছে কারেন্ট জাল
ধরবে আর মাছরাঙা বাবুদের বাসায় পাঠাবে উপঢৌকন
অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইঁদুর ধানক্ষেতে যে গর্ত খুঁড়েছিলো
গোয়েন্দা মেঠোচাঁদ তা জানিয়েছে থানার বড়গোখরোকে
হাম্বুহেনাকে মোবাইলে পাচ্ছে না প্রজাপতি- নেটের গতি মন্থর
ম্যাসেজ দিয়েছে সূর্যমুখীকে অপেক্ষা অসীম হয়ে উঠছে

ছায়াসঙ্গী

ঘুম থেকে উঠলেই ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসে আরেক আমি
অবিকল আমার আদল
তাকিয়ে থাকে প্রাতরাশের প্লেটে
পথে বেরুলে থাকে পায়ে পায়ে
কবিতার আসরে একনিষ্ঠ শ্রোতা
মাঝে- মাঝে বেঁকে বসলে
উল্টে দেয় রীতি ও নিয়ম
আমি হাঁটলে -সে বসে থাকে স্থাণুবৎ
আমার আতিশয্যে -তার চোখ শ্রাবণের মেঘ কাউকে ভালোবাসলে - সে ঈর্ষায়
এরিস ঘুমুতে গেলে আবার
অশরীর ঢুকে পড়ে আমার ভেতরে
যতবারপ্রতিশোধে উদ্ধত তার তরবারি
ততবার ক্ষমা করি মহাত্মা যিশু
প্রতিদিন আমার মৃত্যুর আগেই
সে মরে যায়
আর বেঁচে ওঠে মৃত্যুর পরে
ভস্ম থেকে ফেরা

করিম চৌধুরী স্ট্যাটান আইল্যান্ডের প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায়

উত্তর আমেরিকা অফিস



সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল) এর জাতীয় কমিটির সেক্রেটারি মো. করিম চৌধুরীকে নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আইল্যান্ডের তালিকায় ক্ষমতাধর ১০০ মানুষের একজন হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মর্যাদাকর রাজনৈতিক জার্নাল 'সিটি অ্যান্ড স্টেড অব নিউইয়র্ক' প্রণীত ২০২৩ সালের তালিকায় উঠে এসেছে তার নাম। নিউইয়র্কের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একজন হিসাবে নির্বাচিত করিম চৌধুরী এর আগে ২০২১ এবং ২০২২ সালেও এই তালিকায় এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশীয় তথা অন্যান্য সংখ্যালঘু গ্রুপের পক্ষে সোচ্চার হয়ে কাজ করছেন করিম চৌধুরী।

১৯৯৭ সাল থেকে করিম চৌধুরী নিউইয়র্কের শিক্ষা দফতরে সরকারি কর্মচারি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ২০০১ সাল থেকে নিউইয়র্কের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি শ্রমিক নেতা হিসেবি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশন-এনওয়াইএসপিইএফ এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। নিউইয়র্ক স্টেটের ৫৫,০০০ কর্মীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বাংলাদেশি আমেরিকান।

স্ট্যাটান আইল্যান্ড ডেমোক্রেটির পার্টির লেবার চিফ তিনি। ২০১৯ সালে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে ডেলিগেট হওয়ার সুযোগ পান করিম চৌধুরী। নিউইয়র্কের বাইরেও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে তার সুপরিচিতি রয়েছে। ইউএস কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু জাতীয় ও স্টেট পর্যায়ের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, পেয়েছেন অনেক প্রক্লেমেশন ও সাইটেশন।

ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আসেন করিম চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করিম চৌধুরী স্ট্যাটান আইল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন।

২০০১ সালেই করিম চৌধুরী নিউইয়র্ক সিটি সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে যোগ দেন এবং এনওয়াইসি লোকাল ৩৭১ এর সক্রিয় সদস্য হন। একজন সক্রিয় ইউনিয়ন মেম্বার হিসেবে নিজের ইউনিটে সদস্যদের সংগঠিত করা শুরু করেন। ২০০৭ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে যোগ দেন তিনি। এবং দ্রুতই নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশন (পিইএফ) এর সক্রিয় সদস্য হন। ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পিইএফ ডিভিশন ৩৪৯ এর কাউন্সিল লিডার। পরে জয়েন্ট অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন অ্যাডভাইজরি কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পান। স্টেট এজেন্সিগুলোয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক স্টেট, ডিএইচআর ও ইইওসিতে দায়ের করা মামলা ও অসন্তোষ পর্যালোচনা করাই ছিলো তার দায়িত্ব। নিউইয়র্ক সিটি সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিলে পিইএফ'র প্রতিনিধিত্ব করেন করিম চৌধুরী।

২০১৫ সালে করিম চৌধুরী এএসএএএল এর যোগ দেন। সে বছর দক্ষিণ এশিয়ান আমেরিকান শ্রমিক সংঘের স্ট্যাটান আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন তিনি। এখানে অ্যাসালের ব্যানারে দক্ষিণ এশীয়দের সংগঠিত করতে থাকেন এবং তাদের মধ্যে একটা শক্ত মোর্চা গঠন করেন। ক্রমেই স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে অ্যাসাল। নিউইয়র্কের এই বোরোতে জনমত গঠন, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও আদমশুমারিগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে সংগঠনটি।

করিম চৌধুরীর তুলনাহীন নেতৃত্ব প্যানডেমিকের সময়টিতে তাকে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিতে আরও সুপরিচিত করে তোলে। নিউইয়র্ক সহ অন্যান্য স্টেটেও দক্ষিণ এশীয় নেতাদের কাছে পরিচিতি পান তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, যুক্তরাজ্য

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সমবেত জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠান।

১২ নভেম্বর রোববার বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশে পূর্ব লন্ডনের ক্রিস্টাল ব্যাংকুয়েটিং হলে দিনব্যাপী এ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ডাকসুর সাবেক সদস্য দেওয়ান গৌস সুলতানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনের পরিচালনায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। একই সাথে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাইদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পর যেমন দেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানভিত্তিক উন্নত সমাজের রূপরেখা প্রতিষ্ঠার প্রধান রচয়িতা বঙ্গবন্ধু; তেমনি উন্নয়ন, গবেষণা ও দেশ গঠনের নিমিত্তে দক্ষ জনশক্তি গড়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করছে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা উল্লেখ করেন। চল্লিশের দশকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছাত্রত্ব হারান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি চালু করায় হাইকমিশনার অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের প্রতি ধন্যবাদ জানান। ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০২৩-২৫ সালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।



Happy Thanksgiving

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 17 - 23, 2023) | Promo Code : PSP46



SALE $3/$4.99 — 4 OZ — IDAHOAN CLASSIC MASHED POTATO

SALE 2/$3.99 — 1 LB — LASAGNA (RONZONI)

SALE 3/$4.99 — 0.75 OZ — MUSHROOM GRAVY

SALE 2/$24.99 — 3 KG — EACH $14.99 — ROHU A&A / CK BRAND

SALE $13.99/EA — SIZE 8/10 — HILSHA A&A / CK BRAND

SALE $19.99/EA — SIZE 10/12 — HILSHA A&A / CK BRAND

SALE $2.99/LB — SIZE 2/3 KG — MRIGEL A&A / CK BRAND

SALE $3.99/LB — 1 KG — KORAL CK BRAND

SALE $5.99/EA — 500 GM — TAPOSHI LOOSE CK BRAND

SALE $2.49/LB — FRESH REGULAR WHOLE CHICKEN

SALE $2.49/LB — FRESH CHICKEN BREAST / THIGH

SALE $4.99/EA — 500 GM — BAILA BLOCK CK BRAND

SALE 3/$4.99 — 200 GM — KESKI TRAY (HAOR)

SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK BASMATI RICE

SALE $3.99/LB — CUBE — FROZEN REGULAR GOAT

SALE $12.99/EA — 70/80 4LB-BOX — HEAD ON / SHELL ON BLUE SEA — RAW SHRIMP

SALE $8.99/EA — 31/40-2 LB BAG — SHELL ON RAW SHRIMP

SALE $12.99/EA — 1 GALLON — PURE CANOLA / VEGETABLE OIL CRISCO

SALE $4.99/EA — 2000 GM — SHAHAJALAL PLAIN PARATA

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134



WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

Premium Supermarket

10TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 4TH TO NOV 10TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU, TAZ TEL: 347-657-8911	RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM TEL: 347-658-0134	MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN TEL: 347-658-4362	ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM TEL: 347-626-8798	ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA TEL: 347-658-0972

9TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE — SHAFEE, NICK NAN WAN, HUMAYUN

BRONX — HABIB, SYDUR RAHMAN MAHMUDA

JACKSON HEIGHTS — PARVIN RAHMAN, RADWAN RUPOK DAY

JAMAICA — ABDUL HASAN, NARGIS SATHY MIZANUR RAHMAN

OZONE PARK — SHAHED AHMED, IMRAN KAREN, MOHAMMED UDDIN,

SHOP TODAY... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

FOOD CERTIFIED 100% HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (November 17 - 30, 2023) | Promo Code : PSP07

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00 UP

SALE $2.99/LB — BEEF WITH BONE SINA MIX

SALE $2.99/LB — CUBE CUT — FROZEN GOAT

NO CUT NO CLEAN — SALE 79¢/LB — CHICKEN QUARTER LEG

SALE $1.99/LB — CHICKEN BREAST

SALE $31.99/EA — 50 LB — DELTA PARBOILED RICE

1 KG — SALE $17.99/EA — HILSHA

3 KG — SALE $11.99/EA — ROHU

3 KG — SALE $2.49/LB — MRIGEL

SALE $3.29/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN

SALE $12.99/EA — 10 LB — FRESH FOOD KALIJEERA

SALE $5.99/EA — PER PACK — LOOSE BAILA CROWN BRAND

SALE 3/$5.00 — 200 GM — SHAHAJALAL TRAY KESKI

SALE $8.99/EA — 31/40 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA HEADLESS RAW SHRIMP

SALE 2/$6.99 — 2 KG — TEER ATTA / MAIDA

SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE

SALE $7.99/EA — 25 PCS — KAWAN PARATHA

SALE 3/$5.00 — 300 G — OWNER DRY CAKE

SALE 2/$6.99 — 100 TEA BAG — LIPTON TEA SACHET

SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT

SALE 2/$6.99 — 4 LB — DOMINO SUGAR

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S BRONX

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

7TH WEEK LUCKY WINNERS OCTOBER 17, 2023

JASMIN | ALAMIN | IMRAH HUSSAIN

6TH WEEK WINNERS PICTURES

8TH WEEK LUCKY WINNERS OCTOBER 26, 2023

MD ABUL HASAN JAHANGIR | MD KASHEM | MUNNAK

7TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি

WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY



নতুন সংগঠন জেবিএর আত্মপ্রকাশ

সভাপতি শাহ নেওয়াজ, সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন সংক্ষেপে 'জেবিএ' নামে জ্যামাইকায় নতুন একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন এই সংগঠন জেবিএ এর আগামী দুই বছরের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ ঘোষণা করা হয়েছে প্রথম সভায় । ১০ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংগঠনের প্রথম সভায় ঘোষিত নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাব্বী সৈয়দ। বৃহত্তর জ্যামাইকায় ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটির শিল্প, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডকে আরো সু-শৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক সংগঠনের প্রত্যাশাই নতুন সংগঠনের লক্ষ্য বলে কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান।

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব সভা পরিচালনা করেন। কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বকাংলাদেশী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রথম পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মতামত ব্যক্ত করার পর নাসির আলী খান পল, আজহারুল হক মিলন, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ আলী, তৈয়বুর রহমান হারুন এই চারজনকে কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতের তাদের প্রস্তাবে জেবিএ'র প্রস্তাবিত নতুন উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত কার্যকরী কমিটি সংশোধন বা সংযোজন হতে পারে এবং উপদেষ্টা পরিষদসের সকলেই সম মর্যাদায় উপদেষ্টা হবেন বলে সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহসান হাবিব জানান।

নতুন কমিটির উপদেষ্টা পরিষদে আছেন নাসির আলী খান পল, মোর্শেদ আলম, আওয়াল সিদ্দিকী, কাজী আজহারুল হক মিলন, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ তৈয়েবুর রহমান হারুন, আজহার হক, মোস্তাক আহমেদ নিউটন, আকাশ রহমান, এডভোকেট মতিউর রহমান, রেজাউল করীম চৌধুরী, রাফাত হোসাইন, খলিলুর রহমান, শেখ ইলিয়াস হাবীব, শাহ মোয়াজ্জেম, আলমগীর ভূইয়া, কাজী হেলাল আহমেদ, রুবাইয়া রহমান, মোহাম্মদ কবীর, আকতার রহমান ও ডা. নার্গিস রহমান।

সভাপতি শাহ নেওয়াজ আর সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ কে কার্যকরী পরিষদের বাকী সদস্যরা হলেন

সিনিয়র সহ সভাপতি- আহসান হাবিব, সহ সভাপতি মাকসুদ চৌধুরী ও রীনা সাহা, সহ সাধারণ সম্পাদক- আনজাম সিদ্দিকী রাফি, কোষাধ্যক্ষ- আহনাফ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক- লুৎফর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- মঞ্জুর কাদের, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আসাদুজ্জামান বাবু, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মরিয়ম মারিয়া, প্রচার সম্পাদক- জলি আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক- এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- এডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, ক্রীড়া সম্পাদক- সজিব চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক- বদরুদ্দোজা সাগর, আপ্যায়ন সম্পাদক- মোতালিব সিকদার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- কবি সালেহা ইসলাম, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী, মোসলেহউদ্দিন খান সেলিম, ডিউক খান, সেলিম খান, ডা. নাফিসুর রহমান, শেখ হায়দার আলী, কাজী জামান বিটু, সুলতান বোখারী, শিবলী নোমানী, মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, শামস চৌধুরী রুশো, সোহেল সীমান্ত, হাফিজ উদ্দিন, ডা. আইরুন নাহার রুলী, নাজিয়া জাহান, মাহবুবুল ফিরোজ, হুমায়ুন কবীর তুহিন ও মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি

ওয়াশিংটনে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির দাবিতে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। ওয়াশিংটনে অবস্থিত ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারের সামনে ওই সংঘর্ষ হয় বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সংঘর্ষ চলাকালীন সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিসসহ বেশ কয়েকজন ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ও প্রার্থী ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা মূলত একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তবে সংঘর্ষের জের ধরে ওই অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে।

মার্কিন ক্যাপিটল পুলিশের কর্মকর্তারা বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য ধরপাকড় শুরু করেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে 'অবৈধ এবং বিশৃঙ্খল' উপায়ে প্রায় দেড় শ মানুষ বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন। তবে বিক্ষোভকারী বিশৃঙ্খলার জন্য পুলিশকেই দায়ী করেছে। তাঁরা বলছে, কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়াই পুলিশ সদস্যরা তাঁদের ওপর হামলা চালান।

ফিলাডেলফিয়া থেকে এসে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ড্যানি নোবল নামে এক ব্যক্তি এপিকে জানান, হামলা চালানো পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে দাঙ্গার সময় ব্যবহৃত হয়—এমন পোশাক ও যন্ত্রপাতি ছিল। তাঁরা অক্ষম ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপরও চড়াও হয়েছিলেন বলে জানান ড্যানি। ভবনের ভেতরে থাকা রাজনীতিবিদেরা জানিয়েছেন, পুলিশ ডিএনসি সদর দপ্তর এলাকা থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর দল গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় দেশটির প্রগতিশীল মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছেন।

স্বামীকে নিয়ে নিউইয়র্কে ভালোই সময় কাটাচ্ছেন ন্যান্সি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ন্যান্সি। সঙ্গীতের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় তিনি। যুক্ত আছেন বিএনপির রাজনীতির সাথে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী এই কণ্ঠশিল্পী গান করার জন্য এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থান করছেন। স্বামী মোহসিন মেহেদিকে নিয়ে ঘুরছেন নিউইয়র্ক সিটিসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায়।

গেল অক্টোবরের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ন্যান্সি। ২ অক্টোবর



সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহাল রেস্টুরেন্টে তার কনসার্ট উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক এবং শোটাইম মিউজিক। এরপর, নিউইয়র্ক সিটিসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে গানের অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এই সঙ্গীতশিল্পী। শোটাইম মিউজিকের উদ্যোগে আলমগীর খান আলমের তত্বাবধানে ৮ অক্টোবর নিউইয়র্কের কুইন্সের ওয়েক্সফোর্ড টেরাস্থ দ্যা ম্যারি লুইস একাডেমিতে ন্যান্সির প্রথম লাইভ ইন কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১১ অক্টোবর ম্যারিল্যান্ডে ন্যান্সির আরেকটি লাইভ কনসার্টে অংশ নেন তিনি। ২৯ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (এসওএমসিএএ) অব নর্থ আমেরিকার নবম কনভেনশনের গান করেন তিনি।





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ১৯ নভেম্বর

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা শেষে ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ক্লাবের ২০২২-২০২৩ সালের কার্যকরী পরিষদের শেষ সভায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। ১৩ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, কার্যকরী সদস্য ডা. ওয়াজেদ এ খান, ফরিদ আলম, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও রওশন হক।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম সম্পাদকের রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ ২০২২-২০২৩ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট তুলে ধরলে তা পাস করা হয়। এছাড়াও সভায় রোববার অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ক্লাব সূত্রে জানা যায়, আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সাধারণ সভার কার্যক্রম চলবে। পরবর্তীতে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য নবায়নের সর্বশেষ তারিখ ছিলো ৪ নভেম্বর শনিবার মধ্যরাত ১২টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এই ৭৬জন সদস্য অংশ নিতে পারবেন।

এদিকে প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জুকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দীনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।



sunman express
global money transfer



টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
JAMUNA BANK
UCB
bKash
উপায়

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE



যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি



সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA



ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season



Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...

Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

মধ্যপ্রাচ্যের ৬ দেশ এক ভিসায় ভ্রমন করা যাবে

জিসিসির সিদ্ধান্ত

জোটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের টানা ৪০ দফা বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা এল।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের ছয়টি দেশগুলোর জোট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা জিসিসি একক ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের দেশের নাগরিক ও পর্যটকদের চলাচলের সহজ করার জন্য।

জোটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের টানা ৪০ দফা বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত এসেছে। দুবাইভিত্তিক সাপ্তাহিক সংবাদমাধ্যম অ্যারাবিয়ান বিজনেসের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ওমানের রাজধানী মাসকাটে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ হামুদ বিন ফয়সাল আল-বুসাইদির সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জিসিসিভুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত ও কাতারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মন্ত্রীরা এই ছয় দেশের মধ্যে নাগরিক ও পর্যটকদের অবাধ চলাচল নিশ্চিতে একক ভিসা চালুর বিষয়টি অনুমোদন দেন।

নীতি নির্ধারকেরা আশা করছেন, এই সিদ্ধান্ত ছয় দেশের অর্থনীতি ও পর্যটন খাতের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে জিসিসির মহাসচিব জাসিম মুহাম্মদ আল-বাদাওয়ি বলেছেন, এই এক টুরিষ্ট ভিসা জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত করল।

অক্টোবর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী আব্দাল্লাহ বিন তাকওয়া আল-মারি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর পর্যটনমন্ত্রীরা একক ভিসা চালুর বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

কবে থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধ কাটিয়ে উঠতে পারলে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সাল বা ২০২৫ সালের মধ্যেই এই নতুন সুবিধা চালু হয়ে যাবে।



নিউইয়র্কের গ্লোবাল ট্রাভেলস দিচ্ছে ৭% ছাড়

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসীদের বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি নিউইয়র্কের গ্লোবাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের ই-কমার্স ওয়েবসাইট সবখানে সাড়া ফেলেছে। বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে গিয়ে বাংলাদেশিরাই শুধু নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকজনও পছন্দমতো টিকিট কাটছেন। এ ওয়েবসাইটে মিলছে ফ্লাইট টিকিট, হোটেলসহ নানা সুবিধাও। এছাড়া সপ্তাহে ৭ দিনই গ্লোবাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের সেবা নিতে পারছেন গ্রাহকরা। বাংলাদেশি মালিকানাধীন একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ই-কমার্স ওয়েবসাইট করে প্রশংসিত হচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এমডি শামসুদ্দিন বশির।

সারা কেয়ার ইউএসএ এর ব্রঙ্কস শাখা উদ্বোধন

জলি আহমেদ



১২ নভেম্বর রোববার নিউইয়র্কের সারা হোমকেয়ার এর ব্রঙ্কস শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে । নতুন এই শাখায় রয়েছে সিডি প্যাপ ও হোমকেয়ার সহ আরো নানা সাভিস রয়েছে । অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন ইন্জি: আব্দুল খালে ও এডভোকেট রিদয়ানা সেত। পুরো আয়োজনটি তাদের সাবলিল সঞ্চালনায় ও আন্তরিকতায় প্রানবন্ত হয়ে উঠে । অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলায়াত করেন মিরউল্লাহ। সারা হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ডা. শাহজাদী পারভীন সারা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জি সি পাটেলের সরব উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রানবন্ত করে তোলে । তারা দুজনেই নতুন শাখা খোলায় বেশ আশাবাদী। সহযোগী ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে ওনারা উৎসাহমূলক বক্তব্যও রাখেন। ডা. শাহজাদী পারভীন বলেন ,আমি একজন ফার্মাসিষ্ট , কিন্তু বয়স্ক মানুষ গুলো যেন সঠিক বেনিফিট পায় সে লক্ষ থেকেই হোমকেয়ার করেছি। মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে তিনি 'মা ফাউন্ডেশন' নামে আরোও একটি ননপ্রফিট অরগানাইজেশন করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন আব্দুল লতিফ সম্রাট , সাংবাদিক রিতা রহমান ,আলহাজ্ব সোলায়মান ভুইয়া , বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন , লেখক আবাব চৌধুরী, ফয়েজ চৌধুরী। ইমরান শাহ রন, মো:আনোয়ারুল আলম ভুইয়া প্রমুখ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উত্তরিয় পরিয়ে সম্মানিত করা হয় সারা হোমকেয়ারে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য । সহকর্মীদের হাতে উপহার তুলে দেয়া হয় । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- লিয়াকত আলী, সোলায়মান, আনোয়ার জাহিদ, লিটন, কোহিনুর ও শিউলী।





যে শহরগুলিতে বাড়ির দাম দ্রুত কমতে শুরু করেছে

যুক্তরাষ্ট্র

এইচ বি রিতা

গত বেশ কয়েক বছর ধরে বাড়ির দামের বড় পরিমাণ পরিবর্তনের হয়েছে। যদিও এই পরিবর্তন ক্ষণিকের হতে পারে।

ইউএস হাউজিং মার্কেট- ক্রমবর্ধমান দামের চাপে আছে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিয়েলটরস (NAR) অনুসারে, জাতীয়ভাবে, ৮০ শতাংশেরও বেশি মেট্রো এলাকায় দাম বৃদ্ধির কারণে হাউজিং মার্কেট স্থিতিস্থাপক রয়েছে, যার মেডিয়ান বাড়ির খরচ $৪০৬,৯০০-তে পৌঁছেছে। প্রাক-মহামারীর কারণে বাড়ির মালিকানার সংখ্যা বেড়েছে। এনএআর প্রধান অর্থনীতিবিদ লরেন্স ইউন বলেছেন, সাধারণ বাড়ির মালিকদের নেট সম্পদ এক লাখেরও বেশি বেড়েছে। তবে, বাড়ির মালিকানার স্বপ্নে অনেকের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

দেশজুড়ে ক্রয়ক্ষমতার সংকট বাড়ছে কারণ ক্রেতারা বন্ধকী হারের সাথে লড়াই করছে যা ২০০০ এর দশকের প্রথম দিকে এতোটা দেখা যায়নি, যা বর্তমানে ৬.৮১ শতাংশ থেকে ৭.৩১ শতাংশে বেড়েছে। এর ফলে বাড়ির মালিকদের মর্টগেজ পেমেন্ট বেশি দিতে হয়। সে অনুযায়ী বাড়ির মালিকানার আর্থিক উপার্জন তেমন বাড়েনি। এনএআর জানায়, অর্ধেক হাউজিং মার্কেটের মধ্যে, একটি সাধারণ বাড়ির খরচ বহন করতে ছয়-অঙ্কের আয় ($১০০,০০০ থেকে $৯৯৯,৯৯৯) হল নতুন প্রেশহোল্ড, তবে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মেডিয়ান পারিবারিক আয় $৯৮,২৮৭ এ বেড়েছে।

তবে, দেশব্যাপী বেশিরভাগ এলাকায় বাড়ির মূল্য আরোহণযোগ্য। এনএআর-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকের হাউজিং মার্কেট রিপোর্টে দেখা গেছে যে, অস্টিন, টেক্সাস, হনলুলু, হাওয়াই এবং জ্যাকসন, মিসিসিপি সহ কয়েকটি শহর রয়েছে, যেখানে বাড়িগুলি আরও সাশ্রয়ী হয়ে উঠছে।

ভৌগোলিকভাবে, দক্ষিনে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে বিদ্যমান বাড়ির বিক্রয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। এবং বছরের পর বছর মূল্যও সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, মধ্যপশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বে আরও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, কিছু এলাকায় বিগত বছরগুলির উন্মত্ত মূল্য বৃদ্ধি থেকে একটি টার্নব্যাক প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। অনেক ক্রেতারা বাড়ি কিনতে নিম্নোক্ত শহরগুলি বিবেচনা করতে পারেন কারণ এসব শহরে বাড়ির দাম রেকর্ড উচ্চ থেকে কমতে শুরু করেছে। যদিও তালিকায় থাকা কিছু গড়-মূল্যের বাড়িগুলি জাতীয় গড় থেকে একটু বেশি ব্যয়বহুল।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে বাড়ির দামের বড় পরিমাণ পরিবর্তনের হয়েছে। যদিও এই পরিবর্তন ক্ষণিকের হতে পারে। তবে কিছু মার্কেট যেগুলো ২০২০ সাল থেকে বাড়ির দামে বেশ লাভবান হয়েছিলেন, সেগুলি নিম্নমুখী হয়েছে। যার ফলে সম্ভাব্য বাড়ির ক্রেতাদের জন্য সাময়িক স্বস্তি এসেছে।

সাবেক মার্কিন সিনেটর মার্থা যৌন নিপীড়নের শিকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



মার্থা ম্যাকস্যালি

সাবেক মার্কিন সিনেটর মার্থা ম্যাকস্যালি অভিযোগ তুলেছেন যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার।

তিনি ৮ নভেম্বর বুধবার জগিংয়ে গিয়ে এ ঘটনার মুখোমুখি হন। পরে নিপীড়নকারীকে ধাওয়া দেন, কিন্তু ধরতে পারেননি। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করে । আইওয়া অঙ্গরাজ্যে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মার্থা জানান, বুধবার তিনি মিসৌরি নদীর তীরে জগিং করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে যৌন নিপীড়ন করেন। ওই সময় নিপীড়নকারীর সঙ্গে হাতাহাতি করেন মার্থা। ধাওয়া দেন তাকে, কিন্তু ধরতে পারেননি। পালিয়ে যান নিপীড়নকারী।

মার্থা বলেন, 'ঘটনার সময় আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। লড়াই করা অথবা চুপ করে থাকা। আমি লড়াই করার পথ বেছে নিয়েছিলাম।'

১০ নভেম্বর শুক্রবার সকালে নেব্রাস্কা অঙ্গরাজ্যের ওমাহা থেকে অভিযুক্ত ডমিনিক হেন্টনকে (২৫) গ্রেপ্তার করে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, ডমিনিক গৃহহীন। তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হবে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্য মার্থা। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী যুদ্ধবিমানের চালক ছিলেন। পরে সেই চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

১৯৮৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিমানবাহিনীর পাইলট ছিলেন মার্থা। সর্বশেষ কর্নেল পদে থাকা অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর রাজনীতি শুরু করেন। রিপাবলিকান দল থেকে দুবার সিনেটর নির্বাচিত হন মার্থা।



গাজায় ইসরায়েলি হামলার খবর প্রচারে পক্ষপাতমূলক আচরণ

নিউইয়র্ক টাইমসের কার্যালয়ে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

'রাইটার্স ব্লক' নামের একটি সংগঠন ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের কার্যালয়ে বিক্ষোভ আয়োজন করে গাজার খবরে পক্ষপাতের অভিযোগে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিরা এই সংগঠনের কর্মী। সংগঠনের কয়েক শ কর্মী ম্যানহাটনে নিউইয়র্ক টাইমসের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ করেন। পরে অনেকে প্রতিষ্ঠানটির লবিতে ঢুকেও স্লোগান দেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সংবাদমাধ্যমটি গাজায় ইসরায়েলি হামলার খবর প্রচারে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা নিজেদের বানানো নিউইয়র্ক টাইমসের একটি কপি হাতে বিক্ষোভ করেন। ওই কপিতে শিরোনাম লেখা ছিল 'দ্য নিউইয়র্ক ক্রাইমস'। এতে গাজায় নিহত হাজারো মানুষের নাম লেখা ছিল।

পরে বিক্ষোভকারীরা গাজায় নিহত ব্যক্তিদের নাম পড়ে শোনান। শুরু করেন সবচেয়ে কম বয়সীদের নাম পড়ার মধ্য দিয়ে। তবে এই বিক্ষোভে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু ঘটার খবর পাওয়া যায়নি।



রোমে বিশ্ব সঙ্গীত কেন্দ্রের মত বিনিময় ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

বিশ্ব প্রাণে বাংলা সুর" এই মন্ত্রকে ধারণ করে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বিশ্ব সঙ্গীত কেন্দ্র ১১ বছরে পদার্পণ করেছে। এই ১১ তম সম্মেলন উপলক্ষে রাজধানী রোমে আগামী ২৮ ডিসেম্বর বিশ্ব সঙ্গীত কেন্দ্র রোম একটি বর্ষপূর্তি ও বিশ্ব সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন কে ঘিরে মত বিনিময় ও সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

৭ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মত বিনিময়ের এই সভায় বিশ্ব সঙ্গীত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈশ্বিক সমন্বয়ক কাজী মোঃ জাকারিয়া বলেন" বাংলা সংস্কৃতির বিনি সূতায় বন্ধনে যে শিল্পীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের একটি প্লাটফর্মে আনতেই এই বিশ্ব সঙ্গীত কেন্দ্রে র প্রথম স্বপ্ন আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ তা সুস্থ চর্চার মাধ্যমে আমাদের আগামীর প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়া। যেন তারা এই প্রবাসেও বাংলা সংস্কৃতি লালন করে মানসিক বিকাশ ও সুস্থ জীবন গঠনের উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

আগামী ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিল্পীদের এই মিলন মেলায় তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন রোম শাখার যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক অনুপ ঘোষ ও লন্ডন শাখার যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক সুমনা সুমি।

বিশেষ অতিথি মহিলা সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি লায়লা শাহ, বিশিষ্ট শিল্পী জাহাঙ্গীর আলম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি আলী আজম, বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালির সাধারণ সম্পাদক লাবন্য চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মিনহাজ হোসাইন, সজীব আহমেদ রিয়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক ও শিল্পী বৃন্দ।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংলাপে উদ্বেলিত

ইইউ পার্লামেন্ট সদস্য জেডিহস্কি

ইকবাল মোহাম্মদ জাফর, ব্রাসেলস থেকে

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য থমাস জেডিহস্কি এবং "স্টাডি সার্কেল লন্ডন" এর যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে। ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের একটি কক্ষে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের প্রধান আয়োজক ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য থমাস জেডিহস্কি এবং সহ আয়োজক "স্টাডি সার্কেল লন্ডন" এর যৌথ আয়োজনে এই সেমিনারে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য ও ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কর্মসংস্থান ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত বাজেট নিয়ন্ত্রণ কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান থমাস জেডিহস্কি, "স্টাডি সার্কেল লন্ডন" এর চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ মোজাম্মেল আলী, বাংলাদেশের সাবেক মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এবং মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী ড. রায়হান রশিদ।

সেমিনারে বক্তারা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন।

তারা বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অংশীদার হিসাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা উল্লেখ করেন, ২০২০ সালে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের ১৯.৫% সম্পন্ন হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে ।

বক্তারা বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রগতির চাবিকাঠি হিসেবে পোশাক শিল্পের অবদানের কথা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, বাংলাদেশের জিডিপি ২০০০ সালে ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২১ সালে ৪১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। মাত্র দুই বছরে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় আটগুণ।

থমাস জেডিহস্কি বলেন, বাংলাদেশের একটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে পূর্ণাঙ্গ শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, আজ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীলতা ও দ্রুত উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেছেন 'দক্ষিণ এশীয় বাঘ' হিসেবে এবং উল্লেখ করেছেন, এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার স্তম্ভ হিসেবে। তিনি বলেন, অবশ্যই বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে ধন্যবাদ দিতে হবে।

তিনি গঠনমূলক সংলাপের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রশংসা ও স্বাগত জানাতে হবে বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের সাথে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন নিয়ও কথা বলেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিজয়ী হবে।

বাংলাদেশের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দৃঢ় সম্পর্ক এবং উচ্চ পারস্পরিক বিশ্বাস রয়েছে যা একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্বের ইঙ্গিত দেয়। সেমিনারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইইউর সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক, এবং গঠনমূলক সংলাপের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তুলে ধরা হয়।

সেমিনারে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য মেরগুলহো এস & ডি (S&D) এর উপদেষ্টা সারাহ বুগেজা, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য, সারানজোবা রেনিউ এর উপদেষ্টা ভেরোনিকা হোরুউডোভা,

ই পি (EP) বাহ্যিক বিভাগের কর্মকর্তা লোটে পিটার্স, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য স্টেফেনেক এর সেক্রেটারি ডায়ানা চেজোভা, সাবেক ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য পওলো কাসাকা, ইন্টা(INTA) সচিবালয়ের কর্মকর্তা পালোমা সার্ভিন, ফেলিক্স নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিভাগের উপদেষ্টা সারা মার্কেস, ই পি (EP) অর্থনৈতিক পলিসি বিভাগের কর্মকর্তা জর্ডান ডি বোনো, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য গ্রুপ সচিবালয়ের কর্মকর্তা সাবরিনা নেজেম, ই পি (EP) মানবাধিকার বিভাগের অফিসার সিমোনা বিশকোস্কা, ইউরোপিয়ান রিপোর্টার ফোরামের রাজনৈতিক বিষয় সম্পাদক নিক পাওয়েল, ই পি (EP) আউটরিচ বিভাগের অফিসার আলেক্সিয়া রুস্কা মারকোরিস, ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহাবুব হাসান সালেহ, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এশিয়া , অস্ট্রেলিয়া বিভাগের অফিসার নাদিয়া সাবাত্তিনি, ই সি আর (ECR) পলিসি উপদেষ্টা মিগুয়েল টোডেলানো, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিভাগের কর্মকর্তা ম্যাগি হুইন, ই পি পি সচিবালয়ের কর্মকর্তা মার্ক ভ্যান ক্রানেনবার্গ, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা জুজান্না হেবডজিনস্কা, ই পি পি (EPP) প্রেস বিভাগের কর্মকর্তা জ্যান ওসুচ, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বিভাগের প্রধান নিকোলো রিনালডি, উইলেম ভ্যান ডের গিস্ট, ড. তাজিন মুর্শিদ,বেলজিয়ান রাজনীতিবীদ ম্যাক্সিম ভ্যানডেকারকহোভ প্রমুখ।

অক্টোবর মাসও উষ্ণতম, সর্বোচ্চ উষ্ণ বছর হওয়ার পথে ২০২৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



বিশ্বে চলতি বছর একের পর এক মাস উষ্ণতম হিসেবে রেকর্ড হয়েছে। গত মাসটিও ছিল বিশ্বে এযাবৎকালে রেকর্ড হওয়া সর্বোচ্চ উষ্ণ অক্টোবর মাস। এতে ধারণা করা হচ্ছে, চলতি ২০২৩ সালটি ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হতে যাচ্ছে।

৮ নভেম্বর বুধবার ইউরোপভিত্তিক জলবায়ুবিষয়ক পর্যবেক্ষক সংস্থা কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের (সিওএস) এক প্রতিবেদনে এমন আভাস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, যেভাবে অস্বাভাবিক হারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে, তাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে বিশ্বনেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করাটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগামী মাসে দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু সম্মেলন সামনে রেখে এ চাপ তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন তারা।

কোপারনিকাসের প্রতিবেদনে বলা হয়, অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর কিছু অংশে খরা দেখা দিয়েছিল। আবার ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বিশ্বের অনেক জায়গা স্বাভাবিকের চেয়ে আর্দ্র ছিল। অক্টোবর মাসে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও এযাবৎকালে অক্টোবরে রেকর্ড হওয়া তাপমাত্রার তুলনায় সর্বোচ্চ ছিল।

কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের উপপরিচালক সামান্থা বারগেস বলেন, '২০২৩ সালের অক্টোবর মাসটিতে তাপমাত্রায় অস্বাভাবিক রকমের অসংগতি দেখা গেছে। এখন তাপমাত্রা শিল্প–পূর্ব সময়ের গড় তাপমাত্রার তুলনায় ১ দশমিক ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

কোপারনিকাসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শিল্প–পূর্ব সময়ে অক্টোবর মাসের গড় তাপমাত্রার তুলনায় গত অক্টোবর মাসটি ১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি উষ্ণ ছিল।

১৯৪০ সাল থেকে বিশ্বে যে পরিমাণ গড় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, তার তুলনায় গত জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বে গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ। ১৮৫০-১৯০০ সাল পর্যন্ত যে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, তার তুলনায় এই তাপমাত্রা ১ দশমিক ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বে যত কার্বন নির্গত হয়, তার বেশির ভাগই হয় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। চলতি দশকে কার্বন নিঃসরণের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রয়োজন থাকলেও তা হয়নি। উল্টো কার্বন নিঃসরণ বেড়েই চলেছে। ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কপ–২৮ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনে বিশ্বনেতারা অংশ নেবেন।



প্রশ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ১ আর ৯৯-এ কখনো গৃহযুদ্ধ হয়

ঢাকা অফিস

'দেশে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কাই নেই। সংখ্যায় যদি ১ আর ৯৯ হয়, তাহলে কি গৃহযুদ্ধ লাগে? গৃহযুদ্ধ লাগে ৫০-৫০ হলে। গৃহযুদ্ধ লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাবলিগ জামাতের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এ কথা বলেন।

এই মুহূর্তে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলে দেশে তো গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে—বিএনপির পক্ষ থেকে এমনটা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একজন সাংবাদিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি 'গৃহযুদ্ধ লাগার আশঙ্কা নেই' বলে মন্তব্য করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ দেশের জনগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কাজেই তারা নির্বাচনে ভরাডুবি খাবে। নির্বাচনে এ দেশের জনগণ তাদের ভোট দেবে না। সেটা জেনেই তারা এই ধরনের কাজ করছে। মানে জনগণকে জিম্মি করে কখনো পোড়াচ্ছে, কখনো ভাঙচুর করছে। আবার কখনো পুলিশ হত্যা করছে।

তফসিলকে স্বাগত জানাল তৃণমূল বিএনপি

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তৃণমূল বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন দলটির চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরী।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গতকাল অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার দ্বাদশ নির্বাচনের তফসিল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এই তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তৃণমূল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা এই তফসিলকে স্বাগত জানাই এবং নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাই। একই সঙ্গে আমরা বলতে চাই যে, তৃণমূল বিএনপি একটি নির্বাচনমুখী দল। আমরা দ্বাদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।'

তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন আরও বলেন, 'আমাদের আশা এবং প্রত্যাশা দ্বাদশ সংসদীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

পাতানো নির্বাচনী ফলাফল মানার প্রশ্ন উঠে

শেষ পৃষ্ঠার পর



করার লক্ষ্যে আমরা একটি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করেছিলাম। আমার শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনের স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে অভিযোগ করে আসছিলাম, কিন্তু আমাদের কথা কেউই কর্ণপাত করেননি। তাদের সকল প্রকার একচেটিয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আমরা শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলাম। এসব বিষয় নিয়ে শেষে আদালতে দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আদালত তাদের অনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধের জন্য বিশেষ করে সংবিধান পরিপন্থী ডাক যোগে ভোট গ্রহন ও আগাম ভোট গণনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত নিজের ক্ষমতাবলে একচেটিয়া ভাবে আদালতের নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই আগাম ভোট গণনা করেন। এসময় আমার পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দরা আপত্তি জানালে নির্বাচন কমিশনের প্রধান তাদেরকে হল থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। কিন্তু তারা নির্বাচন কমিশনের শেষ কর্মকান্ড দেখা পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলেন। শেষে আমরা জানতে পারি নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে আমার পরিষদের অনুমতি ছাড়াই সেগুলো গণনা করে এক তরফাভাবে যে ফলাফল ঘোষণা করেছেন। উভয় প্যানেলের প্রার্থীদের উপস্থিতি ছাড়াই ভোটের ফলাফল ঘোষণা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন খোকা। এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বেইনের সাবেক সভাপতি শাহীন খান, শহিদুল ইসলাম প্রিন্স, ওসমান গণি, শেখ বাহাউদ্দিন সুমন ও হুমায়ুন মোর্শেদ।

এদিকে, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর গত দু'দিনের ১০ ও ১১ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার নির্বাচনের ফলাফলে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ের পথে এগিয়ে রয়েছেন। চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আদালতের ঘোষণার।

আদালতের পূর্ব ঘোষিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের পছন্দের প্যানেলকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলে পাতানো ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে একটি প্যানেলের সম্মতি ছাড়াই এক তরফাভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ-এর পূর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবেন। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত। তার পাতানো ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। দু'দিনের প্রাপ্ত ভোটে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ বিপুল ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

১০ ও ১১ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার নির্বাচনের প্রায় ৬ হাজার ভোটারের মধ্যে মোট ভোট প্রদান করেন ১ হাজার ৬ শত ২৯ জন। এর মধ্যে সভাপতি পদে খোকা পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৫৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী তানভির মুরাদ পেয়েছেন ৪৭৫ ভোট। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সহ-সভাপতি পদে সাজ্জাদুর রহমান সাজু পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭৯ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ তাজ উদ্দিন পেয়েছেন ৪ শত ৪১ ভোট। সাধারন সম্পাদক পদে রাজিবুর রহমান রাজিব পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭৮ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শান্তা বাকী পেয়েছেন ৫ শত ৫৯ ভোট। যুগ্ম সাধারন সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৭ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাশিবুল আমিন সৈকত পেয়েছেন ৪ শত ৫৪ ভোট। সাংগঠনিক ও দপ্তর সম্পাদক পদে জহিরুল হুসেইন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ২৬ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী প্রিতম বড়ুয়া পেয়েছেন ৪ শত ৮৭ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে মনিরুজ্জামান খান পেয়েছেন ১ হাজার ১শত ৩৯ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইবনুল হাসান ইপু পেয়েছেন ৪ শত ৬৮ ভোট। যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ পদে এডি শুভ পেয়েছেন ১ হাজার ১শত ৩৬ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী সেলিনা চৌধুরী পেয়েছেন ৪ শত ৭৮ ভোট। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রেহানা পারভীন ইতি পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৩ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাহের নোহা আহমেদ পেয়েছেন ৪ শত ৭৩ ভোট। যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মৌসুমি রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৫১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নাসরিন শাহরিয়ার পেয়েছেন ৪ শত ৫৯ ভোট। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে বিএম রায়হানুজ্জামান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ২৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইসতিয়াক আহমেদ পেয়েছেন ৪ শত ৭৭ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে একরামুল পিজন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নুর মোহাম্মদ পেয়েছেন ৫ শত ১৯ ভোট। শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদে আমিন হোসেন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৩১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ মেরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৪ শত ৭৪ ভোট। গণসংযোগ সম্পাদক পদে পঙ্কজ চন্দ্র দাস পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাসুদ আকবর পেয়েছেন ৪ শত ৯৮ ভোট। নির্বাহী সদস্য পদে (এক) এসএম সাইফুর ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ১২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আমতিয়াজ উদ্দিন পেয়েছেন ৪ শত ৯৮ ভোট এবং নির্বাহী সদস্য পদে (দুই) পদে মোঃ মাসুদ রানা পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৪ শত ৫৮ ভোট।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট বিয়োগ করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ভোট গ্রহণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় দুর্নীতির অভিযোগ ছিল গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। নির্বাচন কমিশন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। ফলে নিরুপায় হয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ আদালতের শরণাপন্ন হন। আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মঙ্গবার (৭ নভেম্বর) ম্যাসাচুসেটসের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন বিজ্ঞ বিচারক।

আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মঙ্গবার (৭ নভেম্বর) ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন।

নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা মাথায় রেখে আমরা সংবিধান মোতাবেক শুক্রবার (১০ নভেম্বর) সান্ধ্য ভোট ও শনিবার (১১ নভেম্বর) দিনব্যাপী ভোট গ্রহন করার কথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেসকে জানালেও সেটি তিনি পালন করেননি।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ-এর পূর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবেন। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করে এক তরফাভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, বেইনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি পদের জন্য এবারে দু'টি প্যানেলে ৩০ প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হয়। এবারের নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি ও ভোট কারচুপির লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট গ্রহণের' ঘোষনা দিলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন একটি প্যানেলের প্রার্থীরা। নির্বাচন কমিশনের কাছে জোর আপত্তি জানায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাদের অভিযোগ আমলে না নিয়ে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ভোট গ্রহণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় দুর্নীতির অভিযোগ ছিল গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। নির্বাচন কমিশন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। ফলে নিরুপায় হয়ে তাদের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতের শরণাপন্ন হন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস

শেষ পৃষ্ঠার পর

করতাম। কীভাবে উনারা গাইছেন রপ্ত করতাম। আমার হাতে খড়ি ছিল শিশু একাডেমিতে লিয়াকত আলী খান স্যারের কাছে। শিল্পকলায় শিখেছি। সুর বিতান সংগীত একাডেমি থেকে তালিম নিয়েছি। ওস্তাদ সঞ্জীবদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেই। দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হবার গল্প বলতে গিয়ে তিনি বলেন, একুশে টেলিভিশনে প্রায় ৭ বছর কাজ করেছি। সে সময় ইউএসএতে আসা-যাওয়া গানের জন্যই। একটা সময় এখানে স্থায়ী হয়ে যাই। এখানে এখন একটা রিয়েল এস্টেটে চাকরি করছি। আর সংগীত সাধনাতো চলছেই। নতুন গান প্রসঙ্গে মারিয়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে কিছু গান কমপ্লিট করে এসেছিলাম। আশা করছি নতুন বছরে ভিডিও করে গানগুলো প্রকাশ করতে পারবো।

বাসাভাড়া পাইয়ে দেয়ার নামে সক্রিয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাড়া দেওয়ার সময় বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া দুজনের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করেন। একইসাথে একমাসের বেশী অ্যাডভান্স নিয়ে সেটাও ব্রোকার চক্র তার পকেটে ঢোকান। ভাড়াটিয়া পেলে মালিকের সাথে চুক্তি করা কাগজ রেখে নিজেদের মনগড়া চুক্তিনামা তৈরি করে ভাড়াটিয়ার সাথে চুক্তি করে ফেলা হয়। চক্রটি সব সময় সহজ সরল ও নতুন বাড়ির মালিককে টার্গেট করে থাকে। যাতে করে তারা বাড়ির মালিকের সাথে প্রতারণা করতে সুবিধা হয়।

যখনই বাসা ভাড়া নিয়ে কোন প্রকার জটিলতা তৈরি হয় তখন বাড়ির মালিক ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারেন না। কারণ মালিকের সাথে ব্রোকার কোম্পানির চুক্তি। আর ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে ব্রোকারেজ কোম্পানিই অভিযোগ দায়ের করতে পারে। কারণ ব্রোকারের সাথে ভাড়াটিয়ার চুক্তি রয়েছে।

এমনি ঘটনা ঘটেছে ব্রঙ্কসের বাড়ির মালিক শাকিলা হুসেনের সাথে। আদিলুর রহমান নামে এক রিয়েল স্টেট ব্রোকার স্থানীয় একটি পত্রিকায় বাসা ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে শাকিলাকে কল দেন। তাকে বাসা ভাড়া পাইয়ে দিবেন এবং কোন বিড়ম্বনার শিকার হলে তারাই আইনি সহায়তা দিবেন বলে জানান। এতে না বুঝে সদ্য বাড়ির মালিক শাকিলা রাজি হয়ে যান। এরপর শাকিলার সাথে আদিলের যোগসূত্র থাকা একটি রিয়েল স্টেট কোম্পানির সাথে কয়েক পৃষ্ঠার একটি চুক্তি পত্র সই করেন। চুক্তিপত্র ইংরেজিতে হওয়ায় সেটা আর পড়েও দেখেননি।

চুক্তিপত্র শেষ হওয়ার পর থেকে মোড়ল হয়ে যান আদিল। ভাবখানা এমন যে সে বাড়ির মালিক। ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ৯ হাজার ডলারের অ্যাডভান্স নিয়ে নেন। আর বাড়ির মালিককে দেন ৬ হাজার ডলার। বাকি ৩ হাজার ডলার আদিল নিয়া নেন। ভাড়াটিয়ার সাথে খলিলের সাজেস্ট করা কোম্পানির সাথে চুক্তি করেন। কোন প্রকার যোগাযোগ করতে নিষেধ করেন বাড়ির মালিকের সাথে।

শাকিলা ব্রোকার আদিলকে ভাড়াটিয়াকে দেয়া বাড়ির লিজের কপি চাইলে বিপত্তি শুরু হয়। কোন অবস্থাতে আদিল লিজ দিতে রাজি নয়। এরপর উল্টো ভাড়াটিয়াকে দিয়ে বাড়ির মালিক শাকিলা ও তার স্বামীকে হেনস্তা করেন। শাকিলার বিরুদ্ধে পুলিশও কল করা হয়। পরিস্থিতি বেশ কয়েকদিন গড়ালে পরে পুলিশের সহায়তায় শাকিলা ভাড়াটিয়ার ৬ হাজার ডলার পরিশোধ করে বিষয়টি মীমাংসা করেন।

বিষয়টি সম্পর্কে আদিলুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমার সাথে বাড়ির মালিকের সাথে বাসা ভাড়া নিয়ে কোন প্রকার চুক্তি হয়নি। চুক্তি হয়েছে আমার সাথে বাড়ি বিক্রি নিয়ে। সিসি ক্যামেরা লাগানোকে কেন্দ্র করে পুলিশ কল করা হয়েছিল। কারণ শাকিলার লাগানো সিসি ক্যামেরা ভাড়াটিয়া ব্যবহার করতে চাননি। তার কারণে ভাড়াটিয়া তার বাড়িতে থাকতে চাননি এবং তার ডলার উদ্ধারে পুলিশ কল করেন। পরে শাকিলা ৬ হাজার ডলার ভাড়াটিয়াকে বুঝিয়ে দিলে ভাড়াটিয়া চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বাসা ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

ভুক্তভোগী শাকিলা বলেন, "যারা বাড়ির মালিক তারা কোন অবস্থায় যেন অসৎ ব্রোকার বা দালালের শরণাপন্ন না হন। নিজেই নিজের ভাড়াটিয়ার সাথে কথা বলে বাসা ভাড়া দেওয়া ভাল বলে উল্লেখ করেন। অন্যথায় আমার মত ভুগতে হবে।" তিনি আরো বলেন, এ সব দালাল চক্র নিউইয়র্কের কুইন্স, ব্রুকলিন এবং ব্রঙ্কসে অবস্থান করছে। এদের থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান রাহেনা ও তার স্বামী।

সন্তানদের নিয়ে বাংলাদেশ সফর

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিমান এখন নিউইয়র্কে ফ্লাইট চালু করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জেএফকে বিমানবন্দরে স্লট পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জেনেছেন বলে জানালেন ভ্রমণ খাতের প্রতিষ্ঠিত এ ব্যবসায়ী।

নিউইয়র্ক সফররত খন্দকার সিপার আহমেদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে দেয়া সাক্ষাতকারে জানালেন প্রবাসীবহুল সিলেট অঞ্চলে ট্রাভেল ব্যবসার সাথে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন যৌবনের শুরু থেকে। বিষয়টিকে কখনো ব্যবসা হিসেবে দেখেননি। প্রবাসীদের সেবা দেয়াকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর উদ্যোগেই প্রবাসীদের দেশে যাওয়া আসার পথে সেবামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৮৯ সালে ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসার মাধ্যমে তিনি ব্যাবসায়িক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেন। ট্রাভেলস ব্যবসায় বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর সাথে যোগাযোগ থাকে এবং বিভিন্ন দেশে যাওয়া আসার সুযোগ থাকে। এজন্যই এই ব্যবসার প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল বলে তিনি জানান। সিপার আহমেদ দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক। ছেলেরা ব্যবসার সাথে জড়িত। মেয়ে বসবাস করেন নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকায়। শীতের শুরুতেই স্ত্রীকে নিয়ে নিউইয়র্কে মেয়ের কাছে এসেছেন বলে জানালেন।

প্রবাসীদের কথা চিন্তা করে বিমানবন্দরে শিপার্স মিট গ্রিট এন্ড অ্যাসিস্ট চালু করার কথা জানালেন। এয়ারপোর্টের মধ্যে কাস্টমস বেল্টে যে লাগেজ থাকে, এগুলো নামানো বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরকরণে অনেকের ঝামেলায় পড়তে দেখা যায়। সেজন্য এয়ারপোর্টে রিসিভ করা থেকে শুরু করে বোর্ডিং পাস পর্যন্ত সার্ভিস দেয়া হয়ে থাকে।

ট্রাভেল ব্যবসায় বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই প্রশ্নে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের ক্ষেত্র অনেক বড়। সিলেটে এখন বিমান যোগাযোগ আগের তুলনায় অনেক ভালো। কয়েক বছর আগেও এমন ছিল না। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার এমন হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। খন্দকার সিপার আহমেদ বলেন, প্রতিটা সেক্টর থেকে সবাই যদি দেশের কাজ করি, নিজের ফেলে আসা দেশে বিনিয়োগ করি, তাহলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। প্রথম প্রজন্মের প্রবাসী যারা, তারা যেন পরিবার নিয়ে বছরে একবার স্বদেশ ভ্রমণ করেন এই আহ্বান জানান তিনি। দূর থেকে ফেলে আসা দেশের গল্প করেই নয়, নতুন প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে দেশ ঘুরে আসলে বাংলাদেশের প্রতি বিদেশে জন্ম নেয়া প্রজন্মের যোগসূত্র দৃঢ় হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। খন্দকার সিপার বলেন, বাংলাদেশ থেকে যে হারে মানুষ প্রবাসের পথে পা বাড়িয়েছেন, তাদের পরিবর্তী প্রজন্মকে যদি কিছুটা হলেও বাংলাদেশমুখী করা যায় তবে দেশের মঙ্গল হবে বলে তিনি মনে করেন।

RoomForRent

আগামি ডিসেম্বর ১তারিখ থেকে Jackson heights-এ 37ave-তে দুই বেডরুম এপার্টমেন্টের ফেমিলি বাসায় একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেওয়া হবে। কিচেন & ওয়াশরুম ব্যবহার শেয়ার। রুমটি দুইজনের জন্য যথেষ্ঠ যায়গা। কর্মজিবী/ছাত্রছাত্রী, স্বামী-স্ত্রী,দুজন ব্যাচেলর(দু-ইজনই পুরুষ অথবা দুইজনই নারী), মা-ছেলে/মেয়ে ইত্যাদি সবাই ওয়েলকাম। ভাড়া ১২০০$+ইউটিলিটি। যোগাযোগ * +1 (929) 671-7168 /9294048146(সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা)

Office Space for Rent

$2500/Month. Great location. Utility is not included. Address: 198 street and Hillside ave hollis NY. Office building is in 1st Floor on Hillside Ave. Available From December 2023. Only Serious Inquiries. Cell: 9176674610.

বাসা ভাড়া

বাসা হবে। জ্যামাইকায় হলিস এভিনিউতে ৩ বেড, ২ বাথরুম বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917- 724-3329.

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

রুম ভাড়া

জ্যামাইকাতে (সুটফিন বুলেভার্ড, হিলসাইডের সাথে, ১৪৬ স্ট্রিট), একটা রুম, বাথরুম, কিচেন ভাড়া হবে। কিচেন শেয়ার করে নিতে হবে। রুমে নূন্যতম ফার্নিচার দিয়ে ঘোচানো আছে। একজন চাকুরীজীবি মেয়েকে বা ছেলেকে ভাড়া দেয়া হবে; ভাড়া $৯০০। ট্রেন একদম কাছাকাছি। যোগাযোগ: 470939-5383

বাসা ভাড়া

Two bedroom and a bathroom available for rent on upper Marlboro , Maryland.. $1800 all included, utilities, gas and internet. Please call 3526787526. thanks everyone for your support.

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

বাসা ভাড়া

সম্পুর্ণ রেনোভেটেড একটি এক বেডরুমের বেইসমেন্ট এপার্টমেন্ট (১ টা বেডরুম, ১ টা লিভিং রুম, ১টা কিচেন, ১ টা ফুল বাথরুম) জ্যামাইকার ৯১ এভিনিউ আর ১৮৭ স্ট্রিটের কোনায় প্রাইভেট বাসার বেইসমেন্টে এখন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া মাসিক ১,২০০ ডলারস গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, হিট, ওয়াইফাই সহ। দয়া করে কল করুন সাঈদ: ৩৪৭-২৬১-৪০৬৭। ব্রোকার ফি নাই। মসজিদ, বাস, ট্রেন, সুপারমার্কেট, পাবলিক এবং ইসলামিক স্কুল বাসার নিকটে।

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

২১-২৩-৪৭ স্ট্রিট, ডিটমার্স এভিনিউ, এ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক এ দুইজন বাচেলারের জন্য ১ fi নভেম্বর থেকে ওয়াকিং লেভেল সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। N যোগাযোগ: 347-671-3578

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড 184 এস্টেট, স্টুডিও এটাচ বাথরুম সহ একটি রুম ভাড়া হবে, একজন অথবা ২ জনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে যোগাযোগ: 718-880-1468

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটের 37 Ave আপনা বাজারের কাছাকাছি একজন ছাত্রী/কর্মজীবি মহিলার কাছে রুম ভাড়া দেওয়া হবে।রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 ষ্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ:929-321-3450

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিষ্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিষ্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধূমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রীট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইল ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট । শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই । +8801644971287 (WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd. Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com
ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

‘চুপিসারে’ ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলে অনেকটা চুপিসারে সামরিক সহায়তা বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি তালিকার উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যম ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে এ দাবি করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের অনুরোধের ভিত্তিতে অস্ত্র বহনকারী অ্যাপাচি বিমানে আরও বেশি পরিমাণে লেজারযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র, ১৫৫ মিলিমিটার শেল, নাইট ভিশন ডিভাইস, বাংকার ধ্বংসকারী যুদ্ধাস্ত্র, নতুন ক্ষেপণাস্ত্র এবং সাঁজোয়া যান অন্তর্ভুক্ত করেছে পেন্টাগন।

ব্লুমবার্গের তথ্যমতে, ইসরায়েলে সামরিক সহায়তা পাঠানোর এই তালিকা অক্টোবরের শেষদিকে তৈরি করা হয়েছিল। আর সেই তালিকায় অনেকটাই চুপিসারে যোগ করা হয়েছে এসব অস্ত্র। অস্ত্রগুলো পাঠানোর কাজ ইতিমধ্যেই চলছে অথবা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অস্ত্র ভান্ডার থেকে সেগুলো ইসরায়েলে সরবরাহের কাজ করছে প্রতিরক্ষা বিভাগ।

কারণ পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে, অক্টোবরের শেষের দিকেই ৩৬ হাজার রাউন্ড ৩০ মি. মি কামানের গোলাবারুদ, অনুরোধকৃত ১ হাজার ৮০০টি এম ১৪১ বাংকার বিধ্বংসী গোলাবারুদ এবং কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার নাইট ভিশন ডিভাইস (অন্ধকারে দেখা যায় এমন যন্ত্র) সরবরাহ করা হয়েছিল।

পেন্টাগনের একজন মুখপাত্র সুনির্দিষ্ট এ বিষয়টি ব্লুমবার্গকে কোনো মন্তব্য দিতে রাজি হয়নি। তবে অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েল যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে তা নিশ্চিতে বেশ কয়েকটি উপায় ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র। তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ মজুত এবং বাণিজ্য খাতও রয়েছে।

গাজা উপত্যকায় বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। এ পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের প্রতি ইসরায়েলি সরকারকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন প্রদান এবং অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন মানবাধিকার আইনজীবীরা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর ইসরায়েলকে ৩৮০ কোটি ডলার সামরিক সহায়তা দেয়।

গত রাতেও ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফায় ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। আল-শিফাসহ গাজার হাসপাতালগুলোকে হামাস ব্যবহার করছে- এমন তথ্য আছে বলে কেবল ইসরায়েলই নয়, দাবি করেছিল হোয়াইট হাউসও।

কানাডার হ্যালিফ্যাক্সে বর্ণাঢ্য দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত

ফারজানা নাজ শম্পা, কানাডা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রতি দুর্গাপূজা জাতিসংঘের ইউনেস্কো 'ইনটেনজিবল হেরিটেজ' এর স্বীকৃতি দান করে বাঙালির এক শ্রেষ্ঠ উৎসব রূপে অভিষিক্ত হয়েছে। কানাডার বিভিন্ন শহরেও এবছর বর্ণাঢ্য দুর্গাপুজা উদযাপিত হয়েছে। প্রবাসী হিন্দু ধর্মালম্বী বাঙালিরা কানাডার পশ্চিমে আটলান্টিক তীরবর্তী শহর নোভা স্কোশিয়ার প্রভিন্সের রাজধানী হ্যালিফ্যাক্সে ঐতিহ্যবাহী শারদীয় সোসাইটির বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে অংশ নেন। ২০, ২১ এবং ২২ অক্টোবর ধর্মীয় রীতি ও ভাবগাম্ভীর্যের আবহে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপুজার সামগ্রিক আয়োজন সম্পন্ন হয়।

শারদীয় সোসাইটির সদস্যরা ১৯৭৬ সাল থেকে দুর্গাপুজার উৎসব পালন করছেন। এ বছর কানাডায় ছিল এর ৪৭তম উদযাপন। হ্যালিফ্যাক্সের ৩৬ হল্যান্ড এভিনিউতে লাবার্নাম রিক্রিয়েশন সেন্টারে তিনদিন ব্যাপী চলে এই বর্ণাঢ্য আয়োজন। ইষ্ট এন্ড্রুজ কমিউনিটি হলের কিচেনে শারদীয় সোসাইটির সব সদস্যরা ১৯ অক্টোবর হতে তিনদিনের খাবার প্রস্তুতির পর্ব শুরু করেন এবং প্রায় সাতশোর অধিক নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বাঙালি ও ধর্মীয় ঘরানায় খাবারের আয়োজন করা হয়।

নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরামের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস আয়োজিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র'র উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সরকারের নিপীড়ণ-নির্যাতনের শিকার অসহায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের সাহায্যার্থে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে ফ্রি কনসার্ট করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

ব্রুকলীনের কোম্পানীগঞ্জ সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন।

যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি নাঈম টুটুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ সালেহ রুমেল ও মোজাম্মেল হোসেন সোহাগের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সদস্য সচিব জাহাঙ্গির শহীদ সোহরাওয়ার্দি, নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ আল হারুন সিআইপি, বিএনপি নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের উপদেষ্টা আহসান উল্লাহ বাচ্চু।

বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী যুব ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক সহযোগিতায় এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাগপা যুক্তরাষ্ট্র'র সভাপতি রহমত উল্লাহ, বিএনপি নেতা শামীম আহম্মেদ, সালাউদ্দিন রুবেল, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, বাদল মির্জা, কবির হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সরকার যতই চেষ্টা করুক না কেন দেশের মাটি থেকে কখনো জিয়াউর রহমানের নাম মুছে ফেলতে পারবে না। তারা বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র ঘোষিত সব কর্মসূচি এ যুক্তরাষ্ট্রেও অব্যাহত থাকবে। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা করা হবে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া বাংলাদেশের কোন জাতীয় নির্বাচন হতে দেয়া হবে না।

ডেলিভারিম্যান ড্রাইভার আবশ্যক

নিউইয়র্কের স্বনামধন্য একটি পত্রিকা কুইন্স, ব্রুকলিন ম্যানহাটন, ওজনপার্ক এলাকায় শুক্রবারে জুমার আগে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য গাড়িসহ ডেলিভারিম্যান আবশ্যক । যোগাযোগ : 646-645-9830

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার। যোগাযোগ: 646-302-2153 646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

718-475-5686

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিউইয়র্ক স্টেটের কোন ডিপার্টমেন্টের লিসিন্সপ্রাপ্ত/হোম কেয়ার সোসাইটের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা নিয়ে প্রতি শপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE

NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE NYC REGISTERED MAULANA NAZRUL ISLAM Khatib Masjid AR-Raiyyan

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra SIMPLE h2o T-Mobile univision mobile Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নাকচ করেছেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা অফিস



জো বাইডেন

গাজায় ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকরা তার কাছে জানতে চান যে, চলমান যুদ্ধ বন্ধের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা। এর জবাবে বাইডেন সরাসরি বলে দেন, 'না, কোনো সম্ভাবনা নেই'।

এদিকে এদিন আরও একবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। এসময় বাইডেন বলেন, তিনি গত তিন দিন ধরে যুদ্ধ থামানোর জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তবে ইসরাইল গাজায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্তে অটুট রয়েছে। দেশটি বলছে, গাজা থেকে হামাসকে পুরোপুরি উৎখাত না করার আগে তারা থামছে না।

আরটি জানিয়েছে, ইসরাইল যুদ্ধ বন্ধের পরিবর্তে প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে হামলা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য দেন। এটিকে তিনি 'বড় অর্জন' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, উত্তর গাজায় প্রতিদিন চার ঘণ্টা হামলা বন্ধ রাখবে ইসরাইল। তবে কখন থেকে হামলা বন্ধ থাকবে তা প্রতিদিন জানিয়ে দেয়া হবে। ইসরাইলিরা জানিয়েছে যে, ওই সময় উত্তর গাজায় কোনো ধরনের অভিযান চালানো হবে না। এর আগে বারবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে ইসরাইল। গত ৭ অক্টোবর হামাস যত ইসরাইলিকে বন্দি করেছিল তারা এখনও তাদের হাতে বন্দি রয়েছে।



শীর্ষ দুই মন্ত্রীসহ প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা

গাজায় গণহত্যা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শীর্ষ দুই মন্ত্রীসহ প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়া এবং এতে সহযোগিতার অভিযোগে একটি মামলা হয়েছে

১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার ফেডারেল আদালতে দায়ের করা ওই মামলায় বাইডেন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। নিউইয়র্কভিত্তিক সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটস (সিসিআর) গাজার বাসিন্দাদের পক্ষে এবং সেখানে বসবাস করা মার্কিন নাগরিকদের স্বজনদের পক্ষে মামলাটি করেছে।

মামলায় অভিযোগের শুরুতে সিসিআর লিখেছে, 'ইসরায়েল সরকারের অনেক নেতা গাজায় গণহত্যা চালানোর স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের জন্তু-জানোয়ারের মতো অমানবিক বৈশিষ্ট্যে আখ্যায়িত করেছেন।' সিসিআর দাবি করেছে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের এমন মনোভাব এবং হত্যাযজ্ঞ গণহত্যার একটি প্রকাশ্য অপরাধের প্রমাণ বহন করছে। সিসিআর বলছে, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী নজিরবিহীন বোমা হামলা শুরু করার পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন দেশটির প্রতি অটল সমর্থন ব্যক্ত করেন। চলমান সংঘাতের মধ্যে এই সমর্থনের বিষয়টি প্রায় সময়ই উচ্চারণ করেছেন বাইডেনসহ তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

আটলান্টিক সিটি

বিএএসজে ও রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগ ও আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের কার্যক্রম চলে। কোনো ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই বিভিন্ন কমিউনিটির সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পায়।

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবিত্তের ন্যূনতম আয় কি প্রভাব ফেলে

এইচ বি রিতা



মধ্যবিত্তরা আমেরিকান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির চালিকা শক্তি- বলেছেন, ইনফ্লেশন ডেটা অ্যাগ্রিগেটর ট্রুফ্লেশনের পণ্যের প্রধান, অলিভার রাষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবিত্তের সর্বনিম্ন বার্ষিক আয় কত, তা নিয়ে সম্প্রীতি কনজ্যুমার এ্যাফেয়ার, পিউ রিসার্চ সেন্টার ক্যালকুলেটর এবং ইউএস ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস থেকে একটি মুদ্রাস্ফীতি ক্যালকুলেটরের সাহায্যে কিছু তালিকা তৈরি করেছে। তাতে দেখা যায়, নিউইয়র্কে বসবাসকারী চারজনের একটি পরিবারের জন্য ন্যূনতম আয় $৮১,৩৯৬। হাওয়াইতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় প্রায় $৮২,৬৩০। এক্ষেত্রে হাওয়াই শীর্ষ তালিকায় রয়েছে যেখানে নিউইয়র্ক - ওয়াশিংটন ডিসি দ্বিতীয় তালিকায়। নিউজার্সি এবং কানেকটিকা তৃতীয় স্থানে রয়েছে- $৮০,১৬৩ বার্ষিক আয়ে। পেনসিলভানিয়া $৬৭,৮৩০ এবং ভার্মন্ট $৭১,৫৩০। অন্যদিকে আলাবামা এবং আরকানসাসে সর্বনিম্নে রয়েছে যেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের বার্ষিক আয় $৫১,৭৯৮।

রাষ্ট বলেন, "মধ্যবিত্তরা এখন ৬০, ৭০, ৮০-এর দশকের তুলনায় আয়ের অংশে কম দখল রাখছে। এটি ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণে অর্থনৈতিক স্পেকট্রামের উত্থান-পতনে জনসংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যস্ফীতি আরেকটি কারণ। জুন ২০২২-এ মুদ্রাস্ফীতির সর্বোচ্চ ছিল ৯ শতাংশ।"

নিউজার্সির মনমাউথ ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক রবার্ট স্কট বলেছেন, "কোভিড-পরবর্তী যুগ আরেকটি কারণ যা এটিকে অনুপ্রাণিত করছে। এখন যেহেতু আমরা এই উচ্চ থেকে নীচে নামতে শুরু করেছি, আমি বিশ্বাস করি যে লোকেরা অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী হবে।"

হেনরিয়েটার রচেস্টার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অর্থনীতির অধ্যাপক অমিত্রজিৎ বাতাবিয়াল উল্লেখ করেছেন যে ভৌগলিক অবস্থানও একটি মূল কারণ, আংশিকভাবে গড় আয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এবং জীবনযাত্রার খরচ একটি ব্যাপার। তিনি আরো বলেন, "লোকেদের আয় -শিক্ষার প্রিমিয়ামও প্রতিফলিত করে। উচ্চ আয়ের স্টেটগুলিতে আরও শিক্ষিত কর্মশক্তি থাকতে পারে।" আরও শিক্ষা মানে উচ্চ বেতন এবং এটি গড় আয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

জীবনযাত্রার ব্যয়, আবাসন ব্যয়, স্থানীয় কর এবং নির্দিষ্ট এলাকায় চাকরির বাজারের ধরন সহ বেশ কয়েকটি কারণ নিউইয়র্কে আয়ের ন্যূনতমকে প্রভাবিত করতে পারে। উপরন্তু, স্টেট এবং ফেডারেল নীতি, যেমন ন্যূনতম মজুরি আইন, আয় শ্রেশহোল্ড প্রভাবিত করতে পারে। এই উপাদানগুলির গতিশীল প্রকৃতি নিউ ইয়র্কে আয়ের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করার সময় বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা অপরিহার্য করে তোলে।

ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ২০ ডিসেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ATAAB) এর কার্যনির্বাহী সভা ৭ নভেম্বর বুধবার অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের কর্ণফুলী ট্রাভেলস এর অফিসে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ কে রহমান (মাহমুদ)।

উক্ত সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে ২০২৪ - ২০২৫ সালের জন্য নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

সভায় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সংগঠনের কার্য পরিধি আগামী দিনের পরিকল্পনা, সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য গ্রহণ, সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হয়। যথাক্রমে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রহমানিয়া ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কে রহমান (মাহমুদ), কর্ণফুলী ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মোহাং সেলিম (হারুন), ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ শামসউদ্দিন বশির। স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মাসুদ মোরশেদ। ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়ার স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম। সানফ্লাওয়ার ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, বাংলাদেশ ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী জাফর ফেরদৌস, নাবিলা ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, এক্সপ্রেস এয়ার ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী একে জামান রঞ্জু, ফ্লাই এইচ টি টি ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী তাহমিনা বেগম, রশিদ ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, জাম্ব ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী আলী আহমেদ চৌধুরী, ইউনিভার্সাল ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী কে এম রেজায়ান প্রমুখ।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি। ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন। মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই। এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

বাসা ভাড়া

ফ্ল্যাশিং কলেজ পয়েন্ট বুলেভার্ড সেমিবেসমেন্টে ২ বেড রুমের একটি বাসা ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ 646-318-3298, 646-318- 3299

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীন এ ট্রেন টু Utica Ave. / Fulton St. সাবওয়ে এবং জে ট্রেন টু Gates Ave. সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার গ্যাসসহ । যোগাযোগ: ফোন: 718-574- 5679.

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

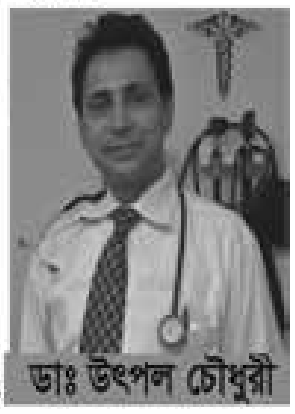
EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper, Companion aide construction, Factory, warehouse, driver, Customer service, clerical day Work easher sales, general help Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37- 22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাঙলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টিকা
- ডিএমভি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকা
- চর্মরোগ
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরোড
- এলার্জা
- বাতের ব্যাথা
- পেটের রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002



Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm
Sunday: Lab, Work only. 9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের ফ্রসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurance including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক এর সকল বিজ্ঞ সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক এর ২০২৪-২০২৫ বর্ষের নির্বাচন আগামী ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৩ শনিবার, স্থান: মামাস পার্টি সেন্টার (বাংলাদেশ প্লাজা) ৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২-এ অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সময়সূচী নিম্নরূপ:

১) **নমিনেশন ফরম বিতরণ:** ২৮শে নভেম্বর ২০২৩, মঙ্গলবার সময় সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। (নমিনেশন ফরম/ফিস ২০.০০ ডলার)

২) **নমিনেশন ফরম গ্রহণ:** ৩০শে নভেম্বর ২০২৩, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। (প্রতিটি পদের জন্য নির্ধারীত প্রার্থীতা ফিস জমা দিতে হবে)।

৩) **নমিনেশন ফরম যাচাই:** ১লা ডিসেম্বর ২০২৩, শুক্রবার।

৪) **নমিনেশন ফরম প্রত্যাহার:** ৩রা ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

৫) **চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ:** ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩, মঙ্গলবার বিকাল ৫টা।

৬) **ভোট গ্রহন:** ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভোট গ্রহণ ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ৩৭-১২ ৭৫ স্ট্রিট, রুম নম্বর ২০৩, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ অফিসে পরিচালনা করা হবে।

ধন্যবাদান্তে

অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ুম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৩৪৭-৭৪৪-৪৪৯৫

অ্যাডভোকেট মো: ইমাম উদ্দিন সেলিম
নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৩৪৭-৯৮৫-৫৩৩৬

অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবুল বাসার
নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৩৪৭-৪২৫-৩০৮৪

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির টার্কি বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৩ নভেম্বর থেংকস গিভিং ডে উপলক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলিম্যান জহরান মামদানির উদ্যোগে ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে হালাল টার্কি বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ এর ৩০ স্ট্রিটে এ কর্মসূচি পালিত হয়। জহরান মামদানী তার বক্তৃতায় গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবীতে বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহবাণ জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্ঠা এমাদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান, দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, সৈয়দ মামুন কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, মইনুল হক চৌধুরী, মো. সোলেমান ,মো: মির্জা, মো হোসেন, শাহনুর কুরাইশি , মনসুর আহমদ চৌধরী, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন স্টেট সেনেটার ক্রিস্টিন গাঞ্জালাজ অফিসের কমিউনিটি ডিরেক্টর অ্যাফেয়ার সোওনা মার্লোক।

পিটার হাসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হাস কোথায় গেছেন, সরকার তা জানে। কিন্তু এ তথ্য প্রকাশ করা হবে না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র এসব কথা বলেন।

সেহেলী সাবরীন বলেন, বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা ঢাকা ত্যাগ করলে কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে যান, কোথায় যাচ্ছেন। একইভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতেরাও কর্মস্থল ত্যাগ করার আগে স্বাগতিক দেশের সরকারকে গন্তব্যের কথা জানান।

ইসরায়েলের ব্যাপারে মার্কিন সুর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে বাড়তে থাকা অসন্তোষ মার্কিন প্রশাসনের ইসরায়েলপন্থী অবস্থানের ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করেছে।

সফরকালীন সময়ে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, 'অনেক বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। বিগত কয়েক সপ্তাহে অনেক বেশি ফিলিস্তিনি ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি রুখতে যা যা সম্ভব তার সবকিছুই করতে চাই। একই সঙ্গে তাঁদের কাছে পৌঁছানো সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে চাই। এই লক্ষ্যগুলো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাব।'

মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, গাজায় মানবিক সংকট কাটাতে কাজ করছেন তাঁরা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতাও পেয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়েছিল, উত্তর গাজায় প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে সামরিক অভিযান বন্ধ রাখতে রাজি হয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তবে ইসরায়েলের যুদ্ধ পরিকল্পনায় সংশোধন আনতে ওয়াশিংটন যে পরিমাণ চাপ দেবে বলে অনেক মার্কিন কর্মকর্তা প্রত্যাশা করছেন, তা এখনো অর্জিত হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এক বিক্ষোভে 'বাইডেন আপনি পালাতে পারবেন না, আমরা আপনার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলছি' এবং 'যুদ্ধবিরতি হবে না তো ভোটও দেব না' স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ১১ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এরপরও উপত্যকাটিতে হামলার তীব্রতা কমাচ্ছে না ইসরায়েলি বাহিনী। গত কয়েক দিনে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালেও নিশানা করছে তারা। বাদ পড়ছে না শিশু হাসপাতালও। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, হামাস জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত গাজায় কোনো যুদ্ধবিরতি দেওয়া হবে না। ৭ অক্টোবর হামাস দুই শতাধিক মানুষকে ধরে নিয়ে জিম্মি করেছে বলে দাবি ইসরায়েলের।

জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য বৃহৎ পরিসরে কোনো চুক্তিরও দেখা মিলছে না। জিম্মি মার্কিন নাগরিকদের মুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তবে চুক্তি নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে। এ নিয়ে জানাশোনা আছে এমন একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, পক্ষগুলো আলাপ–আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি চুক্তির দিকে এগোচ্ছে। ওই চুক্তিতে জিম্মিদের বড় অংশের মুক্তির বিনিময়ে দিনব্যাপী ও টেকসই যুদ্ধবিরতির শর্ত থাকতে পারে।

এমন কোনো চুক্তি হলে কয়েক দফায় গাজা থেকে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হতে পারে। মুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারেন নারী ও শিশুদের মতো ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা। তবে এমন চুক্তি নিয়ে আলোচনা যেকোনো সময়ে থেমে যেতে পারে বা আলোচনা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে মনে করেন ওই মার্কিন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, এভাবে আলোচনা আগেও বন্ধ হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

এদিকে লন্ডন, ইস্তাম্বুল, নিউইয়র্ক, বাগদাদ ও রোমের মতো বিশ্বের বড় শহরগুলোয় ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। সামনে আরও বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব বিক্ষোভ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এক বিক্ষোভে 'বাইডেন আপনি পালাতে পারবেন না, আমরা আপনার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলছি' এবং 'যুদ্ধবিরতি হবে না তো ভোটও দেব না' স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

গত সপ্তাহে ব্যক্তিগতভাবে তহবিল সংগ্রহের এক আয়োজনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে গাজায় যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান এক বিক্ষোভকারী। পরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিককের বলেন, 'সব জায়গায়, এমনকি মার্কিন প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরেও যে শক্তিশালী আবেগ কাজ করছে, তা প্রেসিডেন্ট বোঝেন। আমরা বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী অংশীদার, সংস্থা, বিশেষজ্ঞ ও মানুষের সঙ্গে কাজ করছি। তাদের উদ্বেগগুলো জানছি। নিশ্চিত করছি, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই যেন আমরা নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারি।'

গাজায় ইসরায়েলের হামলার জেরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য টানাপোড়েন নিয়েও ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র। সিএনএনের হাতে আসা একটি কূটনৈতিক তারবার্তা অনুযায়ী, আরব বিশ্বে অবস্থান করা মার্কিন কূটনীতিকেরা বাইডেন প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতি শক্ত সমর্থন দেওয়ায় আরব জনগণের একটি প্রজন্মের কাছে সমর্থন হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

একটি কূটনৈতিক তারবার্তা অনুযায়ী, আরব বিশ্বে অবস্থান করা মার্কিন কূটনীতিকেরা বাইডেন প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতি শক্ত সমর্থন দেওয়ায় আরব জনগণের একটি প্রজন্মের কাছে সমর্থন হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ও বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো। ১৭ অক্টোবর থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্র জোটের ঘাঁটিগুলোয় অন্তত ৪০ বার হামলা হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। দুবার পাল্টা হামলা চালিয়েও এসব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে দমাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা সিএনএনকে জানিয়েছেন, বুধবার পূর্ব সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালানোর পরও মার্কিন সেনারা অন্তত চারবার হামলার শিকার হয়েছেন।

নয়াদিল্লিতে শুক্রবার ব্লিঙ্কেন আবারও বলেন, হামাসের হাতে জিম্মি মার্কিন নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তাঁরা। একই সঙ্গে গাজার সংঘাত যেন মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে না পড়ে, সে চেষ্টাও করবেন। তিনি বলেন, তেল আবিবে নেতানিয়াহু ও অন্যান্য ইসরায়েলি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের পর এসব কাজে 'কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে'। তবে গাজায় নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেও এখনো ব্লিঙ্কেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তার কথাবার্তায় এটা পরিষ্কার যে তাঁরা ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষেই সাফাই গাইছেন। এমনকি যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো কথা তুলছেন না। মার্কিন প্রশাসন এটা বলেই দিয়েছে যে গাজায় ইসরায়েলের অভিযান যখন পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করেছে, তখন এই মুহূর্তে যুদ্ধ থামানো সম্ভব নয়।

৪২ জনের কানাডা গমন প্রতিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা ঘটনার তদন্ত দাবী করেছেন। তারা বলছেন, কোন দেশে গিয়ে ভ্রমনকারী কোথায় থাকবেন, তার ঠিকানা বা প্রমাণ ক্যারিয়ার এয়ারলাইন্স কে দেয়ার কি কোন বাধ্যবাধকতা আছে? ইনভাইটেশন লেটার না থাকলে দেশ ভ্রমনে কি বিধি নিষেধ আছে বা ইনভাইটেশন লেটার না থাকলে ভিসা থাকা সত্ত্বেও কোন যাত্রীর ভ্রমন বাতিল করার অধিকার কি এয়ারলাইন্সের আছে?

ইনভাইটেশন লেটার তো ভিসা প্রার্থী হাইকমিশনে তার নথির সাথে জমা দেয়। ওটার বৈধতা যাচাই করার দায়িত্ব ও সেই দেশের।

যদি বিদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়স্বজন সে দেশে থাকাকালীন খাদ্য, আবাস ও পরিবহনের খরচ বহনের নিশ্চয়তা দেন সেক্ষেত্রে হয়তো আর্থিক সক্ষমতা একটু কম থাকলেও ভিসা দানকারী কর্তৃপক্ষ ভিসা প্রদান বিবেচনা করে থাকে। সব কিছুর দায়িত্বই ভিসা প্রদানকারী কন্স্যুলেট অফিসের।

ট্যুরিষ্ট ভিসা শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীকেই ইদানীং কিছুটা সহজে দিচ্ছে কানাডা। এমনকি ভিজিট ভিসায় গিয়ে কাজ করারও অনুমতি দিচ্ছে। সঠিক কাজ পেলে ভিজিট ভিসার স্ট্যাটাস পরিবর্তন করে ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় রূপান্তর করারও সুযোগ দিচ্ছে। সারা পৃথিবীর লোক এ সুযোগ দিচ্ছে। সে তুলনায় বাংলাদেশীদের সংখ্যা খুবই নগন্য। কানাডায় অভিবাসী গমনের তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম ১০ টি দেশের মধ্যেই নেই। গত বছরে কানাডা তে গমনকারীর ৪২ শতাংশই ভারতীয়।

ট্যুরিষ্ট ভিসা ছাড়াও এসডিএস সুবিধার আওতায় এক বছরে টিউশন ফি আর GIC (Guaranteed investment Certificate) তে ১০০০০ ডলার থাকলেই ভারত, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, চীন ইত্যাদি দেশের ছাত্ররা স্টুডেন্ট ভিসায় যেতে পারলেও বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, সাধারন ক্যাটাগরীতে আর্থিক সক্ষমতার প্রমান দেখানো আমাদের দেশের ছাত্রদের জন্যে অনেক কঠিন। যে কারণে, বাংলাদেশী ছাত্রের সংখ্যাও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এই সুবিধা পাবার জন্যে আমাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাও দৃশ্যমান নয়।

কিছুদিন আগেই, ভূয়া IELTS এবং ভূয়া কলেজ সার্টিফিকেট দিয়ে কানাডায় ভর্তি হবার বিষয় ধরা পড়লে কানাডা কর্তৃক ভারতীয় শতাধিক ছাত্রকে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে ভারতীয় কানাডিয়ানদের আন্দোলনের মুখে কানাডা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এদেরকে কানাডায় ইমিগ্রেশন দিতে বাধ্য হয়। অথচ, আমরা বাংলাদেশীরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই প্রচারনা চালাতে থাকি।

ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনের পক্ষে দাঁড়ানোদের বক্তব্য, " আমাদের জনগন যদি গিয়ে কানাডায় স্থায়ী হতে পারে, এতে আমাদেরই লাভ। বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। দেশের কর্মহীন জনসংখ্যার চাপও কমে। ইনভাইটেশন লেটার, আর্থিক সক্ষমতা সহ অন্যান্য নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের। এয়ারলাইন্স শুধু মাত্র ভিসা আছে কি না তা দেখে বোর্ডিংকার্ড ইস্যু করবেন। ভিসা ঠিক কি না, তা পরখ করার দায়িত্ব ইমিগ্রেশন এর, এয়ারলাইন্স এর নয়।

এখানে যা হয়েছে, তা তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান এর কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। যদি তা হয়, তাহলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত। "

বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকার পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রুটিন কাজ নয়।

বাংলাদেশের জনগণের পাশে নিজেদের মূল্যবোধ নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনাকে অপদস্ত হতে হয়েছে। 'কাজের মেয়ে মর্জিনা' বলে দেশের দায়িত্বশীল লোকজনও তাকে হেয় করেছেন। বাংলাদেশের সব জেলা ঘুরে মজিনা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। একটি দেশের সমাজ সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশের এমন চেষ্টা করে মার্কিন একজন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। এখন অবসরে থাকা ড্যান মজিনা ব্যক্তিগত আলাপকালে কখনো সরকারের প্রতি কোনো উচ্ছ্বাস দেখাতে দেখা যায় না।

পশ্চিমা সৌজন্যের ধারক সাধারণ লোকজনও কাউকে প্রকাশ্যে অপমানমূলক কিছু বলতে অভ্যস্ত নয়। কূটনীতিবিদ হলে এ সৌজন্যতা, অন্যের উপর ক্ষোভ চেপে রাখার চর্চা শৈল্পিক পর্যায়ে থাকে। তারপরও ড্যান মজিনার বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের কথা বলে থাকেন সভা সমিতিতে। সরকারের প্রসঙ্গ আসলেই চেহারায় হোক, কূটনৈতিক বাঁকা হাসিতে হোক- তিনি বুঝিয়ে দেন তাঁর মনোভাব।

রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের ওপর বাংলাদেশে হামলা হয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তার নিজের এবং সহকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সরকার দলের কোনো কোনো নেতা তাকে হুমকি দিয়ে বক্তৃতাও করছেন। যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকে। বিদেশে অবস্থানরত কূটনীতিবিদদের নিরাপত্তার জন্য হেন বিষয় নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করতে পারে না।

দিনে দিনে দেনা বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানবাধিকার, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সহ নানা কৌশলকেই কাজে লাগানোর শক্তি রাখে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সমঝোতার চিঠি দিয়েই তারা বসে থাকবে মনে করার কোনো কারণ নেই। আমাদের রাজনৈতিক পক্ষগুলোর ধারাবাহিক বিরোধের কারণে পরিস্থিতি আজকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমেরিকার পিছু হটার কোনো সুযোগ নেই।

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও বাণিজ্য বাস্তবতায় আমেরিকা সহ পশ্চিমা শক্তিকে বৈরী করে কোনো পক্ষেরই কি টিকে থাকা সম্ভব ? যদি সম্ভব না হয়, এজন্য কাদের মূল্য দিতে হবে? যারা গোঁ ধরেছেন তারা , না দেশের জনগণ?- সবাইকেই মূল্য দিতে হবে।

ভিসা নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছুটা হলেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা কাজ করেছে বলে ওয়াশিংটন বিশ্বাস করে। পরের ধাপে কী হতে পারে? আরও নিষেধাজ্ঞা? বাণিজ্য অবরোধ? - এসব প্রকাশ্য কাজ ছাড়াও আমেরিকার হাতেই দেশে দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা ঘটার অনেক পরে এসব নিয়ে হলিউডে সিনেমা হয় !

হায়! সেসব সিনেমা দেখার জন্য আমাদের অনেকেই ততদিন হয়ত বেঁচে থাকবো না !

৭ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মতাদর্শগত বিভাজন থাকতেই পারে। কিন্তু মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা হলে তা থেকে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সংবিধানে সংসদের মেয়াদ পূর্তির আগের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে উল্লেখ করে সিইসি বলেন, এ নির্দেশনা নির্বাচন কমিশন সরকারের নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিয়ে সম্পন্ন করে থাকে।

সিইসি উল্লেখ করেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে কেবল সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন আরও পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়। তাতে জনমতেরও শুদ্ধতর প্রতিফলন ঘটে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন। ২ নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটারসংখ্যা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৭ লাখ ৭১ হাজার ৫৭৯ জন; নারী ভোটার ৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ২০২ জন এবং হিজড়া ভোটারের সংখ্যা ৮৫২।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ পূর্তির আগের ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন করতে হয়।

চলতি সংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারি। এর আগের ৯০ দিনের মধ্যে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা আছে।

ভিন্ন চিত্র প্রধান দুই দলে, কার্যালয়ে

সিইসি বুধবার সন্ধ্যায় যখন তফসিল ঘোষণা করছিলেন, তখন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের শত শত লোকের আনন্দমুখর অবস্থান দেখা গেছে। অন্যদিকে নয়াপল্টনে বিরোধী বিএনপির প্রধান কার্যালয় ছিল তালাবদ্ধ, অন্ধকার। আর আশপাশে ছিল পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির কড়া পাহারা।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনের ভোটের দাবিতে আন্দোলন করছে বিরোধী বিএনপি ও সমমনা দলগুলো। এমন দাবিতে তারা পঞ্চম দফার মতো দেশব্যাপী লাগাতার রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে গতকাল সকাল থেকে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন করবে, এমন অবস্থানে অনড় থাকায় ভোট অংশগ্রহণমূলক হওয়ার বিষয়ে সংকট তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র তিন প্রধান রাজনৈতিক দলকে—আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে সংলাপের ডাক দিলেও তফসিল ঘোষণার আগপর্যন্ত সংকট নিরসনের কোনো আভাস মেলেনি।

তফসিল প্রত্যাখ্যান করে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি। তফসিল ঘোষণার পর এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, দেশের মানুষের প্রত্যাশা এবং আন্তর্জাতিক মহলের আহ্বান উপেক্ষা করে সরকারের তল্পিবাহক নির্বাচন কমিশন একতরফা নির্বাচনের তামাশার তফসিল ঘোষণা করেছে। এই নীলনকশার তফসিলে কোনো নির্বাচন হবে না।

এমন পরিস্থিতিতে দেশে যে ভয়াবহ অচলাবস্থা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হবে, তার পুরো দায়ভার কমিশন এবং এই সরকারকেই বহন করতে হবে বলে রিজভী উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে দেশব্যাপী আনন্দ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ।

তফসিল ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে কোনো কথা নাই। জাপার কথা একটাই, নির্বাচনের জন্য পরিবেশ দরকার।

বিয়ানীবাজারবাসীর ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর



নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে। গত ৩০শে অক্টোবর ২০২৩ইং রোজ সোমবার নিউইয়র্কের ওজনপার্কস্থ মমোস পার্টি হলে সচেতন বিয়ানীবাজারবাসীর ব্যানারে মিসবাহ-অপু পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও সদ্য সমাপ্ত বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনে নির্বাচিত অনেক প্রতিনিধি ও সদস্যবৃন্দ, ২২শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত সমিতির সুন্দর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়া নির্বাচনকে হীন লক্ষ্যে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মানষে এক সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভায় লিখিত বক্তব্য ও বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য আমরা সংবাদপত্র, টিভি ও বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অবগত হই। সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভায় একক ভাবে ভূয়া তথ্য উত্তাপন, অসত্য ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান সহ যে ভাষা ব্যবহার করে বিয়ানীবাজারবাসীকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেছেন আমরা নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্যবৃন্দ এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি । মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছি এবং অকথ্য অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের জন্য সমগ্র বিয়ানীবাজারবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানাচ্ছি। "

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচন চলাকালীন এবং শেষ সময়ে সমাজের বিভিন্ন সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকগণের স্বাক্ষাতকার সংবাদপত্র, টিভি ও সামাজিক মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিয়ানীবাজারের বিভিন্নস্তরের মানুষের নির্বাচন নিয়ে গঠনমূলক, ইতিবাচক এবং প্রশংসামূলক মন্তব্যের পর, এমনকি নির্বাচনে মিছবাহ-অপু পরিষদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও নির্বাচন নিয়ে ভুল তথ্য উপস্থাপন করে কমিউনিটিতে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। উদ্ভট মিথ্যা তথ্য ও আপবাদের প্রেক্ষিতে আমরা নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য তুলে ধরছি।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে করা সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিদ্বন্দ্বি উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে টেস্টিং ভোট গ্রহণ করে সকলের সম্মতিতে ভোটের কার্যক্রম শুরু করেন। ভোটিং মেশিন বন্ধ করার আগে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় পক্ষ এবং নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সর্বশেষ ভোট গ্রহনের মধ্য দিয়ে ভোটিং মেশিন বন্ধ হবার চূড়ান্ত ঘোষনা দেন। ভোটিং মেশিনের সম্পূর্ন কাজ বন্ধ হবার পর মূল মেশিন থেকে ফলাফল সিট বিধি মোতাবেক প্রিন্ট করে স্বাভাবিক নিয়মে বেসরকারী ফলাফল ঘোষনা করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এখানে নির্বাচন কমিশনের বা কোন কমিশনারের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নাই। এ ধরনের বক্তব্য অবান্তর। উল্লেখ্য যে, ফলাফল পুনরায় প্রিন্ট করার অনুরোধ আসলে কমিশনের পক্ষে মেশিনের অপারেটরকে সাবার সম্মুখে হাজির করে পুনরায় ফলাফল প্রিন্ট করার নির্দেশ দিলে অপারেটরের উত্তর ছিল "একই ফলাফল প্রিন্ট আসবে" বিধায় আমরা সময় ক্ষেপন না করে ফলাফল ঘোষনা করি।

সংবাদ সম্মেলনে-নির্বাচন কমিশনারদের বৈঠক করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যা অবান্তর ও অসাংবিধানিক। বরঞ্চ নির্বাচন কমিশনারদের গুরুত্বপূর্ন বৈঠকে অযাচিত কারো অনুপ্রবেশ বা অবস্থান করা অসাংবিধানিক ও অন্যায়। জাল ভোটের বিষয়ে যে অভিযোগ করেছেন তার ব্যাখ্যা হলো, $২০ ডলার ফি জমা দিয়ে জাল ভোট চ্যালেঞ্জ করার বিধান আছে। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কোন পক্ষই জাল ভোটের ব্যাপারে নিয়ম মাফিক চ্যালেঞ্জ করেন নাই, উপরন্ত বিভিন্ন এজেন্ট জাল ভোটার বলেই ভোটারের শার্টের কলার চেপে ধরার পর চেঁচামেচি করে পরিবেশ বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা চালান। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেলের এজেন্ট থাকা স্বত্বেও কোন প্রার্থী কিভাবে জাল ভোট সনাক্ত করতে কেন্দ্রের ভিতরে গাঁয়ের জোরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অবস্থান করেন তা আমাদের প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ ২০২১ সালের জনৈক সাবেক নির্বাচন কমিশনার এই নির্বাচনে মিছবাহ-অপু পরিষদের এজেন্টের দায়িত্ব পালন করে জাল ভোটের যে অসত্য তথ্য বা বক্তব্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ বানোয়াটও কল্পনাপ্রসূত।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গঠনতন্ত্রের ১৫(জ) ধারা অনুসারে নির্বাচনী বিধিমালা সহ ভোটকেন্দ্রে কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তাহা নির্বাচন চলাকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লিখিতভাবে অবহিত করার বিধান থাকলে ও এ সময়ের ভিতরে কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। ভোটিং মনিটরে ভোট প্রদানের লাইনের প্রবেশ

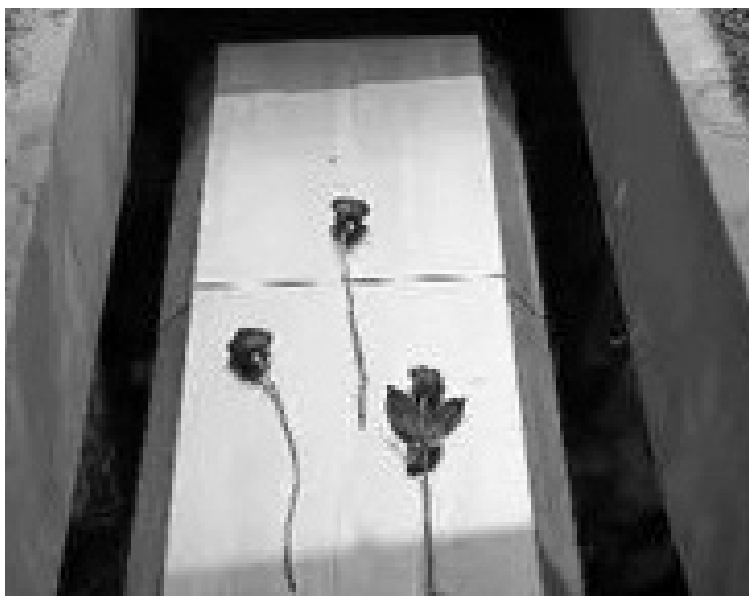
আমার কফিননামা-১

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

পরিশেষে আমার কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দিলাম, আমি নিজেই! আমার জন্য এটাই অনিবার্য ছিল। চূড়ান্ত বিচারে নিজেকে আর রক্ষা করা গেল না। অবশ্য এ সময়, হৃদয়ে রক্তপাত হচ্ছে জেনেও তা আমলে আনছি না। আমার মন, আমার বিবেক এবং আমার হৃদয় জর্জরিত হয়ে একেবারেই মেরামত অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলাম। তাই, আমার সাথে নিজের এই সত্ত্বার সাথে বায়বীয় এ দুটো অনুষঙ্গও কফিনবদ্ধ হয়ে গিয়েছে! এখন আর শেষরক্ষা বলে কিছুই নেই।! বলা যায়, এবার আমার নির্ঘাত নরকযাত্রা স্থির হয়ে গিয়েছে। এই আমি, বিলক্ষণ অনেক নিচেই নেমে এসেছি। আমার সামনে একপ্রস্থ ঘনায়মান অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার। তাই এই রুদ্ধ উপত্যকায় পা ফেলে এগিয়ে যেতেই হবে।

এ সময় আমি নিশ্চিত হয়েছি, ইতোমধ্যেই স্থুল থেকে এক সূক্ষ্ম জগতে পদার্পণ করেছি। এখন আর পিছন ফিরে তাকাবার উপায়ও নেই। আর, তাকিয়েই কী হবে? প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই না। এ জগতের সকলেই ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছে, শেষ পরিণতিতে মানুষটা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাদের যত ঘৃণা, যত অপবাদ আর যত ধিক্কার বর্ষিত হচ্ছে আমার কফিনের উপর। আমার এই 'কফিন' বলতে, এখন বাতাশবিহিন এবং নিষ্প্রাণ বদ্ধ একটা প্রকোষ্ঠ। এর নেই কোন পরিসর। নেই আমার দেহের উপর সূচালো আলো বা ক্ষীণ অক্সিজেন প্রবেশ করার ন্যূনতম সম্ভাবনা।

এ সময় আমি, চোখে নাকে মুখে আঙুল নেড়ে আমি নিজের বর্তমান অবস্থান পরখ করি। হ্যাঁ। এই চোখ, এই নাক, এই মুখ তো আমার নিজেরই! অন্য আর কারও নয়! এক্ষণে আমি নিশ্চিত হলাম। হ্যাঁ। এই লাশ আমার নিজেরই। চারপাশে আমার, যত কীট-পতঙ্গের অবাধ আগমন শুরু হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যেই। সোল্লাসে তারা সকলেই আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আর সময়ক্ষেপণ নয়। অনতিবিলম্বেই সর্বভুক তারা অসুরের মত কিলবিল করে আমার আট কুঠুরি নয় দরজা দিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। বাস্তবিকই দেখতে পাচ্ছি, বিশাল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে তাদের উদ্ভ্রান্ত মিছিলে। তার প্রতিধ্বনিও শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। এবং তারপর? তারপর কী হবে? যা হবে, তা সহজেই আন্দাজ করতে পারছি ঠিকই। তখন তারা আর অধিক প্রবেশদ্বারের অপেক্ষা বা খোঁজ করবে না। তারা আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে নির্ঘাত ঢুকে পড়বে অন্দরে। নারকীয় আক্রোশ নিয়ে সমূহ কোষচক্রে হানা দিয়ে, সমূলে খুবলে খাবে আমাকে। তাদের গ্রাসের আয়ত্বে, আমার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। এমন কি আমার অতীত সুদ্ধ খেয়ে নেবে। তারা আমার সব এমন করে খাবে, তাতে আমার নাম নিশানা, চৌদ্দপুরুষের ঐতিহ্য কিছুই থাকবে না আর এই জগতগ্রন্থের



পৃষ্ঠায়।

তাই, পুনশ্চই আমাকে বলতে হচ্ছে একই কথা, এই আমার কফিনের কথা। চূড়ান্ত সত্য এই যে, এখন আমি কফিনবন্দি হয়ে আছি, একেবারেই যাবজ্জীবনের জন্য। আমরণের কথা বললাম না। মরণ মানে, নিশ্চল সার্বভৌমে অনুভববিহীন এবং স্বপ্নহিন হয়ে থাকা। আমি জানি, মরণের পরও আমি তা হব না। আমার পারলৌকিক সংশ্লেষণের স্থিতিতে, প্রতিটি মুহূর্তেই আমি অনুভব, উপলব্ধি করবো আমার ইহজনমের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এখন, বাস্তবিকই শোচনীয় এক জগতের অলিন্দে ঢুকে পড়েছি। দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। দেখতে পাচ্ছি, আমার মানবীয়সত্ত্বার অধোগতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন মুখোমুখি হতে হবে অন্য এক পরাবাস্তবতার! এই অলৌকিক স্থিতির বাস্তব অভিজ্ঞতা কোন জীবিত মানুষের নেই। থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার আছে। এবং হচ্ছে। আমার রূপান্তরমুখি কফিনবন্দিত্বের উপাত্ত বর্ণনা ঠিক এমতই। এই সময় এতকিছু উপস্থাপন করতে হচ্ছে আমাকে, সকল জীবিত মানুষদের উদ্দেশ্যে। আমার বিগতজীবনে ছিল বিস্তর বর্ণের ছটা। বর্ণনার ঘনঘটা। কিন্তু, হঠাৎ করেই কী ভাবে কী হয়ে গেল! আমি অবশ্যাম্ভাবি পরাবাস্তবের খাদে পা রেখে নিমেষেই নিজেকে একেবারে ধ্বংসের গহিনে অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছি। এক উন্মুখ তান্ডবের মুখে আমাকে সমর্পণ করেছি কোন দিগ্বিদিক চিন্তা না করেই। আর চিন্তা করার সেই সময় ও সুযোগ কি পেয়েছি এই আমি? না। পাইনি!

আমার এই ভয়ানক ও বিভীষিকাময় সুড়ঙ্গের অলিন্দ দর্শন অপূর্ব! অভাবনীয়! এই আরেক মহাজাগতিক অনিবার্য চিত্র! এই মহাসত্যের কথকতা আমার মননে গেঁথে রাখছি। এবং সামনের গহীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুত!

মায়ের মুখে খোকা ডাক

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

খোকা ভাল আছিস রে বাবা। কতদিন তোর খোঁজ খবর জানি নারে বেটা। বুকটা ফেটে যাইরে বাজান। কি খাস আর না খাস নিজ চোখে দেখতে পারি নারে খোকা । একটা ভাল মাছ রান্না করলে তোর কথা কত মনে পড়ে । খোকা তোরে ছাড়া আমার সেই মাছ খেতে ইচ্ছা করে না। তোর কথা মনে পড়লে মনের অগোচরে চোখে পানি চলে আসে । কোন কিছু আর ভাল লাগে নারে বেটা। অন্যরা সব চোখের সামনে থাকলে ও তুই থাকিস প্রবাসে। কতো অনুষ্ঠান হয় বাড়িতে, যেমন সুন্নতে খ্যাৎনা ও বিয়ে । কতো জায়গা থেকে কতো আত্নীয় স্বজন এসে কতো মজা করে। সবাই একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া ও গল্প করে কিন্তু আমার একটু ও ভাল লাগে নারে খোকা । একবার ছুটে যাই এই দিকে আবার ছুটে যাই ঐদিকে। মাঝে মাঝেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে খোকা বলে ডাকি। বাবা তোর রুমে তোর একটা ছবি ঝুলানো আছে, সেই রুমে গিয়ে একাগ্রচিত্তে ছবির দিকে তাকিয়ে দেখি আর বলি কি সুন্দর আমার কলিজা বেটারে, কোথায় সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে প্রবাসে পড়ে আছে। কবে আসবে কাছে ? পাশে দাঁড়িয়ে মা বলে ডাক দিবে আর সেই ডাক শুনে আমার কলিজা জুড়ে যাবে। মায়ের ভালোবাসা কোন ভালোবাসার সাথে হয় না তুলনা। একমাত্র মা স্বার্থহীন ভাবে ভালোবাসে। একজন মা সব সময় চায় তার সন্তানেরা থাকুক দুধে ভাতে।

সব সন্তান মায়ের কাছে সমান। মায়ের মন সবার জন্য কাঁদে। মা নিজে না খেয়ে সেই খাবার সন্তানদের দেয়। সন্তান অসুস্হ হলে মায়ের চিন্তার শেষ থাকে না। সে সারা রাত জেগে সেবা যত্ন করে।

আমরা যেখানে যাই সেখানেই মায়ের কথা মনে পড়ে । যারা প্রবাসে থাকে তাদের আরো বেশি মনে পড়ে । জীবনের সুখ দুঃখের কথা কতো আমরা মায়ের কাছে বলি। মায়ের সাথে কথা বলার সময় মা খোকা বলে ডাক দিলে প্রাণ যায় ভরে। আমরা হেসে কথা বললে ও মা দেয় কেঁদে। মা কতো চিন্তা করে আমাদের নিয়ে। যার মা দুনিয়াতে বেঁচে নাই তার মতো এতীম ও অসহায় কেউ নাই। মা ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার মনে হয়। পৃথিবীতে আমরা কতজন কে দেখি কিনতু মায়ের মত কাউকে খুঁজে পাই না। গানে বলে বিদেশে যদি কারো বেটা মারা যায়, সবার আগে জানে তার মা। মা বেঁচে থাকতে তার মূল্যায়ন আমরা করি না কিনতু যখন আর ভবে থাকে না আমরা বুঝি কি মধু আমরা হারিয়েছি। মনে পড়ে ছোট বেলার কতো স্মৃতি ।

বাইরে থেকে আসতে দেরি হলে মা খোকা বলে ডাক দিত। খোকা কোথায় গেল। এত বেলা হল বাড়িতে আসে না কেন? ভাত বেড়ে টেবিলের উপর রেখে খোকা কে খুঁজাখুজি করতে বের হয়। মা দুধ ভাত সবরি কলা দিয়ে মাখিয়ে চাঁদ মামার গান বলে আমাদের খাওয়া দিত। কি সুন্দর করে আম্মু গোসল করায়ে দিত। সুন্দর করে জামাকাপড় পরা, হাতে পায়ে সুন্দর করে তেল দিয়ে, মাথা সুন্দর করে চিরুনি



করে দিয়ে সকুলে পাঠা দিত। স্কুল থেকে বাসায় আসলে খোকা বলে কোলে তুলে নিত। যাদের জন্মধারিণী মা আর দুনিয়াতে নাই বেঁচে তারা জানে মা হারানোর কি বেদনা? প্রবাসে যারা থাকে তারা অনেক সময় মাকে শেষ বারের মত ও দেখতে পারে না। তাদের মনে থাকে কি যে বেদনা? মায়ের সেই খোকা ডাকটা তারা আর শুনতে পারে না। ঈদের দিনে প্রবাসীদের মনে ভেঁসে উঠে কত যে মায়ের কথা। মা কত রকম খাবার রান্না করত ঈদের দিনে।

ঈদের দিনে মায়ের সাথে কথা বললে মন যায় ভাল হয়ে।আর মায়ের মুখে সেই খোকা ডাক শুনলে মনে আনান্দের সু -বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। যাদের মা আর বেঁচে নাই তাদের মায়ের কথা মনে পড়লেই কাঁদে নীরবে আর নিভৃতে। প্রবাসীদের জীবনে কতো দুঃখ যে থাকে। মায়ের সাথে কথা বলে মা যদি বলে ভাল আছে তাদের মন যায় আনান্দে

ঈদের দিনে মায়ের সাথে কথা বললে মন যায় ভাল হয়ে।আর মায়ের মুখে সেই খোকা ডাক শুনলে মনে আনান্দের সু -বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। যাদের মা আর বেঁচে নাই তাদের মায়ের কথা মনে পড়লেই কাঁদে নীরবে আর নিভৃতে।

ভরে এবং দুঃখ যায় কোথায় যে চলে। মা অসুস্থ থাকলে মায়ের সেবা যত্ন করার জন্য প্রবাসীরা টাকা পাঠায়ে বলে মায়ের চিকিৎসা কর ডাক্তারের কাছে নিয়ে। মা যদি সুস্থ হয় তারা কতো খুশি হয়। মা ছাড়া কতো লোকই তো খোকা বলে ডাকে কিনতু মায়ের খোকা ডাকে যাদু লুকিয়ে আছে। মায়ের কাছে তার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেলেও খোকাই থাকে। মা সব সময় বলে সাবধানে চল। মা কত চিন্তা করে ছেলে মেয়েদের নিয়ে। প্রবাসে থেকে ও মায়ের সাথে কথা বললে মন আনান্দে ভরে যায়। মা মরে যাওয়ার পরে মনটা কত কাঁদে। আমরা মিস করি তার খোকা ডাক। দেশে গেলে সবাই কে দেখতে পারলে ও আর মাকে দেখতে পাই না কারন মা সৃষ্টিকর্তার ডাকে পরপারে চলে গেছে। সৃষ্টিকর্তা যেন সব মাকে জান্নাত দান করে যারা তার ডাকে চলে গেছে দুনিয়া ছেড়ে । মায়ের মুখে সেই খোকা ডাক কতো যে আমাদের মনে পড়ে।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799



আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

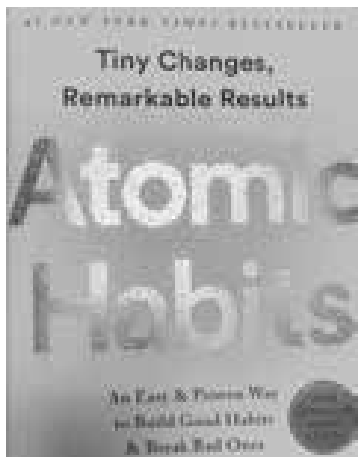
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

বই পরিচিতি

এটমিক হ্যাবিট্স

(Atomic Habits)



মোস্তফা তানিম

এই বইটির প্রচ্ছদে লেখা আছে, ক্ষুদ্র পরিবর্তন, বিস্ময়কর ফলাফল (Tiny Changes, Remarkable Results) ।

তারও উপরে, প্রচ্ছদেই একদম প্রথম লাইনে লেখা আছে, #১ নিউ ইয়র্ক টাইম্স বেষ্ট সেলার।

সন্দেহ নেই এটি একটি উঁচু মানের বই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সব বই এক নয়। সব বই আলো ছড়ায় না। শিশুকালে আমরা শুনেছিলাম, যে যত বই পড়ে সে তত আলোকিত, সে তত বেশি জ্ঞান আহরণ করে। সেটা ভুল ছিল। কোন বই সেটার উপরে নির্ভর করে সবকিছু। কী আছে সেই বইতে? যেমন ধরুন, আপনি হস্তরেখা বিষয়ে শতেক বই পড়ে ফেললেন। তাতে আপনার জ্ঞান বাড়বে? নাকি অজ্ঞানতা বাড়বে? এই যে "ফ্ল্যাট আর্থার" বা "পৃথিবী সমতল" বলে হালে একটি জাগরণ শুরু হয়েছে খোদ আমেরিকায়। তাদের বহু বই আছে। একজন সেগুলো আগ্রহ নিয়ে পড়লো, তারপর সে বুঝলো পৃথিবী আসলে গোল নয়, পৃথিবী কাগজের মতো ছড়ানো, সমতল। সে কি কোনও জ্ঞান আহরণ করলো? আলোকিত হলো? নাকি অন্ধকারে নিপতিত হলো? একজন বই পড়ে নিজেকে অধঃপতিত করতে পারে। অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে পারে, যদি সেই বই হয় ভুল বই।

এটোমিক হ্যাবিট বইটির পরতে পরতে লেখক জ্ঞানের কথা লিখেছেন। বিজ্ঞানের কথা, সমাজ ও মনস্তত্বের কথা লিখেছেন। নিজেকে ভালোর দিকে পরিবর্তন করার জন্যে এমন সব উদ্ভাবনী এবং লাগসই পদ্ধতি দিয়েছেন যে সত্যিই বলতে হবে এ এক মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রথমেই বলে রাখি, আত্মউন্নয়ন মূলক অনেক নামকরা বই আমি পড়েছি। যেগুলো নিউইয়র্ক বেষ্ট সেলার তালিকায় আছে। "দ্যা পাওয়ার অব হ্যাবিট" নামে একটি বই পড়ে তা অনুবাদ করার জন্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, যেন আরও অনেক মানুষ এ সম্পর্কে জানতে পারে। পরে দেখলাম সেটা ইতোমধ্যেই বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে। কিন্তু এ বইটি সে সবগুলোকে ছাড়িয়ে যায়।

তিনি প্রথমেই উদাহরণ দিচ্ছেন, একটি বরফ খন্ডকে যদি আপনি তাপ প্রয়োগ করতে থাকেন, তবে অনেকক্ষণ যাবৎ সেটার কোনোই পরিবর্তন হবে না। মনে হবে, কোনও কাজ তো হচ্ছে না? আসলে যা হচ্ছে তা হলো বরফটি বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত আসতে সময় লাগছে। সেখানে না আসা পর্যন্ত তো গলবেই না। তারপর সেখানে এলে তার গলার জন্যে প্রতি গ্রামে আশি ক্যালরি তাপ গ্রহণ করতে হবে। তারপর সে গলবে। তাহলে অনেকক্ষণ পর দেখা যাবে হঠাৎ বরফ গলতে শুরু করেছে, এবং এরপর দ্রুতই সেটা গলে সম্পূর্ণ পানি হয়ে যাবে।

নতুন অভ্যাস তৈরির ক্ষেত্রেও তাই। প্রথমে কিছুই হবে না। এমন কি অনেকদিন পর্যন্ত মনে হবে আমার জীবনে এই অনুশীলন কোনই ফল বয়ে আনবে না। তারপর হঠাৎ একদিন বরফ গলার মতো বড় একটা পরিবর্তন শুরু হবে। অভাবনীয়। সেই পর্যন্ত লেগে থাকা চাই। অভ্যাসের ফলাফল অনেকদিন পরে হঠাৎ শুরু হয়, সেটা জানা অত্যন্ত জরুরী। তিনি আরও বলছেন, এই যে অনেকক্ষণ ধরে তাপ দেওয়া হলো, কিছুই ঘটছে না, সেটাই আসলে কাজে লেগেছে। তেমনি অনুশীলনটাও, যেটা প্রথমে মনে হয়েছে, ধুর কিছুই তো হচ্ছে না, পারছি না কেন, সেটাও কাজে লাগছে। তা আপনি ড্রাইভিং শিখুন, সাঁতার শিখুন, নতুন একটা ভাষা শিখুন, অথবা জিমে গিয়ে পেশী বাড়ানোর জন্যে ব্যায়ামই শুরু করুন না কেন! সবকিছু একইভাবে কাজ করে। অথবা বই পড়ার অভ্যাস করুন। অথবা কোনও বদভ্যাস ছাড়ার চেষ্টা করুন। সব এক।

তারপর তিনি বলছেন, অভ্যাস এমন একটা বিষয় যা আপনি সচেতন ভাবে করেন না। তা তো বটেই, আপনি কি সচেতন ভাবে গাড়ি চালান? অথবা সাইকেল। হ্যা, যখন শিখতে হয় তখন তো বটেই। প্রতিটা টার্ন নিতে যে মেপে মেপে স্টিয়ারিং ঘুরাতে হয় তাতে মাথা এবং হাত দুটাই ব্যাথা হয়ে যায়। কিন্তু সেটা রপ্ত হয়ে গেলে, বলতে পারবেন কোথায় কয়টা টার্ন নিলেন, কোথায় স্টিয়ারিং বেশি ঘোরাতে হলো, কোথায় কম? সে থেকেই তিনি আরও বলছেন, মানুষের মস্তিস্ক হলো একটা প্রেডিক্টিভ মেশিন। সেটা ভবিষ্যৎ প্রেডিক্ট করে সেইমতে চলার চেষ্টা করে। এবং সেটা সে কিছুদিনের মধ্যেই শিখে যায়, তখন আপনার নিজেকে, অর্থাৎ আপনার সচেতন সত্বাকে সেটা করতে হয় না। যেন ধরুন, একটা বুম করে শব্দ হলো, আর আপনি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দৌড় দিলেন, সেটা তো বোঝার আগেই হয়ে গেলো? সবচেয়ে সহজ এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ভাষা। আমরা কি চিন্তা করে করে, একটা শব্দের পরে আরেকটা বসিয়ে কথাগুলো বলি? কথা তো অনর্গল বলে যাচ্ছি? চিন্তার অবকাশ কোথায়? সেটা চলে গেছে অ-স্বচেতনে। ভাষার ব্যাপারটার উদারহণ অবশ্য তিনি দেন নি। তবে তিনি অবচেতন বা অচেতন না বলে বলছেন অ-সচেতন (non-conscious) ।

তারপর তিনি বলছেন, এই যে আমরা মনে করি আমি অংকে ভালো না, আমি রান্না করতে পারি না , অথবা আমি একটু অগোছালো, বা আমার রাগ বেশি, এইগুলির কোনো সত্যিকার ভিত্তি নেই। কোনোভাবে অল্প বয়স থেকেই আমরা নিজেদেরকে এবং অন্য মানুষ আমাদেরকে সেইভাবে চিহ্নিত করেছে। এখন সেই বিশেষত্ব বজায় রাখার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিজেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। অর্থাৎ নিজেকে "লেট্" বলে নিজেই একটা সিল মেরে দিয়ে, সেটাকে বিশ্বাস করে কিছুতেই আর সেটা থেকে বেরুনোর চেষ্টা করছি না। বরং সবকিছুতেই নিজেকে বলছি, এই তো আমি সবকিছুতে দেরি করে ফেলি। কিছুতেই সময়মত যেতে পারি না। অথচ চেষ্টা করলে, অভ্যাস করলে যে সবচেয়ে বেশি দেরি করে, সেই সবচেয়ে নিয়মানুবর্তী মানুষ হতে পারবে। অথবা যে দুর্বল, সেই পেশীবহুল হতে পারবে। এখানে কোনোই বাধা নেই। নিজের ক্যাটাগরাইজেশনকে সত্য প্রমান করার জন্যে আসলে আমরা নিজেই নিজের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াই।

তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন, অবিশ্বাস্য উদাহরণ। হাঙ্গেরির এক ভদ্রলোক নিজের কাছেই একটা চ্যালেঞ্জ দিলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে তার বাচ্চাদের ছোট থেকে দাবা খেলায় উদ্বুদ্ধ করবেন। সেই লক্ষে তিনি তার স্ত্রীকে বিয়ের আগেই সব কিছু খুলে বললেন। তার স্ত্রীও রাজি হলেন। তারপর তারা গোটা বাড়ি দাবা দিয়ে ভরিয়ে ফেললেন। বড় বড় দাবাড়ুর ছবি দেয়ালে, সেলফে দাবা বিষয়ক বই, দাবার বোর্ড চারিদিকে। তাদের প্রথম কন্যা সন্তান মাত্র চার বছর বয়সেই দাবা রপ্ত করে ফেললো। তারা এমন কি তাকে স্কুলেও দেন নি। হোম স্কুলিং করালেন। শুধু দাবা খেলায় উৎসাহ দিতেন। ভালো করলে অনেক বাহবা পেতো মেয়ে। সে মাত্র চার সাড়ে চার পাঁচ বছর বয়সেই বড়দের হারিয়ে দেওয়া শুরু করলো। তার দ্বিতীয় কন্যাও তাই হলো। তৃতীয় কন্যাও তাই হলো। দ্বিতীয় কন্যা আরও চৌকস, সে চৌদ্দ বছর বয়সে ওয়ার্ল্ড চেম্পিয়ন হলো। তার তৃতীয় কন্যা জুডিথ ইতিহাসে নাম করে গেছে। সাড়ে পনের বছর বয়সে সে ইতিহাসের সর্ব কনিষ্ঠ গ্যান্ড মাষ্টার হলো।

এইখানে এসে তিনি বলছেন, টেলেন্ট বিষয়টাও মনোযোগ, অভ্যাস আর আকর্ষণের ফল। সেই হাঙ্গেরিয়ান মানুষটি মনে করতেন "A genius is not born, but is educated and trained."

তিনি আরও বলছেন, আমরা আমাদের চারপাশ দ্বারা, বিশেষ করে আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব দ্বারা মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত, এবং আমাদের অনেক ভালো এবং মন্দ অভ্যাস বলা যায় তাদের দ্বারাই গঠিত। অথচ আমরা মনে করি, আমি জন্ম থেকেই এমন, এবং এ এক অমোচনীয় বৈশিষ্ট। অনেক অভ্যাসই গঠন হয় পীয়ার প্রেসারে। সেই পীয়ার প্রেসারে নিকট মানুষদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এমনকি মানুষের মতমত, সত্য-মিথ্যা বোধের মধ্যেও আশপাশের মানুষের প্রভাব অকল্পনীয়। যেমন তিনি একটি পরীক্ষার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। এই পরীক্ষায় একজন সাবজেক্ট থাকবে। তাকে আসলে মদন বানানো হবে। এক ঘরে অনেক মানুষ, সেই সাবজেক্ট জানে না যে অন্যরা সবাই সাজানো লোক। সামনে একটা বড় কাগজে খাঁড়া ভাবে একটা লাইন আঁকা থাকবে। তার পাশে আরেকটা কাগজে তিনটা বিভিন্ন দৈর্ঘের লাইন আঁকা থাকবে। প্রশ্ন করা হবে, দ্বিতীয় কাগজের কোন লাইনটা প্রথম কাগজের লাইনের সমান। খালি চোখেই পরিষ্কার দেখা যাবে তিনটার মধ্যে আসলে "A" লেখা লাইনটা সমান। এর মধ্যে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকার কথা না। প্রথমে একজন ভুল উত্তর দিবে, বলবে "B" লেখা লাইনটা সমান। "B " টা কিছুতেই সমান দৈর্ঘের না। তারপরেও আরেকজন সাজানো মানুষ বলবে, হ্যা বি টাই সমান। সবাই একে একে বলবে, ওই তো, B লাইনটাই সমান। শেষে যখন সাবজেক্টকে জিজ্ঞেস করা হবে , তার অবস্থা একেবারেই নাজেহাল। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে "A" রেখাটা প্রথম কাগজের রেখার সমান। কিন্তু তবু সে মিথ্যা করে বলবে B রেখাটা সমান।

যাই হোক, এটা পরীক্ষা না করেও বলে দেওয়া যায় যে এমনটাই ঘটবে। এ ছাড়াও "সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে" এমন প্রবাদ প্রবচন তো আদিকাল থেকে বাংলাতেই আছে। কিন্তু এই বইটিতে যেভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সেটা খুবই কার্যকর। তিনি বলছেন, আপনি যেই ভালো স্বভাবগুলো গড়ে তুলতে চান, এমন পরিবেশে যাবেন যেন সেই স্বভাবগুলো ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে থাকে। দেখা গেছে যাদের বন্ধু-বান্ধব ওবিস, তাদের ওবিস হওয়ার সম্ভাবনা নাকি অন্যদের চেয়ে শতকরা সাতান্ন ভাগ বেশি।

এটাই সব নয়। এই বইয়ের মুলে আছে "এটোমিক হ্যাবিট।" খুব অল্প কিছু দিয়ে অভ্যাসটা শুরু করা। প্রায় সব মানুষেরই সহজাত বৈশিষ্ট হচ্ছে অলসতা করা, স্রোতের দিকে গা ভাসানো, এবং যে বিষয়টিতে মজা পাওয়া যে যায় সেটাতে ডুবে থাকা। এটাকে ভাঙতে হলে কষ্টকর কিছু দিয়ে শুরু করা যাবে না। যেমন প্রতিদিন এক ঘন্টা ব্যায়াম হঠাৎ করে শুরু করা যায় বটে, কিন্তু সেটা বেশিদিন টিকবে না। উৎসাহে ভাটা পড়লে যেই লাউ সেই কদু হয়ে যাবে। তাই তিনি বলছেন, আমাদের যে আদিম প্রবৃত্তি, যে জেনেটিক কোডিং, বৈজ্ঞানিকভাবেও বলেছেন, ডোপামিন বাহিত যে অভ্যাস চক্র, যা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়, সেসবকে কৌশলে আমাদের সু-অভ্যাসে গঠনেও কাজে লাগানো যায়। যেমন, দুই-মিনিট-রীতি পালন করলেই আমাদের মস্তিষ্কের যে গঠন তাকে সু-অভ্যাসের দিকে নিয়ে যাওয়া

একেবারে মাখনের মতো সহজ হয়ে যাবে। উদাহরণ, আপনি শুধু সঙ্কল্প করুন যে প্রতিদিন যে কোনও বইয়ের এক পৃষ্ঠা পড়বেন। এবং সেই এক পৃষ্ঠাই ঘুমানোর আগে পড়ুন। বেশি কাজ দিলে মস্তিষ্ক নেবে না। কারণ এই কাজে প্রথম প্রথম আনন্দ নিয়ে। অল্প কাজ দিয়ে তাকে বাগে আনতে হবে। তারপর এই কাজটি বহুদিন করার ফলে অভ্যাস হয়ে যাবে। অভ্যাস হলে দেখবেন এক পৃষ্ঠার বেশি পড়লেও খারাপ লাগছে না। সেটা অটোমেটিক হবে। এই অটোমেটিক হয়ে যাওয়াকেই বলে অভ্যাস, যার জন্যে আর কোনও প্রচেষ্টারই দরকার হবে না।

তিনি বলছেন, এই যে ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেসবুক ট্রল করা, টিভির সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা যাই দেখায় প্রয়োজন না হলেও তাই দেখা, এসবের কারণ কি? কারণ কষ্ট নাই। টিভির সামনে বসে পরলেই হলো। কিছুই করতে হচ্ছে না। মজাও আছে। আমাদের মস্তিস্ক কষ্টকর কিছু অভ্যাসে পরিণত করতে চায় না। তাই তাকে সহজ করে দিয়ে অভ্যাস করাতে হবে। তিনি বলছেন, শুরুতে প্রতিদিন জিমে যাবেন শুধু দুই মিনিটের জন্যে। দুই মিনিট পরেই চলে আসবেন। এভাবে বহুদিন করার পরে দেখবেন তা অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রথমেই জিমে গিয়ে এক ঘন্টা হাড় ভাঙা খাটুনি করতে হবে বললে মন নানান ছলনা শুরু করবে। আগে তাকে অটোমেটিক করুন, অভ্যাসে পরিণত করুন। তারপর দেখবেন বাকিটা করতে কোনোই বেগ পেতে হবে না।

এ বইটি পড়লে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। বদভ্যস ত্যাগে, এবং ভালো অভ্যাস গঠনে যে সমস্যাগুলো, সেগুলো একেবারে জলবৎ তরলং হয়ে আপনার সামনে ধরা পড়বে। শুধু যদি আপনি টিভির প্লাগ খুলে রাখেন, অথবা রিমোটের ব্যাটারি খুলে রাখেন, তাহলেই দেখবেন টিভি দেখা কমে যাচ্ছে। হাতের কাছে আছে, টিপলেই পাওয়া যাচ্ছে, এখানেই মনের দুরভিসন্ধি। সে প্রয়োজন না হলে কষ্ট করে ব্যাটারি ঢুকিয়ে রিমোট টিপবে না। অর্থাৎ অপ্রয়জনীয় প্রোগ্রাম আপনার আর দেখতে হচ্ছে না।

এই বইটি বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে, যদিও বাংলায় আমার পড়ার সুযোগ হয় নি। তাই বাংলা কোনও প্রচ্ছদ দিলাম না। আমি কিনেছিলাম আমাজন ডট কম থেকে।

মানুষের অভ্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা খুবই সম্ভব, এ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আর এই বই সেই পথকে অনেকটাই সুগম করবে। আশা করি বইটি পড়ার সময় হবে, এবং বইটি আপনার জীবনের কোনও একটা শুভ দিক সূচনা করবে।

SE CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
› আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৩ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DOBI, MI DFS, GA DBAF AND MD OCFR
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-888-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7599
আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

পার্ল অব সুইস আল্পস-ইন্টারলেকেন

রোমেনা লেইস

'Once a year, go somewhere you've never been before.' দালাইলামার কথাটা ভাল লাগে আমার। আমাদের দাদাবাড়ি সুনামগঞ্জ, নানারবাড়ি নীলফামারী। প্রতিবছর দুইবার নানারবাড়ি যেতাম।সিজন অনুযায়ী কখনো লঞ্চে মোহনগঞ্জ গিয়ে ট্রেনে বাহাদুরাবাদঘাটে ।তারপর ফুলছড়িঘাটে গিয়ে ট্রেনে নীলফামারী ।আরেকটা ওয়ে ছিলো বাসে সিলেটে। সুনামগন্জ থেকে সিলেট পাঁচটা ফেরী পার হয়ে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যেতো।রাতে গুলশান হোটেলে থেকে, তারপর ট্রেনে করে ঢাকা ।পরদিন ট্রেনে বাহাদুরাবাদঘাটে, স্টীমারে ফুলছড়িঘাট হয়ে আবার ট্রেনে নীলফামারী। এছাড়াও আমাদের আব্বা আম্মা ফুফুদের বাড়ি নিয়ে যেতেন, কুষ্টিয়া ও দেওয়ানগঞ্জ।একবার শিশু বয়সে পঁচিশ টাকা মূল্যের হাফ টিকেটে পিআইএ বিমানে চড়ে সিলেট -শমসেরনগর-ঢাকা এবং ঢাকা-ঈশ্বরদী যাত্রা করেছি।আমার আব্বা ছিলেন ট্রিপ পরিকল্পনাকারী।বেডিংপত্র বাধাবাধি থেকে হোটেল খাওয়াদাওয়া সব কিছুর নিখুঁত পরিকল্পনা করে সুন্দর ভাবে জার্নি করতাম, আমাদের কখনো কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। আমরাও রাতদিন ম্যাপ,ওয়েবসাইট, ইন্সটাগ্রাম,ইউটিউব, ঘাটাঘাটি করে আমাদের প্ল্যান সাজিয়েছি।আবহাওয়া চেক করে কাপড় কী নিতে হবে সব লিস্ট করেছি ।আমাদের ইউএসের চার্জার ওখানে চলবে না।আমাজনে চার্জার ফর ইউরোপ অর্ডার করেছি। চপ্পল আর রেইন জ্যাকেট নিয়েছি।স্নিকারস নিয়েছি আবার ওয়াটার প্রুফ বুট ও নিয়েছি।কারণ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।দূরত্ব যাচাই করে হোটেল বুকিং দিয়েছি মিডল পয়েন্টে।তারপর প্রতিদিন হোটেল থেকে বের হয়ে ট্রেনে কতক্ষন লাগবে ,কোথায় কতক্ষণ থাকবো, কোন কোন স্পট দেখবো।লাঞ্চ ডিনার কোথায় করবো।সব লিস্ট করেছি।তবে এটাও ঠিক করে নিয়েছিলাম যে ওয়েদার খারাপ থাকলে কোনটা আগে কোনটা পিছে করবো। তো পৌছানোর পর থেকে সবই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে।আজ আমরা ইন্টারলেকেনে যাচ্ছি । ইন্টারলেকেন পাহাড় ঘেরা সুইজারল্যান্ডের সমতলে একটি শহর।সমতলে এশহরটি দুটি হ্রদের মধ্যে অবস্থিত। লেক থুন এবং ব্রিয়েঞ্জ এর মধ্যে অবস্থিত।এই শহরের নাম

ইন্টারলেকেন, বা দুটো লেকের সংযোগস্হল-সেখান থেকেই এসেছে। এই হ্রদের জল পান্নার মতো সবুজাভ ফিরোজা।শহরে পৌঁছে মনে হলো কোন স্বপ্ন শহর।ইন্টারলেকেন ওয়েষ্ট রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে ইন্টারলেকেন অষ্ট অর্থাৎ ইষ্ট, আগে এর নাম ছিল-ইন্টারলেকেন জলহস রেলওয়ে ষ্টেশনে হেঁটে যাওয়া যায়।হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের তাজা হাওয়া উপভোগ করা যায় ।"আরে" নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর ।অক্টোবরের হৈমন্তী সকালে "আরে" নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে সুইস আল্পসের বরফ শৃঙ্গের চমৎকার দৃশ্যও দেখা যায়। আমরা

ছবি তুলতে ভুলি না। সুইস আল্পসের কেন্দ্রস্থলে চমৎকার এই শহরটিতে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য প্রচুর দর্শনীয় স্থান আছে।ইন্টারলেকেন শহরটির আকর্ষণ গ্রীস্মকালে একরকম।বিশেষ করে এপ্রিল থেকে মে পর্যন্ত এসময় পর্যটক বেড়ে যায় প্রকৃতি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। যে কোন ছোটো বড় পাহাড়ী নালার পাশে, ব্রিজের ওপরে রং বেরং এর ফুলের কেয়ারি করা, দেখতে অসাধারন লাগে।

প্যারাগ্লাইডিং এবং ঘোড়া চড়া , ঘোড়ার গাড়ী চড়ে শহর প্রদক্ষিণ করা, কায়াকিং এর মতো অন্যান্য অনেক ইভেন্ট পর্যটকদের জন্য আছে। চারিদিকে ঘেরা তুষার পাহাড় ও লেক এই শহরকে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপহার দিয়েছে। আর সেই অপূর্ব সৌন্দর্যের টানে এই শহরে প্রচুর টুরিষ্ট ভিড় করে। তাছাড়া, সম্পূর্ণ সুইস সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে হলে এখান থেকেই বাস বা ট্রেন নিতে হয়।যোগাযোগের মধ্যমনি,পার্ল অব সুইস আল্পস।

সুইজারল্যান্ড ছিলো যশ চোপড়ার প্রিয় জায়গা। এ কারণে তিনি এখানে অনেক সিনেমার শুটিং করেছেন। ইন্টারলেকেনের রাস্তাগুলি বলিউডের রোমান্টিক ছবির স্মৃতিতে ভরা। বলা হয়েছে, 'সুইজারল্যান্ডে দক্ষিণ এশীয় পর্যটক বৃদ্ধিতে যশ চোপড়ার ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। এখানে সময় কাটাতে ভালো লাগতো তার।প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও অতিথি পরায়নতা সুইজারল্যান্ডে বার বার নিয়ে এসেছে যশরাজ ফিল্মসকে।" তাই সুইস সরকার ইন্টারলেকেন শহরে ভারতীয় এই চলচ্চিত্রকারের ভাস্কর্যটি তৈরি করেছে। যশরাজ চোপরার ৩৫০ কেজি ওজনের মূর্তিটি, ২০১৬ তে অবমুক্ত করা হয়। যা এখন কেন্দ্রীয় সুইস শহর ইন্টারলেকেনের কুরসাল গার্ডেনে দাঁড়িয়ে আছে। সুইস আল্পসের কোলে বার্নিজ অবারল্যান্ড অঞ্চলের অপূর্ব উদার সৌন্দর্যের খোঁজে যারাই সুইজারল্যান্ডের আসে, ইন্টারলেকেনে তাদের একবার আসতেই হয়। আঠারো শতাব্দীর রোম্যান্টিক

যুগের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের ছুটি কাটানোর প্রিয় জায়গা ছিল এই শহর।তারাই প্রথম এই পাহাড় কন্যা সুন্দর শহরের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন – তাই এখানে প্রচুর আভিজাত্যপূর্ণ বাড়ী ও হোটেল দেখা যায়। যদিও সেইসব প্রাচীন স্থাপত্য অতীতের সুইস স্বর্ণযুগের চিহ্ন বহন করে।তবে আজকের ইন্টারলেকেনে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীনতা মিলেমিশে গেছে। আজ এই শহর আথিতেয়তায় ভরা এক শৈল শহর, যেখানে পাহাড়, হ্রদ, নদীর সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সবাই ভীড় জমায়। ইন্টারলেকেনে একটি পর্যটন জাদুঘর রয়েছে, যা ইন্টারলেকেনের অবশ্যই দর্শনীয় স্হান। তিন তলা জাদুঘরটি পুরানো শহরে অবস্থিত।এখানে সমগ্র জংফ্রাউ অঞ্চলের আলপাইন পর্যটনের ইতিহাসকে সুন্দরভাবে বর্ননা করা হয়েছে। ইন্টারলাকেনকে বেস করে সেন্ট্রাল







সুইজারল্যান্ডের চারপাশে সুইস আল্পসের সুন্দর সব হিল ষ্টেশনগুলো ঘোরা যায়।শীত এলেই ইন্টারলেকেনের পর্যটন আকর্ষণ বেড়ে যায়। সেসময় শহরটি সম্পূর্ণরূপে একটি শীতকালীন খেলাধূলার কেন্দ্রে পরিনত হয়।স্কীইং, আইস স্কেটিং অন্যতম আকর্ষণ । আমাদের নিয়ে নীল রংএর ট্রেনটি লুটশিন নদী

অতিক্রম করে তৃণভূমিতে উঠলো। এগিয়ে প্রবেশ করলো ঘন জঙ্গলে। ঘন গাছপালায় আচ্ছাদিত স্থানটি। তার ভেতর দিয়ে ইন্টারলেকেন এবং লেক থুন দেখার জন্য কিছু বন ছেড়ে যাওয়ার পরে ট্রেনটি ছোট মধ্য-ষ্টেশন ব্রিটলাউয়েনেন এর চারপাশে ঘূর্ণায়মান তৃণভূমিতে প্রবেশ করে। এই ব্রিটলাউয়েনেন, ওয়াইল্ডার্সউইলের ষ্টেশন থেকে প্রায় এক হাজার মিটার উঁচুতে অবস্থিত।অতঃপর ট্রেনটি স্কিনিজ প্ল্যাটে আরোহণ করে। শেষ সময়ে অনেকগুলি টানেল এবং চিত্তাকর্ষক দৃশ্য অতিক্রম করে। ঐতিহাসিক রেলপথ, চোয়াল ড্রপ করা দৃশ্য, প্যানোরামা ট্রেইল এবং আরাধ্য আলপাইন বনভূমি। চ্যালেট বাড়ির জানালা গুলোতে ফুলের ঝুলন্ত বাকেট তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নিঃশ্বাস আটকে এই সৌন্দর্য উপভোগ করলাম ।চোখের পলক ফেলতেও ভয় কী জানি কী মিস হয়ে

যাবে।এই পঞ্চাশ মিনিট স্থায়ী যাত্রা পুরোদমে আমরা উপভোগ করলাম। সকাল এগারোটা পনেরো । দু'জনে ট্রেন ষ্টেশন থেকে হেঁটে হেঁটে পৌঁছালাম হার্ডারকুলম ফানিকুলারের ভ্যালি ষ্টেশনে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩২২ মিটার

উপরে অবস্থিত, হার্ডার কুল্ম। ইন্টারলেকেনের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। এই পর্বতশৃঙ্গটি ফটোগ্রাফার, গুরমেট, হাইকার এবং প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য আদর্শ গন্তব্য। এখান থেকে দর্শনার্থীরা সমগ্র জংফ্রাউ অঞ্চলের সবচেয়ে

শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে। এই ষ্টেশনটি মধ্য ইন্টারলেকেন এবং ইন্টারলেকেন অষ্ট রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে নদীর ওপারে অবস্থিত। অসংখ্য দর্শনার্থী সহ আমরা প্রস্তুত। যাত্রা শুরু করলো ফানিকুলারটি।ফানিকুলার হল এক ধরনের ক্যাবল রেলওয়ে সিস্টেম যা খাড়া ঢালে রেলওয়ে ট্র্যাকের সাথে পয়েন্টগুলিকে সংযুক্ত করে চলে। অনেকটা লিফটেরমতো। ইন্টারলেকেন থেকে হার্ডারকুল্ম ফানিকুলারে যাত্রায় প্রায় দশ মিনিট সময় লাগে। এই সময়ে ফানিকুলারের পিছনের জানালা থেকে উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করা যায়।



আমরা তেমনটি করলাম এবং কিছু দর্শনার্থীও।সকলেই বিমোহিত উপত্যকার সৌন্দর্যে! ফানিকুলারটি অতি দ্রুতবেগে ধেয়ে যাচ্ছে। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে অতি উঁচুতে।ইন্টারলেকেনের গ্রাউন্ড

লেবেল থেকে যে প্যারাগ্লাইডিং উপরে দেখা যাচ্ছিলো এখন আমরা তাদের চেয়ে উপরে ।ফানিকুলারে এই প্রথম চড়াই উতরাই পার হয়ে উপরে উঠলাম ।গ্লাসের ভেতর থেকে দেখলাম দুইপাশে অপার্থিব সৌন্দর্য । ২০০১ সালে এই অঞ্চলকে ইউনেস্কো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' ঘোষণা করে।

ফানিকুলার ত্যাগ করলাম। সরু পাহাড়ি পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম গন্তব্যে। জায়গাটা কেমন ভীতিকর।বামে বিশাল খাদ তো ডানে দৈত্যকায় পাহাড়। সাবধানতা অবলম্বন করে হাঁটতে লাগলাম। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। হার্ডার কুল্ম।যখন শিখরের কাছে পৌঁছালাম তখন প্যাগোডার মতো একটি কাঠামো দেখতে পেলাম।মৃদু স্বরে শুধালাম মেয়েকে "আচ্ছা এটা কি? সে-ই বিখ্যাত রেস্তোরাঁ? " " হাঁ। এটা প্যানোরামা রেস্তোরাঁ হার্ডার কুল্ম। যেখানে একশো ত্রিশজন অতিথির জন্য একটি ডাইনিং রুম এবং একটি সূর্যের ছাদ আছে যেখানে আরও আশি জন দর্শনার্থী খাবার, স্ন্যাকস, পানীয় উপভোগ করতে পারে। " এবার উপর থেকে একটি পাখির চোখে দৃশ্য উপভোগ করি এক পাশে লেক ব্রিয়েঞ্জ আরেক পাশে লেক থুন। লেক ব্রিয়েঞ্জ, লেক থুন এবং আল্পসের একটি বিস্তৃত প্যানোরামা পর্যন্ত দেখার সুযোগ করে দেয়। এটি 'ইউরোপের অ্যাডভেঞ্চার ক্যাপিটাল' এর নিখুঁত দৃশ্য । তাদের মাঝখানে সুন্দর শহর ইন্টারলেকেন।দুই লেকের মধ্যিখানে শহরটি অবস্থিত বলেই এর নামকরণ হয়েছে ইন্টারলেকেন। আল্পাইন চূড়া দ্বারা বেষ্টিত। জংফ্রাউ-এর বিস্ময়কর চূড়াগুলির বরফাচ্ছাদিত একটি নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্য! দুটি পান্না-সবুজ হ্রদ, ডানদিকে ফিরোজা থুন লেক, বাম দিকে ফিরোজা ব্রিয়েঞ্জ

হ্রদ – কোনটি বেশী নীল? যে প্যারাগ্লাইডারগুলি এতোক্ষণ নীচ থেকে উপরে উড়তে দেখছিলাম এখন তা নীচে দেখতে পাচ্ছি উড়ন্ত প্রজাপতি যেন। মধ্যাহ্নভোজের কিছুক্ষণ আগে হাইকটি নিলে ভাল কারণ এখানে পনির ফন্ডু, আলু রোস্টি, গ্রিল করা মাংস এবং আলপাইন-ষ্টাইল ম্যাকারনি দিয়ে নিঃশেষ হওয়া জ্বালানি নিতে পারেন।আমরা ফ্রাইজ উইথ চীজ আর কোকাকোলা নিয়ে বসি। কোকাকোলা পান করি।ভয়ে আর আনন্দে গলা শুকিয়ে গেছে।শুধু দেখার জন্য ঝুলন্ত বারান্দার দিকে যাই আর প্রকৃতির প্যানোরামা উপভোগ করি।ঝুলন্ত ব্যালকনিতে একটি লালসাদা গলায় ঘন্টা বাঁধা গরু আছে।এখানটায় সবাই ছবি তুলছে।আমরাও যাই।মা মেয়ে হাঁটতে

হাঁটতে উন্মুক্ত সে বেলকনির রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াই। অন্য এক পর্যটক আমাদের ছবি তুলে দেন।উল্লেখ করার মতো বিষয় যে অধিকাংশ পর্যটক চায়নীজ ও ইন্ডিয়ান।

যদিও থুন শহর সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি।সরাসরি সুন্দর লেক থুনে অবস্থিত। শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য থেকে মুগ্ধকর শহর।থুন ভ্রমণকারীরা দুর্গ এবং হ্রদে নৌকা ভ্রমণ ও প্যাডেল স্টিমার উপভোগ করে।তবে আমরা লেক ব্রিয়েঞ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।এই হ্রদের জল পান্না সবুজ। গ্লেসিয়ারের জল নেমে আসে হ্রদে তাই এর জল স্বচ্ছ কাচের মতো।আলপাইন দৃশ্য, সবুজ তৃণভূমি, হ্রদ, সব মিলিয়ে একঘন্টা মনে হলো কোন স্বর্গের সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সাদা তরীতে করে নাম তার জাংফ্রাউ। ফিরোজা রঙের জল কেটে বোট এগিয়ে যায় দুইপাশে পাহাড়ের সৌন্দর্য লিখে বর্ননা করা যায় না। সুরকার ফেলিক্স মেন্ডেলসোহন লিখেছেন,"আজ সকালে আমি হার্ডারে (হার্ডারকুল্ম)ছিলাম এবং পর্বতগুলিকে তাদের সবচেয়ে সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ দেখাচ্ছিলো। গত রাতে

আমরা জংফ্রাউকে এত স্পষ্টভাবে জ্বলতে দেখিনি। তারপর আমি আবার ইন্টারলেকেনে চলে গেলাম, যেখানে আমি আমার বাদাম গাছের স্কেচিং শেষ করেছি।তারপর আমি একটু কম্পোজ করলাম।" কবি, শিল্পী, সুরকার সকলেই সুইস আল্পসের প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরনা নিয়েছেন। মেন্ডেলসোহন ১৮৪২ সালে লিখেছিলেন যে "এটি অর্থাৎ ইন্টারলেকেন এই অবিশ্বাস্যভাবে সুন্দর দেশে সবার সেরা"। প্রতি বছর আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে মেন্ডেলসোহন মিউজিক উইক হয় ।জার্মান সুরকার ফেলিক্স মেন্ডেলসোহন, যার ২০০ তম জন্মদিন এই বছর চিহ্নিত করা হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের নাটকীয় আলপাইন ল্যান্ডস্কেপ থেকে তিনি অনেক অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে লুসার্ন এবং বার্নিস ওভারল্যান্ড পারিবারিক ভ্রমণের পর দুটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কাজটিতে দুটি সুইস লোকসংগীতের সুর রয়েছে, যা মেন্ডেলসোহন তার ভ্রমণের সময় সংগ্রহ করেছিলেন।তার আঁকা ছবিও দুর্দান্ত।কবি আইসেনডর্ফের কথাগুলিকে সঙ্গীতে সেট করার পর থেকে "দ্য হার্ডার" তার কোনো জাদুকরী আকর্ষণ হারায়নি: "হে মহিমান্বিত বন,কে তোমাকে সেখানে রোপণ করেছে এত উপরে?" একশো বছর আগে মেন্ডেলসোহন পায়ে হেঁটে পৌঁছেছিলেন। একই পথ ধরে একই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে।যা আজও ব্যবহার করা হচ্ছে। দর্শকরা এখন এখানে অনেক সহজে যেতে পারে এবং নস্টালজিক ফানিকুলার রেলপথের মাধ্যমে শীর্ষে ভ্রমণ করতে পারে।বনের

শিখর চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পারে বার্নিস ওভারল্যান্ড এর সৌন্দর্য। যদি প্রথমবার ইন্টারলেকেন ভ্রমণ করতে চান,আমি নিশ্চিত বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্খিত গন্তব্যের একটি অবিস্মরণীয় ট্রিপ হবে।আপনি হাইকিং পছন্দ করেন বা

আলপাইন দৃশ্যের সাথে সকালে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে চান, ইন্টারলেকেনের সবই আছে।

আবু নাসের ইকবাল কবির, একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প

হেলাল উদ্দীন রানা



আবু নাসের ইকবাল কবির।জাতির একজন সূর্য সন্তান। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি মুক্তিযোদ্ধা। এর বাইরে তিনি একজন ডাক সাইটে শ্রমিক নেতা। ইকবাল কবিরের হাত ধরে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সিলেটে জন্ম নেয় গনপূর্ত অধিদপ্তরের শ্রমিক কর্মচারী পরিষদ। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে সংঠনটিকে তিলে তিলে গড়ে তোলেন তিনি। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাখেন বলিষ্ঠ ভূমিকা।এছাড়া ক্রীড়া ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা সহ রাখেন নানা অবদান।ছিলেন সিলেট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত।

১৯৯৪ সালে সিলেট থেকেই অবসরে যান ইকবাল কবির। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যে বসবাস করছেন।একই বছর অবিভাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখেন।প্রচার বিমুখ এই মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্র বা সরকারের কোন আনুকুল্য গ্রহন করেননি।এমন কি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচয়ও দেননা কোথাও। তাঁর সোজা সাপটা জবাব দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছি।এতে বলে বেড়ানোর মতো কিছু নেই।এমন কি এই মুক্তিযোদ্ধা কোন মিডিয়ার সাথেও কথা বলেননি আজ পর্যন্ত। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গনপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি) তে ওয়ার্ক এসিস্টান্ট পদে যোগদান করেন মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল কবির।গনপূর্ত বিভাগের অধীনে শহরে যেসব ভবন বা অবকাঠামো নির্মাণ হতো তা দেখাশোনা করাই ছিল তাঁর মূল কাজ।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রায় দুমাস পর কর্মক্ষেত্র রংপুর থেকেই বাউরা সীমান্ত পার হয়ে যোগদেন মুক্তিযুদ্ধে।বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৭ বছর। এই পড়ন্ত বেলায় এসে কথা বললেন দৈনিক মানবজমিনের সাথে।বললেন মুক্তিযুদ্ধ সহ জীবনের না বলা কথা। মুক্তিযুদ্ধের সনদ অনুযায়ী ইকবাল কবিরের ফ্রিডম ফাইটার (এফএফ) নম্বর ১১৪০।তাঁর সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর নাওয়াজেস উদ্দিনের স্বাক্ষরকৃত সনদপত্রটি ইস্যু করা হয় ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রংপুর থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শেষ হলে দেশের অভ্যন্তরে গুপ্তচর হিসাবে যুদ্ধের খবর সংগ্রহে নিয়োগ করা হয় তাঁকে। কাজ ছিল দখলদার বাহিনীর যুদ্ধের প্রস্তুতি, তাদের গতিবিধি, ক্যাম্পের অবস্থান সহ শত্রু সেনার সকল মুভমেন্টের যতটা সম্ভব নজরদারি ও খবরাখবর সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়া। ইকবাল কবির-মোহাম্মদ মোস্তফা,মানিক চৌধুরী ও সুবেদার খলিলুর রহমানের তত্বাবধানে ভারত সীমান্তবর্তী বাউরা ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের একমাসের প্রশিক্ষন সম্পন্ন করেন। তাঁদের এসএমজি, এসএলআর, রাইফেল, গ্রেনেড নিক্ষেপ সহ অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষন দেয়া হয় এবং যুদ্ধের নানা কৌশল হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়।

গনপূর্ত বিভাগে সরকারী চাকরীর সুবাদে তাঁর ছিল অনেক বাড়তি সুবিধা। স্হানীয় অনেক প্রভাবশালী বিহারী ঠিকাদারের সাথে ছিল অতন্ত সুসম্পর্ক। এদের মধ্যে অন্যতম ঠিকাদার ছিলেন বিহারী খলিল। ইকবাল কবিরকে তিনি সব সময় অভয় দিয়ে বলতেন "ঘাবড়াও মত ইয়ার,হ্যাম হো না"। স্হানীয় বিহারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে কেউ কখনও সন্দেহের চোখে দেখেনি। চাকরীর সুবাদে রংপুরের তৎকালীন বিহারী সমাজের অনেকের সাথেও গড়ে উঠে তাঁর বেশ সখ্যতা।এই সুযোগকে তিনি কাজে লাগান। এছাড়া যুদ্ধ শুরুর পর তিনি ভাড়া বাসা ছেড়ে পরিবারসহ আশ্রয় নেন পুলিশ লাইন লাগোয়া রংপুর সদর হাসপাতালের ভেতরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্মিত একটি শেডে। এই হাসপাতালের তৎকালীন প্রভাবশালী সিলেটি চিকিৎসক আবু তাহের চৌধুরীর আনুকুল্য ও সিলেটি নার্স আব্দুস সালাম সহ অনেকের সহযোগিতায় হাসপাতাল কম্পাউন্ডে পরিবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেন।

ফলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান এবং নিবিঘ্ন ভাবে কাজ করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ সাধ্য হয়। কবির বলেন,তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে কাজের অজুহাতে রংপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন।রাতেও পরিচিতদের সাথে আলাপ করে যতটা সম্ভব পাক বাহিনীর নানা প্রকারের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতেন। এভাবে প্রায় সপ্তাহ দশদিন পর সুযোগ বুঝে হঠাৎ করে রাতের অন্ধ্যকারে সীমান্ত পার হয়ে চলে যেতেন ভারতে। সেখানে দুই তিন দিন অবস্থান করে সকল খবরাখবর তাঁর উর্ধতনদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের নির্দেশ নিয়ে একই ভাবে কোন



এক রাতের আঁধারে সীমান্ত টপকে ঢুকে পড়তেন দেশের ভেতর।পরদিন সকালে হাজির হতেন নিজের কাজে। তিনি রংপুর শহর ছাড়াও নীলফামারী এলাকায় কাজ করেছেন।এসব এলাকার নানা সীমান্ত ব্যবহার করতেন বিভিন্ন সময়ে ওপারে আসা-যাওয়ায়।মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে রংপুরে পাক আর্মির হেড কোয়ার্টার ছিল রংপুর ক্যান্টনমেন্টে।মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন ধাপ এলাকায় ছিল তাঁর বাসা। ফলে এই এলাকাসহ গোটা রংপুর শহর ছিল তার চেনা-জানা।

পাক আর্মির বেশীর ভাগ খবরই পেতেন নানা জনের কাছ থেকে।বিশেষ করে পাকিস্তানী বিহারী বন্ধুদের কাছ থেকে পেতেন একেবারে ভেতরের নানা খবর। তাঁরা কী ভাবছে কোথায় আক্রমণের পরিকল্পনা করছে ইত্যাদি অতি গোপনীয় তথ্য গল্পের ছলে কৌশলে জেনে নিতেন। তাকে নানা ভাবে অভয় দিতো এ সকল বিহারী মানুষজন।বিশ্বাস করে অনেক গোপন তথ্যও জানিয়ে দিতো তাঁকে। রংপুরে তাকে কেউ চিনতে বা সনাক্ত করতে না পারলেও হবিগঞ্জে তিনি মুক্তিযুদ্ধে গেছেন এমনটা চাউর হয়ে যায়।ফলে পাক বাহিনী তার পিতার উপর ভীষণ ভাবে চাপ সৃষ্টি করে। ভয়ে বাধ্য হয়ে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে গ্রামে আত্ম-গোপনে চলে যান তিনি।

ইকবাল কবিরের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১ মার্চ। পৈতিক নিবাস নবীগঞ্জ থানার দীঘলবাঁক গ্রামে হলেও বাবার ব্যবসা সূত্রে জন্ম এবং বেড়ে উঠা হবিগঞ্জ শহরে। পিতার নাম আবু মোহাম্মদ ইউসুফ । ১৯৬৪ সালে হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৬৬ সালে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এই মুক্তিযোদ্ধা।সরকারী চাকরীতে যোগদান ও বিয়ের কারণে লেখাপড়া বেশীদুর এগোয়নি।পরে চাকরী কালীন সময়ে রংপুর পলিটেকনিক থেকে নৈশকালীন কোর্সে ৩ বছরের ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।মায়ের অসুস্থতার কারণে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ছাত্রাবস্হায় বিয়ে করেন মাহমুদা কবিরকে। এক বছর পর জন্ম নেয় প্রথম পুত্র সন্তান।দেখতে ছোটখাট প্রকৃতির মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল কবির একজন অসম সাহসী মানুষ। বরাবরই তিনি একরোখা ও বেপরোয়া স্বভাবের ছিলেন !

যুদ্ধের সময় খবর সংগ্রহের কাজ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ। প্রতি মূহুর্তে জান বাজি রেখেই কাজ করতে হয়েছে। সব সময় একটি ভয় তাড়া করে ফিরতো যে, কখন আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ে ! তাছাড়া কোন ভাবে পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়লে মৃত্যু অবধারিত ছিল। যুদ্ধ দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এই মুক্তিযোদ্ধা বলেন,একদিন নানা জায়গা ঘুরে খবর নিয়ে যখন ডেরায় ফিরছিলেন তখন হঠাৎ আকাশ থেকে শত্রু সেনা একটি মর্টার শেল ছুঁড়ে মারে ! তিনি টের পেয়ে মূহুর্তে রাস্তার পার্শ্ববর্তী খাদে লাফিয়ে পড়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচান ! এই ঘটনাটি ঘটে রংপুর কলেজ সংলগ্ন মশিউর রহমান যাদু মিয়ার বাড়ীর সামনে।এই মর্টার শেলটি তাঁর অনতিদুরে পড়ে বিধ্বস্ত হয় এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।তিনি বলেন,আজও ভাবলে অবাক হই এই প্রায় অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহ কী ভাবে বাঁচিয়ে আনলেন!

এই মুক্তিযোদ্ধা বলেন,রংপুরে কাজে যোগদানের পর শহরে একটি বাসা ভাড়া করে পরিবারকে রংপুরে নিয়ে আসি। বেশ কিছুদিন পর বাবা মা তাদের নাতিকে দেখতে হবিগঞ্জে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তখন অসযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাটা আজকের মতো ছিলনা।পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে হবিগঞ্জ পৌঁছাই।ইত্যবসরে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো।আমাকে কাজে ফিরতে হবে। কিন্তু বাবা আমাদের একা দিতে রাজি হলেন না। শেষে আমার ছোট ভাই মোজাহিদ কবিরকে আমাদের সাথে পাঠালেন।কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে সে আর হবিগঞ্জে ফিরতে পারেনি। যুদ্ধকালীন পুরো সময় সেও রংপুরেই থাকলো। কবির আরো বলেন,যখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন এই খবরটা যোগাযোগের অভাবে দেশের বাড়ীতে বাবাকেও জানাতে পারিনি।পরে ভারত থেকে আমার কমান্ডার খবরটি আগরতলা হয়ে হবিগঞ্জে পৌঁছার ব্যবস্থা করেন।

দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুবই হতাশ এই মুক্তিযোদ্ধা।বললেন, জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম একটি বৈষম্যহীন,শোষণ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ ৫২ বছর পরও দেশের মানুষকে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতে হচ্ছে-এরচেয়ে লজ্জার কি আছে! আজকে যা হচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক শাষণ কালেও এমনটি প্রত্যক্ষ করিনি। বাংলাদেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এমনটা দেখে যেতে চান এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর কমান্ডাররা রংপুরের কালেক্টরেট ভবনে অস্হায়ী ক্যাম্প স্হাপন করেন। সকল মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পে রির্পোট করেন। সেখান থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়। বয়সের কারণে এই মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি শক্তি লোপ পেতে বসেছে। অনেক বিষয় এমনকি জায়গার নাম ও ঘটনার সন তারিখ স্মরণ করতে কষ্ট হয়।সাহায্য করতে হয় সহধর্মিনীকে। তিনি নিজেও সত্তর পেরিয়েছেন ইতিমধ্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২পুত্র ও ৩কন্যা সন্তানের জনক। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজের ও পরিবারের জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সাধারণ সভা

তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার • সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- বার্ষিক এই সাধারণ সভা শুধুমাত্র ডিসেম্বরের ১৫, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে সকল প্রবাসী সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করবে কেবলমাত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৪-২১৪২

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২০-১০৪৪, ফারুক চৌধুরী (সহ-সভাপতি) ৯১৭-৬২৭-০৮৭৭, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৬৪৬-৩২১-৪১১৭, মোঃ নওশেদ হোসেন (কোষাধ্যক্ষ), ৬৪৬-৩০৮-২২৪৫, আবুল কালাম ভূইয়া (সাংগঠনিক সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, ডা: শাহনাজ লিপি (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার ও পাবলিসিটি সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬০৭, মোহাম্মদ টিপু খান (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৬৪৬-৬২০-৮৬২২, ফয়সল আহমেদ (সাহিত্য সম্পাদক) ৩৪৭-৭০৫-৫৮২০, সাহিনুল উদ্দিন মাহবুব (ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৭১৮-৩১২-৯৭২১, প্রদীপ ভট্টাচার্য (স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪, কার্যকরী সদস্য: ফারহানা চৌধুরী ৭১৮-৬৯৭-৯০০৫, মো: আখতার বাবুল ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আবুল বাশার ভূঁইয়া ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০, সুশান্ত দত্ত ৭১৮-৭১০-৫৬১৭, মোঃ সাদী মিঠু ৭১৮-৮২০-৩৬১৯ ও শাহ মিজানুর রহমান ৯১৭-৫০৫-৪৪৯৫

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক



বিষফুল

শফিক নহোর

সকালে ঘুম থেকে উঠা নিয়ে শুরু হল সোনিয়ার সঙ্গে মুরাদের বাগবিতণ্ডা। একটা সময় তা জেদে পরিণত হয়। মুরাদ ঘুম থেকে খাটের উপর উঠে বসল। তারপর বারান্দায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভোরের প্রকৃতির প্রতি তার এক ধরনের নেশা কাজ করে। প্রকৃতি অনুভব করে ব্রাশ হাতে ওয়াশ রুমে ঢুকে পড়ল। বের হয়ে এসে দেখল, সোনিয়া ঘুমিয়ে আছে। বেড-টি তো দূরের কথা সকালের নাশতা পর্যন্ত তৈরি করেনি। এভাবেই তাদের দাম্পত্ত জীবনের এক বছর পার হল। মুরাদ এক প্রকার হাল ছেড়ে দিয়েছিল। নিজের স্ত্রী সন্দেহ করে কেন? এই প্রশ্নটি মুরাদ সোনিয়াকে করেছিল। কিন্তু তার সদুত্তর মেলেনি কখনো। অতিরিক্ত ফোন ব্যবহার, বাইরের আড্ডা। সবকিছু কেমন যেন হয়ে উঠেছিল। মুরাদ চায়নি সংসারটা ভেঙে যাক। কিন্তু তারা আলাদা হয়ে গেল একদিন। কিছু বিষয় নিয়ে মুরাদ সোনিয়াকে সন্দেহ করত, অথচ উল্টো সোনিয়া মুরাদকে দোষ ধরতে থাকে। এর ভেতরেও ছিল অনেক না বলা ছোট্ট ছোট্ট গল্প। দৃশ্যমান হয়নি মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখা দুজনের গরল।

অনলাইনে মুরাদের কাকতালিয়ভাবে পরিচয় হয় মণিকা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে। তার সঙ্গে গড়ে উঠে মুরাদের অদৃশ্য প্রণয়। মণিকা বেশ কিছুদিন আগে মুরাদকে ফোন করে বলেছিল, এবার গ্রামে যাব ঈদ করতে। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে? কীভাবে যাবে তা নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে গেল সে। কারণ মণিকা মুরাদের ফেসবুক বন্ধু। বয়সে তার চেয়ে বেশ ছোট। মুরাদের সঙ্গে তুমি, কখনো আপনি সম্বোধন করে কথা বলে। একদিন কথা প্রসঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়ির গল্প শুরু করল। গ্রামের বাড়ির গল্প শুনতে মুরাদ ভীষণ পছন্দ করে। তালগাছ, পুকুরে মাছ ধরা, খেজুর রস খাওয়া, নদীর তীরে বসে বাদাম খাওয়া। গল্প শুরু হলে চলতেই থাকে। অনলাইন অনেকটা নেশার মতো। একবার কোনোভাবে নেশা যদি লেগে যায়, তা পাশ কাটিয়ে উঠা বেশ কঠিন। মুরাদ অকস্মাৎ একটু ধাক্কা খেল নিজের মনের কাছে। মেয়েটি এত সহজে পটে গেল ক'দিনের মধ্যে। মুরাদ শ্রোতা হয়ে শুনতে লাগল তার কথা-

'তোমার সঙ্গে এই অনলাইনে কথা বলে আমার সময় কেটে যাচ্ছে; চোখের পলকে। বিশ্বাস করবে এই দেড়বছর কেমন বন্দি একটা জীবন অতিক্রম করছি। সব আছে তবুও মনে হয়েছে কি যেন নেই? তোমার সেলফোন নম্বরটা আমাকে পাঠিয়ে রেখ। আমি একসময় কল দেব। অনলাইনে কল দিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। তাছাড়া তোমার ব্যস্ততা আমি তো বুঝতে পারব না। অনলাইনে থাকলেই কল দিতে হবে এটা আসলে ভদ্রতার ভেতর পরে না।'

মুরাদ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমরা ক'জন নিয়মের ভেতর থাকি!'

মুরাদ তার অফিসের কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে কথা সংক্ষিপ্ত করল। তাকে ভীষণ চিন্তিত মনে হল। নিজের অজান্তে ঠোঁট নাড়তে লাগল। কার সঙ্গে কথা বলবে, মনে হচ্ছে তার মনের ভেতর অনেক দিনের পুরোনো কষ্ট জমে আছে। প্রিয় কোনো মানুষের কাছে কথা বলতে পারলে মনটা একটু হালকা হতো তার। কিন্তু এমন কাউকে পাবে কি করে?

গাড়ির এসি একটু বাড়িয়ে দিল। তবুও তার শরীর ঘেমে যাচ্ছে। তখন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভাবলো, এসি বন্ধ করে গাড়ির গ্লাস নামিয়ে দেই। বৃষ্টি ছুঁয়ে দিলে অনেক সময় মন ভালো হয়ে যায়। গাড়ির গ্লাস খুললে তাতে বাহির থেকে বৃষ্টির পানি চলে আসতে পারে ভেবে গ্লাস খোলা হল না। আজ উত্তরা ক্লাব থেকে একটা বোতল নিয়ে বাসায় ফিরবে ভাবছে সে। সেভাবেই জসীম উদ্দিন মোড় হয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু পবিত্র মহরম তাই আজ আর মদ বিক্রি হবে না; ক্লাবের রিসেপশনে বসা ভদ্র মহিলা জানিয়ে দিলেন।

'উত্তরা ক্লাব আজ বন্ধ'-এ ফোর সাইজের কাগজে প্রিন্ট করা একটা কাগজ টানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এরপর গাড়ি ঘুরিয়ে মহাখালী গেল, সেখানে অবশ্য তার যে ব্যান্ড পছন্দ তা নেই। এবার সোজা গুলশান এক নম্বরে হলি ফ্যামিলি হোটেল। তার পরিচিত একজন আছে। তার কাছে গেলে অবশ্য ব্যবস্থা একটা হবে। ইউটার্ন নিয়ে গুলশানে ঢোকার পথে জ্যাম। রাস্তায় এক ঘণ্টা বসতে হল। এর ভেতর চারটা সিগারেট শেষ করে ফেলল। চারদিকের পরিবেশ কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। গাড়ি পার্কিং করে জামিলকে ফোন দিল সে। প্রথম রিং শেষ না হতেই রিসিভ করল,

-মুরাদ ভাই, বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্য?

-জামিল ভাই, একটা ব্যবস্থা করেন না।

-কই আছেন?

-আপনার হোটেলের নিচে।

-নতুন একটা পরী আছে, চলে আসুন।

-পরী লাগবে না ভাই। পানি হলেই চলবে।

-মুরাদ ভাই লিফটের সাতে আসুন।

ভেতরে ঢুকতেই খুব পরিচিত একটা মুখ; সিগারেটের ধোঁয়ায় তার চেহারাটা হালকা ঝাপসা দেখা গেল। স্লিভলেস জামা পরে বসে আছে। জামিলকে আবার ফোন দিতেই, রিসিভ না করে তার সামনে এসে হাজির। মুরাদকে চোখ দিয়ে ইশারা করল, দেখছেন না, জিনিসটা? আজ থাকুন না আমাদের এখানে। ভালো একটা ডিসকাউন্ট করে দেব মুরাদ ভাই।

মুরাদ প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে জানতে চাইলো, কে মেয়েটি?

জামিল বলল, ধুর মিয়া তারে চেনেন না; সবচেয়ে দামি মডেল। বিদেশ থেকে কিছুদিন আগে বিজ্ঞাপন করে আসল।

-হুম এখন চিনতে পারলাম। এই জন্যই চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছিল। জামিল ভাই , পেমেন্ট কীভাবে করব? নিচে নাকি আপনাকে দিলেই হবে?

-এটার দাম নিচে দিলেই হবে।

সেদিন কথা না বাড়িয়ে চলে গেল মুরাদ। জামিলের কাছে সোনিয়ার খবর থাকে, কারণ সোনিয়া জামিলের কলেজ বন্ধু। সে হিসেবে কখনো কখনো জানতে না চাইলেও অনেক কথা বেড়িয়ে আসত। সোনিয়া ইদানিং বিভিন্ন ক্লাবে রাতে আড্ডা দেয় তার বন্ধুদের সঙ্গে। যদিও এ নিয়ে মুরাদের মাথা ব্যথা নেই। মুরাদ নিজেই স্বাধীন একটা জীবন চেয়েছিল যেখানে নিজের জন্য বেঁচে থাকা, সুখ, আনন্দ উপভোগ করা। সেখানে সোনিয়া তার ব্যক্তিগত জীবন উপভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। মুরাদ যদিও চেয়েছিল তাদের ভেতর সম্পর্ক থাকবে কিন্তু আলাদা সংসার থাকবে দুজনের। জবাবদিহিতা থাকবে না। সোনিয়া চেয়েছিল ভিন্ন কিছু। গ্রাম্য একটি মেয়ে মডার্ন কালচার সম্পর্কে অজ্ঞ। এটা মুরাদের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা।

সোনিয়াকে আজ ভীষণ মনে পড়ছে মুরাদের। সে নিজেকে অনেকটা ব্যর্থ ও অসহায় মনে করল। সোনিয়া যদি তাকে বুঝতে চেষ্টা করত! নিজের মনের মতো করে ভালোবাসতো। কিন্তু অবিশ্বাস তাকে মুরাদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বছরের পর বছর। মুরাদকে যখন সে এত অবিশ্বাস করে, তাকে ডির্ভোস দিয়ে অন্য কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে পারত। সোনিয়া তা করেনি কেন? এ প্রশ্নের জবাব মুরাদ জানে না।

দুজনের ভেতর গড়ে উঠেছিল অদৃশ্য অভিযোগের পাহাড়। মুরাদ কি করত, কেন করত- তার সমস্ত জবাব দিতে হত সোনিয়াকে। এটা ছিল মুরাদের সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

এখন তাকে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নয় মুরাদ। সে আলাদা থাকছে। তাদের সন্তানকে দেশেরে বাইরে রেখে পড়াশোনা করাতে হচ্ছে। এমন পরিবেশে বাচ্চা মানুষ হবে না ভেবে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই পরিবেশে থাকলে যা দেখবে তাই শিখবে। তখন বাচ্চাকে দোষ দিলে হবে না। এদিকে সংসার ঝুলে আছে বেগুন গাছে। নিজের দেশে কোনো কিছুর অভাব নেই। অথচ ছেলেকে দিল্লি রেখে পড়াশোনা করাতে হচ্ছে। সোনিয়ার যে বিরূপ আচরণ, তাতে ছেলেকে দেশে রাখার উপায় ছিল না।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই মণিকা কল দিলো, গাজীপুর খুব সুন্দর একটা রিসোর্ট আছে যাবে আমার সঙ্গে?

মুরাদ সত্যিকার অর্থে এমন প্রস্তাবের জন্য অপ্রস্তুত ছিল। মুরাদকে চুপ থাকতে দেখে মণিকা প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার ভয় পেয়ে গেলে না কি?

-ভয় না ঠিক, সংশয়।

-কেন? বিশ্বাস করতে ভয় পাচ্ছো?

-যদি বলি, হ্যাঁ। অনলাইনে আছো?

-জি

-ভিডিও কল দেব?

-কেন নয়? নিশ্চয়ই। আজ খুব সেজেছি। তবে তুমি ভয় পেলে যাবো না।

মণিকা ভিডিও কল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অফ লাইনে চলে গেল। আগুনে ঘি ঢেলে দেবার মত অবস্থা। মোবাইলে বার্তা দিয়ে রিসোর্টের ঠিকানাটা চেয়ে নিল মুরাদ।

এক ঘণ্টা পর তাদের দেখা হবে। অনেক দিনের জমানো ভালোবাসা মনোভাব তার নিজস্ব বহিঃপ্রকাশ হবে বৃষ্টির জলের মতো নিঃসঙ্গ। কলমি লতার মতো নুয়ে পড়া শাড়ির আঁচাল বেয়ে জ্বলবে পুরোনো বেদনার ক্ষত। আকাশ ঘুরছে তার মাথার উপর। চোখের সামনে ভুলে যাবে, সত্যিই ভুলে যাবে আজ সোনিয়াকে।

দেখা হল দু'জনের। মণিকা বলল, কি ভাবছো?

না, কিছু না। আসতে দেরি হল। তাই একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। চল, ভেতরে যাওয়া যাক।

মণিকা আজ সতেজ হয়ে উঠেছে; বৃষ্টি পাবার পর গাছের পাতা যেমন সবুজ প্রাঞ্জল ঠিক তেমন।

নাও, সিগারেট নাও-মণিকা মুরাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

বিদেশি ব্রান্ড দেখে মনে হঠাৎ প্রশ্ন চলে আসল মুরাদের।

কবে গেলে বিদেশ? মণিকা বলল, আমার কাজিন দিয়েছ।

এদিক ওদিক তাকিয়ে মুরাদ বলল, রিসোর্ট ভারি সুন্দর! তোমার পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে।

রিসোর্টের সামনে পেছনে বাগান। বিদেশি ফুল, খেলার জায়গা। বসবার জায়গা বেশ দারুণ। তা ছাড়া নকশা করা চমৎকার লাগছে। ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে, ভারি মিষ্টি সে সুর। মণিকা জানতে চাইল, বাহিরে বসবে, না ভেতরে?

-বাহিরে বসি।

-বাহিরে বেশিক্ষণ বসা ঠিক হবে না। ঠাণ্ডা বাতাস, বৃষ্টি হচ্ছে। একটা রুম নেওয়া যেতে পারে কিছু সময় ভেতরে কাটালাম।

-বাহানা খুঁজছো কাছে পাবার?

-তাতে দোষ কোথায়? ধরা দিতে ভয় হয়; না কি নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা।

-উজাড় করে দিতে চাইলেই যদি পালিয়ে যাও। তাই নিজেকে আড়াল করা খুব দরকার।

মণিকা বা'দিকে চোখ তুলে দেখল দরজার উপরে লেখা অ্যালকহোল কর্ণার। অবাক হয়ে বলল, এখানেও এসব পাওয়া যায়? অভ্যেস আছে তো?

-তা আছে।

-তবে আর কী? হয়ে যাক আজ। অনেকদিন বসা হয়না।

-আমার সঙ্গে এতসব করছো। মন থেকে, না কি দু'দিন পর সব ভুলে যাবে?

-সব ভুলা যায়?

মণিকা কিছুক্ষণ নিষ্পলক মুরাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সময়, সবসময় সবার এক রকম থাকে না। নদীর ঢেউয়ের মতো পরিবর্তন হতে থাকে জীবন। এখানে মানিয়ে চলার চেয়ে মেনে চলা সহজ। সব আবেগ সবার হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারে না।

-কি খাবে?

-তুমি?

-তোমার পছন্দ বল হে প্রিয়।

-হুইস্কি।

-আমারও তাই। চিয়ার্স...!

-তোমাকে পাব মাঝেমধ্যে?

-মন থেকে চাইলে পাবে।

-তুমি হঠাৎ এভাবে আসবে, তা ভাবতেই পারিনি।

-আমিও না। ভাবছিলাম, আজকের সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যাবে। এই সন্ধ্যা অনেক দিন মনে রাখার মতো। তোমার মতো অল্প বয়সী অপরুপা সুন্দরী আমার সঙ্গে বসে ড্রিংকস করছে,তা মনে রাখবার মতো নয় কি?

তা তো নিশ্চয়ই। চুলগুলো মৃদু বাতাসে উড়ছে মণিকার। চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে রইল মুরাদ। কিছুক্ষণ পর মাথার ভেতর একটা চক্কর দিল। সোনিয়ার মুখাবয়ব ভেসে উঠল মুরাদের চোখে। তখন সে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি এখানে?'

মণিকা মুরাদের মাথা তার বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে আলতো করে মাথায় হাত রেখে বলল, মনে হল বহুদিন পর ড্রিংকস করছো? বিশেষ কাউকে মনে পড়েছে বুঝি! মুরাদ বলল, ঠিক তা নয়। মাথাটা একটু ধরেছে।

পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখল, সোনিয়া তার বিছানায় শুয়ে আছে পুরোনো ভঙ্গিমায়। গাজীপুরের রিসোর্টের কথা ভুলে গেল বেমালুম। স্ত্রীর হাতের কোক পান করেই ড্রিংকস ফিলিংসে আক্রান্ত বেচারা!

সত্যিই সোনিয়া মুরাদের বিছানায় শুয়ে আছে। মুরাদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই হয়তো প্রথম সোনিয়ার দিকে সে সত্যিকার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছে। এত রূপ কখনো পরখ করে দেখেনি। কী ভুলে কীসের মায়ায় তাকে দূরে রেখেছিল, কীসের মোহ মায়ায় সোনিয়ার দিকে নিবিড় ভাবে তাকানোর সময় হয়নি মুরাদের?

পৃথিবীর উজান স্রোতে মুরাদ ভেসে গেছে চলতি নিয়মের ঠিক যেন বিপরীত। সংসার, অফিস, ব্যস্ততা চোরাবালির মতো একটা সময় দূরে যেতে থাকে বিবাহিত স্ত্রী। গা ভাসিয়ে দিয়েছিল ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে। কৈফিয়ত চাইবার অধিকার থাকলেও ব্যস্ততার খোলস মুরাদকে তার সামনে আসতে দেয়নি কখনো। প্রযুক্তিগত ব্যস্ততা নিজেদের অহংবোধ ভেতরে একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করেছিল। যে দেয়ালের জন্য পবিত্র হাসি দেখতে পায়নি, শুনতে পায়নি মধুময় কণ্ঠের সকালে চা পানের আকুতি। সোনিয়া খোলস বদল করেই মণিকা হয়েছিল।

"মানুষ মূলত একটি প্রতিচ্ছায়া, তার নিজের ভেতরে নিজেই জমিয়ে রাখে অদৃশ্য বিষফুল।"



হায় আপসোস

শাহীন খান

সুপ্রিয় নূপুর,

জীবনের প্রান্তবেলায় আজ আমি বড্ড একা, নিঃসঙ্গ! কখনো ভাবেনি আমার প্রতিটি দিন, প্রতিটি সময় এমনি করে কষ্টের ভেতর কেটে যাবে! স্বপ্ন সবই মরে পচেগলে দুর্গন্ধ ছড়াবে।

নূপুর, আল্লাহর বড় নেয়ামত স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্যই আমার ভালো নেই, ভালো থাকেনি, থাকবেও না। জেনে রেখো, একটা মানুষ কখনই অসুখবিসুখের "ভান" ধরেনা। আমারও ইচ্ছে হয় পাঁচ দশটা সুস্থ লোকের মতো জীবন কাটাতে।

এই যে পাখিদের সুর, নদীর কলতান, জীবনের এতো কোলাহল, সবুজের গালিচা, আকাশ, চারদিকে প্রেমের ছড়াছড়ি, রাত জেগে মুঠোফোনে কথা বলা, ভিডিও কলে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করা আমার কাছে এসবের কোন দামই নেই। সবকিছু অসার মনে হয়।

বিশ্বাস করো এখন আর এক মুহূর্তের জন্যও বেঁচেবর্তে থাকতে মন চায় না। খুব বেশি পরবাসী জীবন আমার। একাকিত্ব আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। হায়রে জীবন আমার! চোখে কষ্ট! পেটে কষ্ট! পায়ে কষ্ট! প্রিয়জন থেকেও কষ্ট আসে যখন তখন। কাকে বলা যায়?

আত্মহত্যা মহাপাপ, এটা জেনে আর সামনে এগুতে পারি না। শামুকের মতো আর কচ্ছপের মতো বেঁচেবর্তে আছি। ঘরকুনো অন্ধকারের মতো আমি একা, আলো আর আমার জীবনে আসলো না। অথচ, কতো স্বপ্ন ছিলো সমস্ত হৃদয় জুড়ে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করার।

নূপুর, আমি আমার জীবনকে জীবন বলি না। পাপ অভিশাপে জর্জরিত দেহ। পবিত্রতার সফেনে কখনই ঢেকে দিতে পারবো না, আলসতা আর হতাশা গ্রাস করেছে আমাকে, এগুলো থেকে পরিত্রাণ কিংবা রেহাই পাওয়া অসম্ভব।

নূপুর, বড্ড নিঃশ্চিন্তে নাক ঢেকে তোমরা ঘুমাও। ঘুমাও দিনেও, স্বপ্নের মাঝে হারিয়েও যাও। অথচ, আমি ঘুমাতে চাই, ঘুমাতে চাই, ঘুম আমাকে আলিঙ্গন করে না।

এরমক জীবনে ঝুমুকে জড়ানো আমার উচিৎ হয়নি। ওর কোন আহ্লাদ, ওর কোন স্বপ্নই আমি আলোয় ফুটাতে পারেনি। অন্য মেয়ে হলে ঝাঁটার বাড়ি দিয়ে সংসার নামক ছেলেখেলাকে পায়ে দলে আরেক পুরুষের হাত ধরে চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতো। যেতো কি না তুমিই বলো? আমার আপ কি অবশিষ্ট আছে! কিছুই তো নেই।

আর তাই আমার বুক ঘিরে কান্নারা কণ্ঠনালী জোরে চেপে ধরে কারণে অকারণে। কেন আমি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলাম, কেন আমি একটা ফুটফুটে বেড়াল কিংবা অন্য প্রাণী হলাম না? তাহলে অন্তত পক্ষে আদর টুকু তো আমার ভাগ্যে জুটতো? হায় আপসোস! আমি কেন রোগা হলাম?

তোমার আর পুতুলের মতো তেজী মন মানুসিকতা আমাকে বিধাতা দেয়নি। অন্ধকারে অল্পতেই তলিয়ে যাই। ভাবতে আবাক লাগে একটা পা' হীন কি দারুণ তুমি জীবনকে উপভোগ করছো!

নূপুর, গতকাল সকালে হানিফের হোটেলে দু'টো ডিম, মৌসীমি ভর্তা, তেল মরিচ ছাড়া পেঁপের হালুয়া খেয়ে, দুপুরে ঝুমুরের হাত দিয়ে খাইয়ে দেয়া গরুর গোস্ত খাবার পরও যখন ব্লাডপ্রেসার ৯৩/ ৫৭, তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ওরস্যালাইন গিলি। কিন্তু প্রেসারের উন্নতি একদম হয়নি। বাসায় ফিরে কাউকে না বলে অস্থিরতার ভেতর ফ্যানটি ছেড়ে শুয়ে থাকি। দুখের বিষয় কেউ এসে বলেনি এই যে বুড়োবাম, কি হয়েছে?

দোকান থেকে এত তাড়াতাড়ি এলে কেন? শরীর কি আজো খারাপ? প্রভৃতি প্রভৃতি। কিংবা নরম দু' টি হাত আমার কপাল মাথা অবধি স্পর্শ করেনি!

যা হোক আমার দুঃখ আমারই থাক আমার কষ্ট আমাকে নীরবে নিভৃতে কাঁদাক। তোমরা ভালো থেকো, ভালো থেকো।

-তোমার ভাইয়া।

“আপনি
TLC PLATE-এর
মালিক হতে চান?”

TLC নতুন প্লেট দিচ্ছে



আজই যোগাযোগ করুন

NY INSURANCE BROKERAGE INC
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372
718-476-2025

ক বি তা র এ ক পা তা

শিস দিয়ে আগমনী সংগীত গাইতে গাইতে শীতকাল এসেই পড়ল বুঝি! যদিও হেমন্ত অপরূপ রূপ মেলে আজো স্বরাজ কায়েম রেখেছে। ক্রমেই গ্রীষ্মের সবুজ পাতাগুলি হেমন্তে এসে প্রথমে হলুদ, তারপর বাদামী এবং সবশেষে মচমচে মরা বাদামী হয়ে ঝরে পড়ছে। আমাদেরো জীবন থেকে একএকটা বছর খসে পড়ছে মহাকালের গর্ভে। এইতো দিন কতক আগে 'কবিতার এক পাতা'ও তার আয়ুর পঞ্চ বর্ষ পেরিয়ে এল। নভেম্বরের এই সংখ্যাটি দিয়ে তার নতুন চলা শুরু। ষষ্ঠ বছরের শুরুতে আপনাদের সকলকে আমাদের এক বুকভালোবাসা। যাঁরা লিখছেন, যাঁরা ভালোবেসে পড়ছেন, অবিরাম উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা ও অবিরল শুভেচ্ছা! —ফারুক ফয়সল

জায়মান মানুষের জয়গান

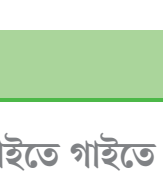
তমিজ উদ্‌দীন লোদী

বিষণ্ণতা কি জেঁকে বসে আছে?
ফিলিপ লারকিনের মতো কে উচ্চারণ করে 'হ্যাপি ফিউনারেল'!
কে কিংবা কারা বলে যাচ্ছে নিভৃতি চাই, নিভৃতি চাই
তবুও কোথাও যুদ্ধ আছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবী আছে
কবিদের শেকল পরানো আছে

যদিও একদা সাইবেরিয়াও কবিতায় শেকল পরাতে পারেনি
পৃথিবীতে যেমন দম্ভ, বিকার ও নিষ্ঠুরতা বহমান
তার বিপরীতে জায়মান মানুষের জয়গান
যদিও পৃথিবীতে বুলেটের বিশ্বায়ন আছে

অসংস্কৃত ভাষার আস্ফালন আছে
মানুষের চৈতন্যকে চুরমার করার প্রচেষ্টা আছে
তবুও দেখছি শীলিত মানুষের পদছাপ

রুটি ও ভাতের বিশ্বায়ন
ভালোবাসা অন্তহীন সুতোর মতো
নিমগ্ন শব্দহীন মানুষের নীরব বিস্ফোরণ
কাঙ্ক্ষিত বাগান সাজিয়ে চলেছে।



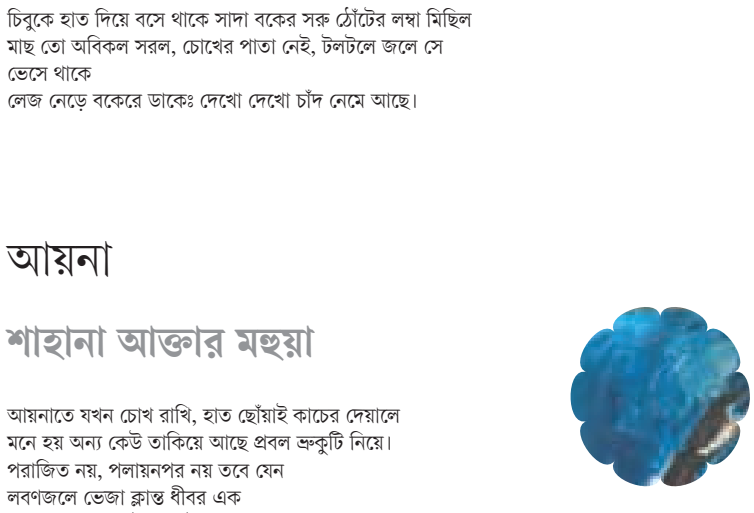
ব্রেস্ট ক্যানসার

হেনরী স্বপন

হাসপাতালের মৃত্যু ছাড়া সব গন্ধই অচেনা,
অসুস্থ রোগীর মতো ঘুমোচ্ছিল রাত:
একজন মুমূর্ষুর পাশে ডাইনিং পেতে রেখেছিল,
সেখানে খাবার নিয়ে আরশোলার কাড়াকাড়ি
ব্যান্ডেজের মতো নার্সের শুভ্রতা পরা তুলো
জেলি মাখানো রুটির তুলতুলে স্তন,

সাজানো প্লেটের রুগ্ন আঙুর বাগান
ওটির উত্তাপে হাঁপাচ্ছিল আপেলের
রক্তমাখা ছুরি,
ডেটলের গন্ধ কিছুক্ষণ বুদ্বুদের ঢেউ তুলে—
হুইস্কিতে বুঁদ...
হাসপাতালের বারান্দায় কে যেনো শুকাতে দিয়েছে
আটত্রিশ ব্রেসিয়ার,

শরীরের মাংস কেটে ফেলা ব্রেস্ট ক্যানসার।



মাটি নেই, বাগান আছে

অপরাহ্ণ সুসমিতো

কে জানে কোথায় চাঁদ নেমে আছে, কে জানে সারারাত বিধূ থেকে
অনল আলো সে ধরে আছে,
পৃথিবী তারে ওলো চাঁদ সোনা ডাকে
কেউ ঠোঁট গোল করে পূর্ণিমা মাখে।

কে জানে নিশি পায় কাকে কে জানে সে ম্রিয়মাণ হাঁটে
কে জানে সে নবনীতা হাসে যে তারে আচানক দেখে,
চোখ তুলে বলে আহা দেখো চাঁদ নেমে গেছে।

নদী থাকে দুই হাতে ভরাট কপাট, ডাকাতিয়া ডাকেঃ আমার মাটি
নেই, বাগান আছে
নদী কখনো অন্ধ নয়, তার চাঁদ খোলা শরীর; কে জানে কোন
বালিকা ছাদ ছুঁয়ে থাকে,
জীবনের জ্যামিতি আঁকে।

চিবুকে হাত দিয়ে বসে থাকে সাদা বকের সরু ঠোঁটের লম্বা মিছিল
মাছ তো অবিকল সরল, চোখের পাতা নেই, টলটলে জলে সে
ভেসে থাকে
লেজ নেড়ে বকেরে ডাকেঃ দেখো দেখো চাঁদ নেমে আছে।

আয়না

শাহানা আক্তার মহুয়া

আয়নাতে যখন চোখ রাখি, হাত ছোঁয়াই কাচের দেয়ালে
মনে হয় অন্য কেউ তাকিয়ে আছে প্রবল ভ্রুকুটি নিয়ে।
পরাজিত নয়, পলায়নপর নয় তবে যেন
লবণজলে ভেজা ক্লান্ত ধীবর এক
শুশুকের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে লুকিয়ে থাকে যার বিপন্ন নিঃশ্বাস।
রাস্তার ধারে নিমগ্ন ছেলেটার গান শুনে মনে মনে ভাবি–
আহা, এ-ও তো হতে পারতো এলটন জন কিংবা হালের এড শীরান।
প্রতিভার অপচয় করে কোন সুখে সে এমন রোদ-ঝড়ে
দাঁড়িয়ে গিটার বাজায়!

আয়নাটা মুখ টিপে হাসে।
তবে কি আমার মতো সে-ও নিজের চোখে চোখ রাখতে দ্বিধান্বিত হয়!

দুজন মানুষ

মোস্তাক আহমাদ দীন

শিরীষ গাছের নিচে দেখি চুপচাপ
দুজন মানুষ:
কেন ফুল ধরে গাছে, আর
কেন ফল ধরে
ফুল-ফল কেন ঝরে যায় সর্বংসহা ঘাসে

কেন চুপে ঝরে যায় ঘরের সন্তান

অশ্বত্থ গাছের নিচে তাই চুপচাপ
দুজন মানুষ:
এতটা বিষাদ যদি, তবু কেন গান গায়
তীর ও ধনুক হাতে এত যে নিষাদ
তবু কেন গান গায় রোজ

তবু-তবু কেন মেঘলুপ্তি
তবে কেন এই মর-পাখির জীবন?



দিনলিপি

শান্তা শ্রাবণী

দৈবাৎ পথের ধারে কুয়াশা জাগে, মুঠি
খোলে, আলো আর ছায়া বিভেদ অঙ্কে ফেঁসে
গিয়ে হেলান দিয়ে বসে, বিপন্ন চেহারায় হীন
ষড়যন্ত্রে ব্যবধান বাড়ে, আর, আগুনেও
মিথ্যার বেসাতি
ভালোই বেঁচা কেনা হয়।

পৌরানিক নগরে দীর্ঘ অনশন থাকলে,
অগুনতি আলো দ্রুত হেঁটে যায়, ব্যতিব্যস্ত
কড়া নাড়ায় ভয় নাই, ওরা প্রতিভা পায়নি
কেউ, বশীকরণের তাবিজ কবজ ধাবিত একই
চিন্তায়, পক্ষপাতিত্ব মুখোশ খুলে দিলে, এসো,
পতনের সামনে দাঁড়াই।

যদি ভুলে যাই মাধুরী, রিক্ত হয়ে
যাবো জেনো,
পতঙ্গের প্রাণ পাবো আর রক্ত জমাট হবে
হৃদপিণ্ডের গুহায়-
ওইখানে পক্ষপাতিত্ব আছে, জলপথ
মুখস্থ হলে,
সন্তর্পণে জাগি প্রতিধ্বনি নিয়ে, চলো,
বরং চলো ফিরে যাই।

তুমি কোনদিক যাবে

শিউল মনজুর

এক
তুমি কবে থেকে
মানুষের পোশাক ছেড়ে
বন্য প্রাণীর পোশাক নিলে?
নাকি সত্যি সত্যি
তুমি আগে থেকেই
হিংস্র প্রাণীকুলের সদস্য ছিলে?

দুই
টালমাটাল ইউক্রেন থেকে গাজা
টালমাটাল প্রিয় বাংলাদেশ...
তুমি কোনদিকে যাবে-
প্রশ্নের উত্তর তোমার বিবেকের কাছেই রয়ে গেছে!

তিন
উলঙ্গ আজ মানব সভ্যতা
কারুন ও ফেরাউনের উত্থান-
তাদের বন্ধু দাজ্জাল বুঝি আসছে!

দোস্ত

স্বপ্ন কুমার

তুমি চইলা যাবার পর
ডিমেনশিয়ার রোগীর মতন বেমালুম ভুইলা গেছি যে
কোনো একদিন আমিও
কবি আছিলাম

তুমি চইলা যাবার পর
মশকরা কইরাও এখন আমারে আর কেউ
কবি কইয়া ডাকে না

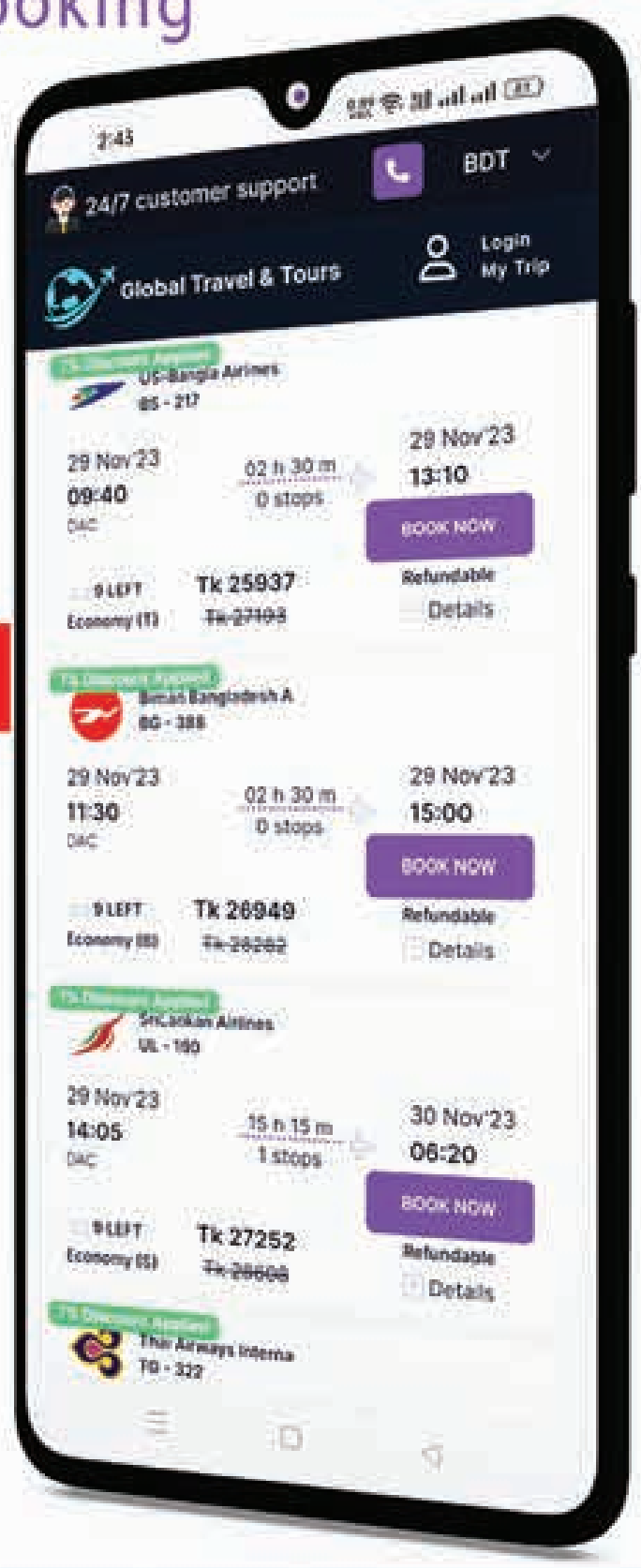
তুমি চইলা যাবার পর
বুকের ভিতরটা এমন খালি খালি লাগে
যে রকম খালি খালি লাগে
প্রচন্ড বেগে ঢালু পথে নামতে থাকা গাড়ির
কোনো কোনো প্যাসেঞ্জারের

তুমি তো চইল্যাই গেছো
তোমারে আর আটকাইয়া রাখতে পারলাম কই
পানির তলায় মানুষ কতক্ষন আর আটকাইয়া রাখতে পারে
তার দম...

UP TO 10%
Discount
on Flight Booking



Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK



Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online

www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
16 November 2023, Thursday, Issue 348

১৬ নভেম্বর ২০২৩, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

সাক্ষাৎকার



খন্দকার সিপার আহমেদ

সন্তানদের নিয়ে বাংলাদেশ সফর করুন

রোকেয়া দীপা

বাংলাদেশের প্রবাসীবহুল সিলেট অঞ্চলের অন্যতম ট্রাভেল এজেন্সি সিপার এয়ার সার্ভিসের কর্ণধার খন্দকার সিপার আহমেদ বলেছেন, দেশের পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটি অপরিহার্য বিষয়। বাংলাদেশ বিমান নিউইয়র্কের ফ্লাইট চালু করতে পারলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা নিজের দেশের বিমান পরিবহনে দেশে যাওয়া আসা করতে পারতেন। তিনি বলেন, এয়ারলাইন্স হিসেবে বাংলাদেশ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বাসাভাড়া পাইয়ে দেয়ার নামে সক্রিয় জালিয়াত চক্র

নিউইয়র্ক



মনজুরুল হক

বাসা ভাড়া পাইয়ে দেয়ার নাম করে নিউইয়র্কে সক্রিয় হয়ে উঠেছে একটি রিয়েল স্টেট ব্রোকার জালিয়াত চক্র। এদের চতুর ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই বিপাকে পড়ছেন। বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এরমধ্যেই বেশ কয়েকজন এমন প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

ব্রোকার পরিচয় দিয়ে বাড়ি ভাড়া আদায়ে কোন প্রকার বিড়ম্বনা না পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয় প্রথমে। এমন নিশ্চয়তা পেয়েই অনেক বাড়ির মালিক কথিত ব্রোকার কোম্পানির ফাঁদে পড়েন। বাড়ির মালিক থেকে বাসা ভাড়া পাইয়ে দেয়ার নাম করে কৌশলে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে একটি চুক্তিপত্র করে নেন। চুক্তিপত্রে কী লেখা থাকে অনেক মালিক তা পড়ে দেখেনা। চুক্তিপত্র করার পরপরই বাড়ির মালিক থেকে শক্তিশালী হয়ে যায় ব্রোকার চক্র। এরপর ব্রোকার চক্রই ভাড়াটিয়া খুঁজতে থাকে।

ন্যায্য ভাড়া থেকে ৫/৬ শ ডলার বেশি ভাড়ায় ভাড়াটিয়া খোঁজে ব্রোকার এবং নিজেই চুক্তি করে ভাড়াটিয়ার সাথে। ক্রেডিট স্কোর, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক- এসবের ঝামেলা এড়িয়ে অনেকেই এসব ব্রোকারের কাছ থেকে সহজেই বাড়ি ভারা পেয়ে যাচ্ছেন বলে প্রথমে মনে করেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিমাসে ভাড়াটিয়া ব্রোকার এর কাছে ভাড়া পরিশোধ করেন।

ব্রোকার চক্র বেশি ভাড়া আদায় করে নির্ধারিত চুক্তিকৃত ভাড়া মালিকের হাতে তুলে দেন। বাকি ডলার নিজেদের কাছে রেখে দেন। ফলে ব্রোকার চক্র প্রতিমাসে বিনা পুঁজিতে লাভের অংশের ভাড়া তার পকেটে রেখে দেন। অনেক সময় ভাড়াটিয়া ব্রোকারের কাছে ভাড়া পরিশোধ করলেও ব্রোকার চক্র বাড়ির ভাড়া মালিককে পরিশোধ করে না। বাসা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বোস্টনে বেইন নির্বাচন

পাতানো নির্বাচনী ফলাফল মানার প্রশ্ন উঠে না: খোকা

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর নির্বাচনে পূর্ব পরিকল্পিত পাতানো নির্বাচনী ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা) যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস'কে বলেন, এ ধরনের পাতানো নির্বাচনী ফলাফল আমরা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারি না। পরিকল্পিত উক্ত ফলাফল মেনে নেওয়ার কোন কারণ নেই। নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা করে নির্বাচন কমিশন জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে আমার পরিষদের অনুমতি ছাড়াই সেগুলো গণনা করে এক তরফাভাবে যে ফলাফল ঘোষণা করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস এ খবর জানিয়েছে।

মাহবুব-ই-খোদা (খোকা) বলেন, বোস্টনে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

সম্মাননা

‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন মারিয়া

ঢাকা অফিস

দেশের ব্যস্ত সংগীতশিল্পী মরিয়ম মারিয়া অনেক দিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। সেখানে দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে কনসার্টে গান করছেন। এ ছাড়াও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্টেজ শো করেছেন। নতুন খবর হলো, মারিয়া সম্প্রতি ‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড-২০২৩’ পেয়েছেন। এ অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে কুইন্স প্যালেস নিউ ইয়র্কে। মারিয়া বলেন, এমন একটি পুরস্কার পেয়ে খুবই সম্মানিত বোধ করছি। এই সম্মাননার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, আমার শ্রোতা ও পরিবারের প্রতি। এদিকে সংগীতশিল্পী হিসেবে মরিয়ম মারিয়া উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। বর্তমানে এ শিল্পী ব্যস্ত গানের অনুষ্ঠান নিয়ে। পাশাপাশি নতুন গান করছেন।



মরিয়ম মারিয়া

মারিয়ার গানের শুরু তার পরিবার থেকে। তার মায়ের পরিবার যেহেতু সংস্কৃতি মনা ছিল। সে সময় থেকেই তিনি লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে’র গান শুনে বড় হয়েছেন। এ গায়িকা বলেন, ওনাদের অনুসরণ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২





















Immigrant Elder Home Care LLC

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়





সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com